মন্মথ রায়ের নাটক

কারাগার
মুক্তির ডাক
মহুয়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

তিন টাকা

আশ্বিন, ১৩

কারাগার

শ্রীযুক্তেশ্বরী সরোজিনী দেবী

[illegible] শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

*

মুক্তির ডাক

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,

এম এ, ডি এল

শ্রীচরণেষু

*

মহুয়া

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

সি আই ই,

শ্রীচরণকমলেষু

*

লেখকের কথা

[বিভিন্ন সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত]

কারাগার

প্রথম অভিনয় : ২৪এ ডিসেম্বর, বড়দিন, ১৯৩০
মনোমোহন থিয়েটার, কলিকাতা

নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া তাঁহাদের জন্য একখানি নাটক লিখিয়া দিতে গত জুলাই মাসে আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী গত ১২ই অগস্ট আমি 'কারাগার' রচনায় ব্রতী হই, এবং ২৫এ অগস্টের মধ্যে উহার প্রাথমিক গঠন শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর হস্তে অর্পণ করি। নানা কারণে মিনার্ভা থিয়েটারে উহার অভিনয় সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তথাপি এই নাটক প্রণয়নে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর নিকট হইতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব। * * * * * গান রচনায় আমি অক্ষম। কিন্তু আমার এই অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে সেই এক পুণ্যপ্রভাতে যেদিন সারা বাঙলার কবিদুলাল কাজী নজরুল ইস্‌লাম আমার হাত দুখানি পরম স্নেহে ধরিয়া বলিয়াছিলেন : "আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়া গান লেখাইয়া না লইলে আমার অভিমানের কারণ হইবে।" যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার জন্য 'মহুয়া'র কণ্ঠে গান দিয়াছিলেন, এবারও আমার 'কারাগারে'র জন্য তেমনি আন্তরিক স্নেহে তিনি গান রচনা করিয়াছেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও তিনি 'কারাগারে'র জন্য শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—পরমোল্লাসে উহাতে স্বয়ং সুরযোজনা করিয়াছেন। আমার আর সৌভাগ্য, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার দরদী-কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আমার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ এবং মমতায় 'কারাগারে'র জন্য কয়েকটি গান রচনা করিয়া দিয়াছেন।

[প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত। 'বরদা ভবন বালুরঘাট, ১৯এ ডিসেম্বর, ১৯৩০]

'কারাগার' মহাসমারোহে সগৌরবে মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল। গত ১লা ফেব্রুয়ারি রবিবার তথায় অষ্টাদশ অভিনয়ের পরে বাঙলা-সরকারের নিষেধাজ্ঞাক্রমে 'কারাগারে'র পুনরভিনয় রহিত হয়। কলারসিকগণ তজ্জন্য বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংবাদপত্রেও তজ্জন্য বিশেষ প্রতিবাদ হইয়াছিল, অভিনয় যে শুধু অভিনয়ই নয়—বাঙলার নাড়ীর সঙ্গে তাহারও যোগ রহিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। বজ্রাঘাতের ঐ বিদ্যুৎটুকুই আমার এই ভাগ্যবিপর্যয়ে পরম সম্পদ মনে হইয়াছিল।

[দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত। ২০এ অগস্ট ১৯৩১। বরদা ভবন, বালুরঘাট, দিনাজপুর]

* * * *

কারাগার সম্পর্কে সরকারী নিষেধাজ্ঞা :

The Government of Bengal.

POLITICAL DEPARTMENT.

POLITICAL BRANCH.

No. 1695 P.

ORDER.

Calcutta, the 4th February, 1931.

Whereas it appears to the Governor-in-Council that the play entitled "Karagar" by Manmath Ray, M. A., printed by him at the Sree-Gouranga Press at No. 71/1, Mirzapur Street, Calcutta, and published at Barada-Bhaban, Balurghat, (Dinajpur), which has been performed at Monomohan Theatre, Calcutta, is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Dramatic Performances Act, 1876, (XII of 1876), the Governor-in-Council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor-in-Council.
Sd./- R. N. Reid
Offg. Chief Secretary to
The Government of Bengal.

An extract from Advance

March 6, 1931, Dak.

BENGAL COUNCIL.

3rd March, 1931

"Karagar" show prohibited.

While admitting that the Bengali drama "Karagar" or Prison, which was staged for some days at the Monomohan Theatre, was a mythological one, the Hon. Mr. W. D. R. Prentice told Dr. N. C. Sen Gupta that the Government had prohibited the further performance of the play on the advice of their legal advisers, as it was likely to excite feelings of disaffection towards the Government.

The Home Member added that ostensibly the play did not relate to present-day politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt.

যাহাদের চেষ্টায় রাজরোষমুক্ত হইয়া 'কারাগার' পুনরায় অভিনীত হইতে পারিতেছে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অবশ্য লেখকের কাঁচি অনেক স্থলেই চোখে পড়িবে।

দোলপূর্ণিমা : ১৩৪৪। বরদা ভবন, বালুরঘাট, দিনাজপুর]

মুক্তির ডাক

[প্রথম অভিনয়ঃ ২৪এ ডিসেম্বর, বড়দিন, ১৯২৩
স্টার থিয়েটার, কলিকাতা]

'মুক্তির ডাকে' ইতিহাসের নিতান্ত অস্পষ্ট ছায়াপাত হইলেও, ইহাকে এক কাল্পনিক চিত্ররূপে গ্রহণ করিলে ঐতিহাসিকগণও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিবেন এবং আমিও বাঁচিয়া যাইব।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ. ডি এল্‌ মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহা শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও পরে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা গত বড়দিনে স্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়। আমার এই সৌভাগ্যের জন্য আমি ইঁহাদের উভয়ের নিকটই আজীবন ঋণী রহিব।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এই নাটক-অভিনয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া তিনটি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়া আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

[দোলপূর্ণিমা, ১৩৩০। জগন্নাথ হল, রমনা, ঢাকা]

মহুয়া

[প্রথম অভিনয়ঃ ৩১এ ডিসেম্বর, ১৯২৮।
মনোমোহন থিয়েটার, কলিকাতা]

মনোমোহন থিয়েটারের বর্তমান পরিচালক অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের উপর্যুপরি দুইখানি টেলিগ্রাম পাইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯২৯) 'মহুয়া' রচনায় হস্তক্ষেপ করি। প্রায় একপক্ষকালমধ্যে মহুয়া-রচনা সমাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের অপরিসীম উদ্যোগে গত ৩১এ ডিসেম্বর (১৯২৮) মঙ্গলবার 'মহুয়া' মহাসমারোহে 'মনোমোহন' থিয়েটারে সর্বসমক্ষে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

[৮ই জানুয়ারি, ১৯৩০, বালুরঘাট, দিনাজপুর]

ইঙ্গিত

উগ্রসেন	...	[illegible] মথুরাধিপতি
কংস	...	ঐ পুত্র
বসুদেব	...	যদুকুল-শ্রেষ্ঠ
কীর্তিমান	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
বিদূরথ	...	কংস-সেনাপতি (যাদব)
কঙ্কণ	...	ঐ পুত্র
রঞ্জন	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
নরক	...	কংসের মন্ত্রী
দেবকী	...	বসুদেব-পত্নী
কঙ্কা	...	করঙ্ক-বাহিনী
চন্দনা	...	যাদব-তরুণী
অঞ্জনা	...	বিদূরথ-পত্নী

নর্তকীগণ, মদিরা, যাদবগণ, সৈন্যগণ, পূজারী, পূজারিণী ও প্রহরিগণ

কারাগার

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

প্রস্তাবনা

ধরিত্রী

জাগো জাগো শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী ॥
ওই বাজে তব আরতি-বোধন,
কোটি অসহায় কণ্ঠে রোদন।
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ,
বেদনা-বিহারী এস নারায়ণ,
কংস-কারার অন্ধ-প্রাকার-বন্ধন অপসারি ॥

কারাগার

প্রথম অঙ্ক

এক

মথুরানগরী। নারায়ণ মন্দির। বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী। সম্মুখে প্রাঙ্গণ

প্রভাত।

একদল ভয়ার্ত যাদব। চোখে মুখে আতঙ্ক। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতেছে ;
আশ্রয়প্রার্থী। রুদ্ধ মন্দির দ্বারে ব্যাকুল করাঘাত

যাদবগণ। (সমস্বরে)
বসুদেব!
বসুদেব!
খোল দ্বার—
দ্বার খোল—

দুয়ার খুলিয়া গেল

—বসুদেব।

শালগ্রামশিলার পূজাবেদী দেখা গেল

যাদবগণ। বসুদেব, রক্ষা কর—
বসুদেব। (তাহাদিগকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া) তোমরা—
যাদবগণ। যাদব।
১ম যাদব। তোমার স্বজাতি, তোমার স্বগোষ্ঠি।
বসুদেব। কি হয়েছে—?
১ম যাদব। অত্যাচার—
২য় যাদব। অত্যাচার—
যাদবগণ। নিদারুণ অত্যাচার—
বসুদেব। কে অত্যাচার করল?
যাদবগণ। কংস।

বসুদেব। কি অত্যাচার ?

১ম যাদব। কি অত্যাচার নয় ? সে ঘোষণা করিয়েছে, রাজ্যের যত পূজা সব রাজার প্রাপ্য, দেবতার নয়। রাজ্যে রাজার পূজা ভিন্ন দেবতার পূজা নিষেধ।

বসুদেব। তোমরা তা মেনে নিয়েছ।···এ মন্দিরের নারায়ণ পূজায় বহুদিন তোমরা যোগদান কর না—

১ম যাদব।···হাঁ, করি না, প্রাণভয়েই করি না, কিন্তু ঘরে ঘরে গোপনে আমরা নারায়ণ পূজা করতাম,—কিন্তু সে কথাও···

বসুদেব। কংস জেনেছে, তোমাদেরই কারো মুখে। তোমরাই আজ কংসের সৈন্য, তোমরাই তার গুপ্তচর, অনুচর, সহায় সম্পদ !

১ম যাদব। অস্বীকার করবার উপায় নাই।···কিন্তু এত করেও তো প্রভুর মন পেলাম না। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেচে।

বসুদেব। যেহেতু অত্যাচার সইবার ক্ষমতাও তোমাদের বেড়ে চলেছে।

১ম যাদব। আমাদের ঘরে ঘরে তার সশস্ত্র সৈন্য প্রহরী হল।··· তারাও যাদব। যাদব হয়েও তারা যদুকুলের আরাধ্য দেবতা নারায়ণ বিগ্রহ ধ্বংস করল ! যে বাধা দিতে গেল, সে প্রাণ হারাল। যে বাধা দিল না, সে বেঁচে গেল। আরো অপমান আরো উৎপীড়ন—আরো অত্যাচার কপালে লেখা রয়েছে, তাই আমরা মর্ত্তে পারলাম না—

বসুদেব। যে অত্যাচার সহ্য করে, মৃত্যু তাকে ঘৃণা করে।···মৃত্যু তাকে পদাঘাত করে পরশ দেয়···মৃত্যু-যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু আলিঙ্গন দিয়ে মুক্তি দেয় না—শান্তি দেয় না—

১ম যাদব।···সে কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌ছি। উৎপীড়ন সহ্য করে প্রাণ বাঁচিয়েই চলেছি, কিন্তু···এতটুকু শান্তি পাচ্ছি না। আমাদেরই একটি মেয়ে, নাম চন্দনা—

বসুদেব। হাঁ, চন্দনা···। সে এই মন্দিরে এসে প্রত্যহ পূজা দেয়, সন্ধ্যায় আরতি করে, প্রভাতে প্রভাতী গায়। কাল সন্ধ্যায়—

১ম যাদব। সে এসেছিল, কিন্তু আজ আর আসবে না। কাল রাত্রে দুর্ব্বৃত্তরা তাকে আমাদেরি চোখের সামনে বলপূর্ব্বক হরণ করে নিয়ে গেল—

বসুদেব। আ—হা—হা···পিতৃমাতৃহীনা সেই অনাথাকে ধরে নিয়ে গেল···তোমরা কেউ বাধা দিলে না ?

১ম যাদব। বাধা দেব মনে করে অসিতে হাত দিতে যাচ্ছিলাম··· অমনি তারা রুখে এসে বল্‌ল—"অসি দাও, অস্ত্রধারণে তোমাদের কোন অধিকার নেই, বিশেষ আমাদের বিরুদ্ধে—"

বসুদেব। এত বড় সত্যকথা জগতে আর কেউ কোনদিন বলেছে কি না সন্দেহ। তোমরা অস্ত্রত্যাগ করলে ?

১ম যাদব। (সোৎসাহে) না।

বসুদেব। তবে কি যুদ্ধ হ'ল ?

১ম যাদব। না—

বসুদেব। তবে ?

১ম যাদব। আমরা "দিচ্ছি" বলে ঘরে এসে···খিড়কির দুয়ার দিয়ে পালিয়ে এলাম—(সকলে সগর্ব্বে বস্ত্রাবরণতল হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল) এই আমাদের অস্ত্র—

বসুদেব। চমৎকার !···আর তবে ভয় নাই···খাপের ভেতর ভরে রাখ···বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওদের অসুখ হতে পারে। কিন্তু তোমাদের স্ত্রীপুত্র ?

১ম যাদব। সেই কথা ভেবেই আমরা আকুল হচ্ছি।···আমরা নির্য্যাতিত উৎপীড়িত নিঃসহায় যাদব। আপনার পিতা মহামতি শূরসেনের হাত হতে যেদিন দুরাত্মা উগ্রসেন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে মথুরায় ভোজবংশের আধিপত্য স্থাপন করল, সেই দিন হতেই যদুকুলের এই দুর্দ্দশা ! মহামতি শূরসেন আজ নেই, আছেন আপনি···। আপনি আপনার স্বজাতি···স্বগোষ্ঠি রক্ষা করুন—

বসুদেব। এখন এ ক্রন্দন বৃথা ! যেদিন উগ্রসেন পিতার হাত হতে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিল সেদিন তোমরা কথাটি কওনি, বরং ঘরভেদী বিভীষণের মতো তোমরাই হয়েছিলে তার সহায়, তার সৈন্য ! ভেবেছিলে প্রতিদানে পাবে প্রচুর পুরস্কার···কিন্তু কি পেয়েছ আজ বুঝ্‌ছ ! শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা নয়—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

নিজ হাতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছ, তার ফলভোগ তুমি না কর··· তোমার পুত্র, তোমার পৌত্র, প্রপৌত্র···বংশানুক্রমে কর্ব্বে···। যদি বল উপায় কি ? উপায়—প্রায়শ্চিত্ত···এক জীবনেও তা শেষ হবে না···এ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে জন্মে জন্মে !

বাহিরে জয়ধ্বনি

সম্রাট জয়তু!
সম্রাট জয়তু!
সম্রাট জয়তু!

যাদবগণ। বসুদেব—বসুদেব—

উভয়ে সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল

সানুচর উগ্রসেনের প্রবেশ

উগ্রসেন। বসুদেব!

বসুদেব। আজ্ঞা করুন···

উগ্রসেন। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এসেছি···

বসুদেব। পরিহাস কেন রাজা?

উগ্রসেন। না বসুদেব, পরিহাস নয়। তোমার পিতার হাত হতে যেদিন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে মথুরায় যাদবরাজত্বের অবসান করি, সেদিন মনে আশা ছিল, সুশাসনে যাদবদের মন হতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেব। আশা ছিল···বিজয়ী ভোজবংশ এবং বিজিত যদুবংশে আমার সুশাসনে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে কালাতিপাত করবে। আমার সে আশা সমূলে নির্ম্মূল করেছে আমারি কুলাঙ্গার পুত্র কংস···, তারি চক্রান্তে, ইঙ্গিতে, আদেশে, ভোজবংশ বিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে বিজিত যদুবংশের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করছে, আমি বহু চেষ্টা করেও তা নিবারণ কর্ত্তে সমর্থ হইনি।

বসুদেব। আমরা তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি এবং করছি।

উগ্রসেন। অথচ এই অত্যাচার···এই অনাচার আমারি নামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে···উৎপীড়িত নরনারী আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে অথচ—অথচ—আমি এর জন্যে এতটুকু দায়ী নই!

বসুদেব। তথাপি আপনি রাজা,—প্রজার ওপর অপরের অত্যাচারের জন্যও রাজাই দায়ী—

উগ্রসেন। ধিক্ এরূপ রাজত্বে। বসুদেব, এই নাও রাজদণ্ড, এই নাও রাজমুকুট। অত্যাচারীকে দমন কর···রাজ্যের ক্রন্দন নিবারণ কর···আমার বিবেক তুষানলে দগ্ধ হচ্ছে···তোমার রাজত্ব তুমি গ্রহণ কর···আমাকে মুক্তি দাও···আমাকে রক্ষা কর—

বসুদেব। এ দান গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি জানি, দান

গ্রহণে কখনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা রাজ্যচ্যুত···অত্যাচারিত ···উৎপীড়িত; কিন্তু···ভিক্ষুক নই। আমাদের কোন আবেদন নাই— নিবেদন নাই। আমরা শক্তি-সাধনা করছি···সেই শক্তি···যা এই অত্যাচার-উৎপীড়ন দমন কর্ত্তে পারে···যা আমাদের হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার কর্ত্তে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঐ রাজদণ্ড ঐ রাজমুকুট অর্জ্জন করব···ভিক্ষা করে নয়, দান-গ্রহণেও নয়।

উগ্রসেন। কিন্তু বসুদেব···এ রাজদণ্ড এ রাজমুকুট আর আমি বহন কর্ত্তে পারি না···এরা যেন তপ্ত লৌহশলাকা, আমায় নিয়ত দগ্ধ কর্চ্ছে··· গ্রহণ কর বসুদেব, গ্রহণ কর—(দানোদ্যত—)

ইতিমধ্যে কংসানুচর বিদূরথ এবং নরক প্রবেশ করিয়াছিলেন

নরক। ভৃত্যেরা যখন উপস্থিত রয়েচে, তখন ও বোঝা দুটি অপরের স্কন্ধে কেন নিক্ষেপ কর্‌ছেন···? বিদূরথ···ভার বহন কর।···শুনুন মহারাজ, আপনার ঔষধ সেবনের সময় অতিবাহিত হয়···যুবরাজ মহা চিন্তিত হয়ে রাজবৈদ্য সঙ্গে করে প্রাসাদে আপনারই অপেক্ষায় বসে আছেন।

বিদূরথ রাজদণ্ড ও রাজমুকুট গ্রহণ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

উগ্রসেন। (বিষম ব্যাকুলতায়) গ্রহণ কর বসুদেব, গ্রহণ কর—

নরক। মহারাজের ভয়ানক মাথা ধরেছে।···বিদূরথ মহারাজ রাজমুকুটটি পর্য্যন্ত মাথায় রাখতে পার্চ্ছেন না···তুমি হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি? এমনি করেই কি রাজসেবা কর্ব্বে?

উগ্রসেন। বসুদেব—বসুদেব—

বিদূরথ রাজদণ্ড ও রাজমুকুট একরূপ কাড়িয়া লইতেই উদ্যত হইল···

নরক। শিরঃপীড়া তো নয়, শিরঃশূল। ভয় নেই মহারাজ, রাজবৈদ্যকে দিয়ে উত্তম মধ্যম···মধ্যম নারায়ণ ব্যবস্থা করলেই—

উগ্রসেন। দুর্ব্বৃত্ত পুত্র আমার রাজ্যসম্পদ কেড়ে নিচ্ছে···রক্ষা কর বসুদেব, রক্ষা কর—

নরক। শিরঃপীড়া থেকে শিরঃশূল···শিরঃশূল থেকে বিকার···বিকার!

বসুদেব। দিন্···(উগ্রসেনের হাত হইতে রাজদণ্ড রাজমুকুট লইলেন) নাও—(বিদূরথের হাতে দিলেন।) যাও—···গিয়ে সেই সয়তানকে বল, যদুকুলের এই হৃত রাজমুকুট···এই হৃত রাজদণ্ড···এই হৃত মথুরা-রাজ্য যদুসন্তান···দান গ্রহণে নয়, স্বকীয় সাধনায় পুনরুদ্ধার করবে···

নরক এবং বিদূরথ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল

উগ্রসেন। (উহা লক্ষ্য করিয়া) ধর্‌—ধর্‌—ওরে ওদের ধর্‌—

উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

বসুদেব। (সমাগত যাদবগণ ও রাজানুচরগণের প্রতি)···ঐ উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হতভাগা বৃদ্ধরাজাকে ফিরিয়ে আন···নইলে সেই দুর্ব্বৃত্ত ওকে বধ করতেও কুণ্ঠিত হবে না—(তাহারা উপদেশ পালন করিল) ভগবান—! নারায়ণ—! একটিবার চোখ মেল···চেয়ে দেখ এ জগৎ হ'তে বেদ অন্তর্হিত, দর্শন অদৃশ্য, উপনিষদ লুপ্ত···! সংসারে আজ আচার নাই, আছে শুধু অত্যাচার, প্রীতি নাই, আছে শুধু দ্বেষ, প্রেম নাই, আছে শুধু হিংসা! ধরণী রক্তাক্ত! ধর্ম্ম লুপ্ত! ···ভগবান! নারায়ণ!··· এখনো কি তুমি ঘুমিয়েই রইবে? এখনো কি তুমি জাগবে না? জাগবে না?

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান

ক্ষণপর বিদূরথ-পুত্র কঙ্কণের প্রবেশ। তাহার শিরে সেনানায়কের শিরস্ত্রাণ এবং হাতে একটি পুষ্পডালা। সে আসিয়া চারিদিকে কাহাকে খুঁজিল। তাহাকে না পাইয়া প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে রক্ষিত একটি শিলাবেদীর উপর বসিয়া পুষ্পডালা হইতে পুষ্প প্রভৃতি নামাইয়া রাখিল। তৎপরে পরিচ্ছদাভ্যন্তরাল হইতে একটি চন্দন-পাত্র বাহির করিয়া একটি জলপদ্ম-পাতায় চন্দনাক্ষরে কি লিখিল। লিখিয়া তাহা উঁচু করিয়া ধরিয়া পড়িল। তৎপরে তাহা ডালাতে রাখিয়া তদুপরি রাখিল একটি পুষ্পমাল্য। তাহার পর ফুলে ফুলে পুষ্পডালা ভরিয়া ফেলিল। পুষ্পডালাটি বেদীর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই বাহির হইতে ভাসিল মন্দিরের করঙ্কবাহিনী কঙ্কার গীত-লহরী। সে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।

ধূপ দীপ নৈবেদ্য, ফুল ফল, আম্রমুকুল, নবপল্লব, পদ্মপাতা, মৃণালমালা, নবীনধানের নবমঞ্জরী প্রভৃতি নানাবিধ পূজোপকরণ লইয়া মন্দিরের পূজারী পূজারিণীগণ নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে আসিল। কঙ্কা তাহাদের মধ্যমণি।···

কঙ্কণের এই উৎসব এতই ভালো লাগিল যে সে তাহার শিরস্ত্রাণ একরূপ জোর করিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া সেই উৎসবে আর দশজনের মতো যোগদান না করিয়া পারিল না। অন্য সকলের নিকট এই যুবক অজ্ঞাত হইলেও কঙ্কার নিকট সে সুপরিচিত ছিল।

জয় জয় জয় ভগবান।
পাথরের মত বুকে, ঝরণার ধারা মত
আনো নব-জীবনের গান।
আঁধারের ছেলে মোরা খুঁজে মরি শিশু ঊষা,
শ্যামলী ধরণী ভ'রে চাই অরুণের ভূষা;
মুখে স্বপনের স্মৃতি, চাই তপতের গীতি!
চাই চির-আলোকিত প্রাণ।

পাথরের ঘুম ভেঙে জাগো তুমি শিলাময় !
পৃথিবীর খেলাঘরে জাগো, জাগো লীলাময় !
জাগো চোখে, জাগো বুকে, জাগো সব সুখে-দুখে,
অমৃতের বাণী দাও মৃতদের মুখে মুখে,
ঘুমভরা জাগরণে এস মহা জাগ্রত !
অরূপ-রতন কর দান।

গাহিতে গাহিতে মন্দিরের প্রতি সোপানের দুই পার্শ্বে এক একজন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নারায়ণোদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া প্রণাম করিল। কঙ্কণ স্বপ্নাবিষ্টের মত মধ্য-সোপান বাহিয়া একেবারে মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলে যখন সমস্বরে

ভগবন্ জাগৃহি !
ভগবন্ জাগৃহি !
ভগবন্ জাগৃহি !

ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন তাহার চমক ভাঙিল। সে একবার নীচে নামিল, আবার উপরে উঠিল, আবার তখনি আগ্রস্ত হইয়া ছুটিয়া গেল তাহার শিরস্ত্রাণ পরিতে… গিয়া দেখে, কঙ্কা তাহা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কঙ্কণ। আমার শিরস্ত্রাণ কঙ্কা ?

কঙ্কা। আমার পুষ্পডালা ?

কঙ্কণ। এনেছি, তোমার পুষ্পডালা ফুলে ফুলে ভরে এনেছি কঙ্কা—এই নাও—

কঙ্কা। আগে কৈফিয়ৎ চাই। তুমি গত রাত্রে মন্দিরে এসে আরতির অবসরে আমার পুষ্পডালা নিয়ে পালিয়েছিলে কেন ?

কঙ্কণ। তোমার সেই শূন্যডালাটি আমার মালঞ্চের ফুলে ভরে দেব বলে। এই সামান্য অধিকারটুকুও কি আমার নেই ? মনে করে দেখ তোমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা ছিল, তুমি, আমার বধূ হও। আমার নাম "কঙ্কণ", তিনি তোমারও নাম রেখেছিলেন "কঙ্কা"।

কঙ্কা। সুখের বিষয় তিনি সে বিবাহ দেন নি। দুঃখের বিষয় আজ তিনি বেঁচে নেই…থাকলে, তিনি আমার এই কলঙ্কিত নাম পরিবর্তন কর্ত্তেন—

কঙ্কণ। আমি জানি, আমার প্রতি তোমার ঘৃণা—

কঙ্কা। সে ঘৃণা কি অকারণ ? তুমি আমাদেরই স্বজাতি, স্বগোষ্ঠি, পুণ্য যদুবংশে তোমার জন্ম। কিন্তু—

কঙ্কণ। কিন্তু—?

কঙ্কা। ভোজবংশের দাসত্ব বরণ করে তুমি এবং তোমার পিতা এই যদুবংশের উপরই অমানুষিক অত্যাচার কর্ত্তে কুণ্ঠিত হও নি। মনুষ্যত্ব হারিয়েছ, ধর্ম্মও হারিয়েছ। আজ তোমার সাধ্য নেই—তুমি আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়ে শুধু এইটুকু বল—

ভগবন্ জাগৃহি!

কঙ্কণ। ভগবানের আহ্বান আমার প্রভুর নিষেধ। আমার প্রভুর দেবতা ভগবান নয়,—সয়তান।

অন্যান্য সকলে। কে তোমার প্রভু?

কঙ্কণ। মহামহিম কংস!

কঙ্কা। ধিক্ সেই ক'টি স্বর্ণমুদ্রা যা মানুষের মনুষ্যত্ব ক্রয় করে। শত ধিক্ তাকে, যে ঐ স্বর্ণমুদ্রার লোভে তার আত্মা…তার ধর্ম্ম…তার বিবেক বিক্রয় করে!

কঙ্কণ। (দীর্ঘশ্বাসে) পিতাপুত্রে যেদিন ভোজবংশের দাসত্বগ্রহণ করেছি, পিতা বলেন সেইদিনই জাতি ধর্ম্ম বিবেক সব জলাঞ্জলি দিয়েছি—

অন্যান্য সকলে। কে তোমার পিতা?

কঙ্কা। দানবদাস [illegible] বিদুরথ!

সকলে। কুলাঙ্গার!

কঙ্কা। আমার ঘৃণা কি অকারণ কঙ্কণ?…যাক্, দাও আমার পুষ্প-ডালা—

কঙ্কণ। (ছুটিয়া পুষ্পডালা আনিয়া [illegible] আগ্রহে) নাও—নাও! দুঃসহ ব্যঙ্গ, অসহনীয় উপহাস সইতে হবে জেনেও আমি ছুটে এসেছি তোমাকে এই পুষ্পডালা—তোমারি মন্দিরের এই [illegible] প্রত্যর্পণ করতে—(নতজানু হইয়া) নাও দেবী, নাও—

কঙ্কা। (হাসিয়া তাহা গ্রহণ করিল) তোমার এই চৌর্য্যবৃত্তিতে নূতনত্ব আছে কঙ্কণ।…

কঙ্কণ। হাঁ, এরি মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার অন্তরের কামনা, ওরি মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার কামনা পূরণের শেষ সাধনা…। ঐ পুষ্পডালায় লেখা আছে আমার ললাট-লিপি। সেই ললাট-লেখা তুমি পাঠ কর্ব্বে, সেই আশায় আমি এই মন্দিরে লাঞ্ছিত হয়েও পড়ে থাকব পদাহত হলেও পড়ে থাকব। তুমি আমার শিরস্ত্রাণ দাও—

কঙ্কা। শিরস্ত্রাণ?

কঙ্কণ। হাঁ, শিরস্ত্রাণ…। শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে আমি আমার পদমর্য্যাদার অবমাননা করেছি—

কঙ্কা। বটে! যদি এ শিরস্ত্রাণ আর না দি—?

কঙ্কণ। আমি পদচ্যুত হব।

কঙ্কা। পদচ্যুত হবে?

কঙ্কণ। পদচ্যুত হব।

কঙ্কা। একথা জেনেও তবে শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করেছিলে কেন?

কঙ্কণ। রক্তের ডাক! রক্তের ডাক! বহুকাল পরে যখন জাতীয় উৎসব দেখলাম, আত্মবিস্মৃত হলাম। শিরস্ত্রাণ ত্যাগ করে, আমাদের ঐ আর সবার মতো কখন যে উৎসবে মত্ত হয়েছি, নিজেই জানি নি—

কঙ্কা। পাপ! মহাপাপ হয়েছে! তা যখন পাপ করেইছ, তখন তার দণ্ড নিয়ে যাও। তোমার এই ফুলগুলি ঐ আর সব পাপীদের বিলিয়ে দি…উৎসবের এই যন্ত্রণাটুকু সহ্য করলে তবে শিরস্ত্রাণ পাবে—

কঙ্কণ। তাই হোক্—তাই হোক্—আমিও তাই চাই কঙ্কা!

কঙ্কা বামহস্তে কঙ্কণের শিরস্ত্রাণ লইল এবং দক্ষিণ হস্তে পুষ্পডালা হইতে এক একটি ফুল লইয়া তাহা সোপানাবস্থিত সকলকে একে একে বিতরণ করিয়া চলিল—সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল

ফুল-বাড়ীতে ফুট্‌ল যে ফুল, পায় মধু তার ফুলটুকি,
ভোমর-বঁধু পালিয়ে গেছে, মধুহারার মুখ শুঁকি!
সেই ফুলে আজ ভরলে ডালা
কেমন ক'রে গাঁথব মালা,
চোখের জলেই ভিজিয়ে তারে করবে মধুর বন্ধু কি?
বুক-শুকানো ফুলের বোঁটায়
ছেয়ে দিলেম চোরা-কাঁটায়
ধরায় সে ফুল ছড়িয়ে দিতে হয় না আমার মন দুখী।

যখন মন্দিরের দুয়ারে গিয়া উঠিল তখন গান শেষ হইল ফুলও শেষ হইল রহিল শুধু একটি মালা—

কঙ্কা। ফুল শেষ, গান শেষ এখন অবশিষ্ট এই মালা, এ মালা নেবে কে?

কঙ্কণ। (বিষম আগ্রহে) ঐ মালার তলে রয়েছে পদ্মপত্র, তাতে চন্দন-লেখা; সেই চন্দন-লেখা তোমায় ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবে। পাঠ কর সেই চন্দন লেখা…

কঙ্কা। তাই ত! কি যেন লেখা! তুমি লিখেছ?

কঙ্কণ। ঐ চন্দন-লেখা আমার ভাগ্য-লেখা। তুমি পাঠ কর, তুমি পাঠ কর।

কঙ্কা। (পাঠ করিল) "ধর্ম্ম সাক্ষী, আমার স্বামী—

শেষ কথাটি আর পাঠ করিল না—

কঙ্কণ। থেমো না···থেমো না···আর আছে মাত্র একটি কথা, পাঠ কর—

সকলে। ধর্ম্ম সাক্ষী, তোমার স্বামী ?

কঙ্কা। (পাঠ—) "—কঙ্কণ।"

কঙ্কণ। (সয়তানের মতো হাসিয়া উঠিল) হাঃ হাঃ হাঃ—

কঙ্কা। (অবাক হইয়া) সে কি ?

কঙ্কণ। তোমার নারায়ণের এই পুণ্য-পূত মন্দিরে, ধর্ম্মসাক্ষী করে তুমি উচ্চারণ করেছ—আমি তোমার স্বামী!

কঙ্কা। (একবার কঙ্কণের দিকে তীব্র কটাক্ষে তাকাইল। কিন্তু তখনি সপ্রতিভ হইয়া পার্শ্বস্থ দেবদাসীর হস্তে রক্ষিত, প্রদীপের অগ্নিশিখায় কঙ্কণের শিরস্ত্রাণ ধরিল—) ধর্ম্ম সাক্ষী, নারায়ণ সাক্ষী···সবার ওপর প্রত্যক্ষ এই অগ্নিদেব সাক্ষী, আমার স্বামী পদচ্যুত···দাসত্বমুক্ত—ঐ কঙ্কণ—

শিরস্ত্রাণ ভস্মীভূত হইয়া গেল

কঙ্কণ। ([illegible]) মুক্ত আমি! মুক্ত আমি! আমার সয়তান প্রভু···আমার সয়তান মন, আমার দাসত্ববন্ধন ধর্ম্ম সাক্ষী··· নারায়ণ সাক্ষী···ঐ কল্যাণী অগ্নিশিখায় আজ ভস্ম হোল। (ছুটিয়া কঙ্কার কাছে যাইতে যাইতে) ভগবন্ জাগৃহি—ভগবন্ জাগৃহি—(কঙ্কার সম্মুখে গিয়া) এইবার দাও তোমার মালা।

কঙ্কা কঙ্কণের গলায় মালা দিল। দেবদাসীগণ হুলুধ্বনি করিল।
মন্দিরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। বসুদেব ও দেবকী
মন্দির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন

বসুদেব। ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরে এলো। তোমাদের এই নবজীবনে···আশীর্ব্বাদ করি—

[illegible] ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষ বিনাশায় পুনরাগমনায় চ।"

মন্দিরাভ্যন্তরে সকলের প্রস্থান। সর্ব্বশেষে ছিলেন দেবকী
ও বসুদেব। এমন সময় বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। বসুদেব—

বাসুদেব ও দেবকী দাঁড়াইলেন

বিদূরথ। রাজাজ্ঞা অবহিত হও—

বসুদেব। কার আজ্ঞা ?

বিদূরথ। ভোজ-সম্রাট মহামহিম কংসের আজ্ঞা—

দেবকী। সে কি ? পিতৃব্য উগ্রসেন এখনো জীবিত—

বিদূরথ। হাঁ, জীবিত, কিন্তু সিংহাসনচ্যুত। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহামহিম কংস এই সদ্য রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

দেবকী। কিন্তু কোন্ অধিকারে ?

বসুদেব। সে আলোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজন দেবকী। বিদূরথ, তোমার রাজাজ্ঞা ঘোষণা কর—

বিদূরথ। আজ হতে এ মন্দিরে নারায়ণ পূজা নিষেধ। এ রাজ্যে পূজা পাবার অধিকার একমাত্র রাজার। এখন হতে প্রতি প্রজাকে ঘরে ঘরে কংস মহারাজার মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি রক্ষা কর্ত্তে হবে এবং নিয়মিত ভাবে প্রতি প্রভাতে এবং প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ দীপ আরতি সহকারে পূজা কর্ত্তে হবে।

দেবকী ও বাসুদেব। (এক সঙ্গে) বটে !

বিদূরথ। হাঁ,—এবং আজই এই বিধান এই মন্দিরে অবিলম্বে প্রতিপালিত হয় আমি তার ব্যবস্থা কর্ব্ব···আমার প্রতি এইরূপ আদেশ।

বসুদেব। আমার দেবতা নারায়ণ। আমি অন্য দেবতা মানি না।

বিদূরথ। রাজা প্রত্যক্ষ দেবতা।

বসুদেব। তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

বিদূরথ। বসুদেব, আমিও যাদব, বন্ধুভাবেই বলছি। আমাদের জাতীয় দেবতা মূক···, মূর্ত্তিমাত্র। চোখে তাকে কেউ দেখেনি। তার পূজায় লাভ কি ? বরং—

বসুদেব। দূর হও যাদবাধম—

বিদূরথ। বটে ? এতকাল তোমাকে শাসন করা হয় নি বলে··· স্পর্দ্ধা হয়েছে তোমার গগনস্পর্শী। জানো, যে তোমাকে এতকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, সেই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ উগ্রসেনই আজ লৌহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ? জানো আমার উপর আদেশ আছে তোমার চোখের ওপর তোমার ঐ শালগ্রাম শিলা ধ্বংস করে ওখানে আমার মহিমময় প্রভুর রাজ-প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে ? এবং আমি তা কর্ব্ব—এখনি—এই মুহূর্ত্তে—!

বসুদেব। সাধ্য থাকে, কর—

বিদূরথ। বুঝেছি। তুমি বাধা দিতে বদ্ধ-পরিকর। তোমার এই

মন্দিরে আমি এখনি জয়ধ্বনি হতে শুনেছি। বুঝেছি, তুমি আজ জনবল ও অস্ত্রবলে বলী। উত্তম, আমিও উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত এবং প্রস্তুত হয়ে আসি।—

প্রস্থান

মন্দিরাভ্যন্তর হইতে পূজার্থী যুবকগণ সশস্ত্র হইয়া উপস্থিত

১ম পূজার্থী। ওরা পশুবলে আমাদের আক্রমণ কর্বে। ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমরা প্রাণ দেব, কিন্তু ওদের শির নিয়ে তবে শির দেব—

বসুদেব। বলে, আমার দেবতা মৌন…মূক…শুধু একখণ্ড শিলাস্তূপ …জাগো ভগবান্…তুমি আজ জাগো!

সকলে। ভগবন্ জাগৃহি!
ভগবন্ জাগৃহি!
ভগবন্ জাগৃহি!

দেবকী। আমি মা।…নিদ্রিত সন্তানকে জাগ্রত কর্ত্তে মা যেমন জানে আর কেউ জানে না। সশস্ত্র যখন সশস্ত্রের উপর অত্যাচার করে ভগবান তখন জাগেন না; ভগবান জাগেন তখন, যখন সশস্ত্র নিরস্ত্রের উপর অত্যাচার করে। * * * * * * * * …যাদবগণ, আমার আদেশ প্রতিপালন কর। ঐ শালগ্রামশিলা পদতলে সকলে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ কর…(সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আদেশ পালন করিল) এইবার নতজানু হয়ে সকলে ঐ ঘুমন্ত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন কর…হে দেবতা, আমাদের অস্ত্র আজ তোমার হাতে। আমরা নিরস্ত্র…সশস্ত্র সয়তান নিরস্ত্র আমাদের উপর অত্যাচার কর্চ্ছে—এইবার তুমি রুদ্ররূপে জেগে ওঠ…

সকলে অস্ত্রত্যাগ করিয়া সোপানে লুটাইয়া পড়িল

সসৈন্য বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। এইবার, একি! তোমরা এখনো প্রস্তুত নও! ধর অস্ত্র। যুদ্ধ কর। মূর্খ যাদব…ঐ শিলাখণ্ডের জন্য এইবার প্রাণ দাও—

বসুদেব। (সম্মুখে আসিয়া প্রসারিত বক্ষে দাঁড়াইয়া) আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি। বধ কর—

বিদূরথ। অস্ত্র ধর…নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে এখনো অভ্যস্ত হই নি, ধর অস্ত্র—

বসুদেব। হাঃ হাঃ হাঃ—অস্ত্র ধরব না, আর অস্ত্র ধরব না। আমাদের অস্ত্র আমাদের দেবতার হাতে তুলে দিয়েছি। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে···শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দৈত্য-নিসূদন মধুসূদনের বরাভয় মূর্ত্তি···নিরস্ত্রের উপর সশস্ত্রের অত্যাচারে ঐ পাষাণেই তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। হাসিমুখে, আনন্দে, উল্লাসে তোমার অস্ত্রাঘাত সহ্য কর্ব্ব··· কর আঘাত—

বিদূরথ। হাঁ, কর্ব্ব···

কিন্তু তাহার চোখের সম্মুখে যেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল।
অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইয়াই কি এক দুর্ব্বলতায় তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল···

না—না—

হাত হইতে অসি পড়িয়া গেল

বসুদেব। হাঃ হাঃ হাঃ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

এক

নৃত্যশালা

সারি সারি পিতলের দীপবৃক্ষ, তার ডালে অভ্রের আবরণে ঢাকা দীপ জ্বলছে। দেওয়ালের মাথার কাছে চারিদিকে মৃণালবাহী মরালশ্রেণী আঁকা রয়েছে, তার নীচে কিন্নর-দম্পতী বীণা বাজাতে যেন শূন্যমার্গে চলেছে। তার নীচে তরঙ্গ-লেখা রাগরাগিণীর মূর্ত্তি। এক পাশে একটা কাঞ্চন-দণ্ডে একটা মণিময় ময়ূর। চীনাংশুকে ঢাকা আসন্দিকা নামক আসন। পাশে আরো সব আসন। পিছনে চামরধারিণী ও পানের বাটা নিয়ে করঙ্ক-বাহিনী। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতি যন্ত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণী।

নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল···

রূপ-সায়রের সোনার কমল, আমরা আনি পরাগ তার
ফুলের গলায় দি পরিয়ে ভোমর-বঁধুর গানের হার!
বৌ কথা কও ডাকলে পাখী,
আমরা যে তার কাছেই থাকি,
চখা-চখীর অশ্রু মুছাই ভুলিয়ে রাতের অন্ধকার।
আমোদ ক'রে কামোদ গেয়ে
ধরার ধূলায় স্বপন ছেয়ে,
গুণ্‌চি মোরা সুখের লহর, বইচে জীবন পারাবার।

গীত শেষে নৃত্যশালায় সম্রাট কংসের শুভাগমন হইল তাহার পশ্চাতে সুরার সরঞ্জাম লইয়া সুরা-বাহিনী "মদিরা"। তৎপশ্চাৎ নরক, তৎপশ্চাৎ নতশিরে ম্লানমুখে বিদূরথ। কংস প্রবেশ করা মাত্র নর্ত্তকীগণ যে যেখানে ছিল সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

কংস। তোদের এ প্রণাম কে পেল ?

নর্ত্তকীগণ একে একে উঠিয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিল

প্রথমা। শ্রীমান্—
কংস। শ্রীমান্!
দ্বিতীয়া। ধীমান্—
কংস। ধীমান্!
তৃতীয়া। মহীয়ান্—
কংস। বটে!
চতুর্থী। গরীয়ান্—
কংস। বাঃ!
পঞ্চমী। কীর্ত্তিমান—
কংস। হাঁ?
ষষ্ঠি। শৌর্য্যবান্—
কংস। (সকৌতুকে শৌর্য্যবানের ভঙ্গী)
সপ্তমী। বীর্য্যবান্—
কংস। নিশ্চয়—(বীর্য্যবানের ভঙ্গী)

বাকী যাহারা ছিল তাহারা আর ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল, বিপদেই পড়িল

কংস। তারপর—তারপর (যেন তাহাদের বিপদমুক্ত করিলেই ভাষা যোগাইয়া দিল। সকৌতুকে) —সয়তান। (প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল, হঠাৎ নরক ও বিদূরথের প্রতি) ভগবানও হতে পার্ত্তাম, কিন্তু, (মদিরার হাত হইতে পানপাত্র লইয়া ঢকঢক্ করিয়া খানিকটা মদ্যপান করিয়া)...কিন্তু ভগবান কি মদ খান?

নরক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) ভগবান মদ খান কিনা... কোনো শাস্ত্রে দেখেছি বলে, (হঠাৎ) ওহে বিদূরথ, তোমার তো তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বেশ পড়া আছে, তুমি কি বল?

বিদূরথ। আমাদের পুরাণে আছে, দেবতারা অমৃত পান করেন। আমাদের শাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাপ।

কংস। দেবতাদের কখনো চোখেই দেখতে পেলাম না। একবার পেলে না হয় তাঁদের সেই পুণ্যবান-পানীয় অমৃত সেবনের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু, হে নরক, মদ্যপানরূপ পাপে তোমার কিরূপ রুচি?

পানপাত্র তাহার সম্মুখে ধরিল

নরক। (নতজানু হইয়া সশ্রদ্ধভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া)···যেরূপ সম্রাটের অনুগ্রহ!

কংস। হাঁ বিদূরথ, সে মহাপাপের শাস্তি?

বিদূরথ। মৃত্যুর পর অনন্ত নরক বাস।

কংস। নরক বাস! হোঃ হোঃ হোঃ (প্রাণ খুলিয়া হাস্য) তাই বুঝি তুমি মদ খাও না?

বিদূরথ। (মাথা নীচু করিয়া রহিল)

নরক। (মদ্যপান শেষ করিয়া কংসের প্রশ্নের উত্তর সেই দিল) হাঁ সম্রাট!

কংস। (নরকের দিকে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল নরক মদ্যপান সদ্য শেষ করিল) তোমার অনন্ত নরক বাস নরক! (বলিয়াই নিজেও মদ্যপান করিল)

নরক। নামেই তা সুপ্রকাশ সম্রাট।

কংস। বেশ! বেশ! (নর্ত্তকীদের প্রতি চাহিয়া)···তোদেরো··· চলে তো? (নর্ত্তকীগণ সলজ্জ মৃদুহাস্যে মাথা নীচু করিল) বাকী শুধু বিদূরথ।···(সহসা গম্ভীরভাবে) বিদূরথ!—

বিদূরথ। প্রভু!

কংস। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল!

বিদূরথ। কি প্রভু?

কংস। তোমার নামে একটা গুরুতর অভিযোগ শুনলুম—

বিদূরথ। (বজ্রপতনে চমকিতের ন্যায়) আমার নামে অভিযোগ?

কংস। হাঁ, তোমার নামে! শুনে এত দুঃখিত হয়েছি যে কাল রাত্রে ভালো ঘুমুতেই পারি নি বিদূরথ!

বিদূরথ। প্রভু, আপনার সেবায় দেহ-মন-বুদ্ধি-বিবেক সমস্ত নিয়োগ করেছি, তবু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ?

কংস। তাই আমি আরো বেশী বিস্মিত হয়েছি···যখন শুনলুম কাল নারায়ণ মন্দিরে বসুদেবকে অস্ত্রাঘাত-কালে তোমার হাত কেঁপেছিল!

বিদূরথের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ

বিদূরথ। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কম্পমান কণ্ঠে)···কেঁপেছিল।

কংস। শালগ্রাম শিলাও চূর্ণ হয় নি—?

বিদূরথ নীরবে তাহার দোষ স্বীকার করিল

কংস। হাত একটু কাঁপা অস্বাভাবিক নয়, যখন বসুদেব তোমার জ্ঞাতি-ভাই, এবং কতদিন ঐ হাতেই সেই শালগ্রামশিলায়ও তিলতুলসী দিয়েছ তো।···কিন্তু, তবু—

বিদূরথ। (কংসের দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া) হাত কাঁপা উচিত নয়, যখন আমি প্রভুর দাস, এবং শালগ্রামশিলা, যে ভাবেই হোক ধ্বংস করা প্রভুর আদেশ—

কংস। (সহজ ভাবে) এই অচলা প্রভুভক্তি তোমাদের আছে বলেই আমি আমার স্ববংশ জ্ঞাতিদের চাইতেও রাজ্য শাসন-সংরক্ষণ বিষয়ে তোমাদের উপরই বেশী নির্ভর করি। আমার স্বয়ং জ্ঞাতিদের মধ্যে এই নির্ব্বিকার প্রভুভক্তির অভাব আছে, কি বল নরক?

নরক। সে কথা আর বল্‌তে! যদুবংশের মধ্যে যারা প্রভুর দাসত্ব-বরণ করেছ, তাদের প্রধান গুণই এই যে তারা যেন প্রভুর পায়ের পাদুকা, পায়ে দেওয়াও চলে, আবার পা থেকে খুলে নিয়ে বিদ্রোহী অবাধ্য যাদবগণের পিঠে মারাও চলে···সর্ব্ব অবস্থাতেই সমান নির্ব্বিকার!

কংস। ওরা যে আমার পায়ের পাদুকা, এ কথা কু-লোকে বলে। আমি বলি, ওরাই আমার মাথার মণি। আমার জন্যে ওরা ধর্ম্ম ছেড়েছে—

নরক। না সম্রাট, ঐখানে এখনো একটু "কিন্তু" আছে। ধর্ম্ম ছেড়েছে বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়েনি। হাত একটু কেঁপেছিল—

কংস। (সপদদাপে) কাঁপে নি। কাঁপলেও সে মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা মাত্র।···বিশ্বাস কর্ছ না?···দেখবে?···সুরাপান মহাপাপ। কিন্তু আমি যদি বলি বিদূরথ, সুরাপান কর (পানপাত্র বিদূরথের দিকে প্রসারণ) দেখ দেখি, ওর হাত কাঁপে কিনা—······দেখ—দেখ—

বিদূরথের সে মহাপরীক্ষা। আজন্ম সে সুরাপান করে নাই কিন্তু আজ তাহার প্রভুভক্তির পরীক্ষা। পরীক্ষায় সে জয়ী হওয়াই ঠিক করিল। সে সুরাপান করিল। বিদূরথের প্রতি কংসের তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্রমে সস্মিত দৃষ্টিতে পরিণত হইল। বিদূরথকে সকৌতুকে বলিল···

মৃত্যুর পর অনন্ত নরক বাস—

বিদূরথ চমকাইয়া উঠিল। কংস তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল

ভয় কি। আমি মদ খাই, ম'রে নরকে যাবো। একা?

নরকের দিকে তাকাইল

নরক। (সেই মুহূর্ত্তে তাহার আর একপাত্র পান শেষ হইয়াছে) আমি তো পা বাড়িয়েই আছি সম্রাট! চলুন—

কংস। দাঁড়াও। আর কে যাবে? আমার বংশের সবাই যায়, না? তাহলে তারা যাবে। সৈন্য সামন্ত সভাসদ…

নরক। তারাও—তারাও—

কংস। ব্যস। তারাও যাবে। বাকী রইল…

নর্ত্তকীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরে নরকের দিকে চাহিল

নরক। সম্রাট! আমাদের চলে গেলাসে—গেলাসে, ওদের চলে কলসে—কলসে!

কংস। (মহোল্লাসে) ওরে, তবে তোরাও—তোরাও।…বিদূরথ, তবে আর কি? আমি যাব, তুমি যাবে, নরক যাবে, সৈন্য সামন্ত মন্ত্রী সভাসদ্ সব যাবে—নর্ত্তকীরাও যাবে। আমরাই নরক গুলজার কর্ব্ব… হো—হো—হো…যাক্, নরকের দুঃখ ঘুচ্‌ল কিনা বিদূরথ?

বিদূরথ। (নীরব রহিল)

কংস। বিদূরথ শালগ্রামশিলা চূর্ণ কর্ত্তে পারে নি বলে আমার নিকট লজ্জিত হয়ে আছে।…একবার না হয় নাই পেরেছ, কিন্তু এবার—

বিদূরথ। অবশ্য।

অভিবাদন করিয়া প্রস্থান

কংস। যাক্, নিশ্চিন্ত।…(যবনী প্রহরিণীকে ইঙ্গিত)—সেই যাদবতরুণী।

প্রহরিণী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

(নর্ত্তকীদের প্রতি) ওরে, তবে তাই তো ঠিক? তোরা কেউ স্বর্গে যাবি নে ত?

নর্ত্তকীগণ হাসিয়া নৃত্যগীত সুরু করিল। "মদিরা" কংসকে মদ্য দিতে লাগিল

নৃত্যগীত

কেউ যাবনা স্বর্গে রাজা!
নরক-ভরা হাজার মজা, স্বর্গে যাওয়া বেজায় সাজা।
ব্রহ্মা আছেন বিষ্ণু আছেন—আদ্যিকালের বৃদ্ধ!
নারদ মুনির পক্ক দাড়ি চক্ষু করে দিদ্ধ,
ভুঁড়ির ওপর ভস্ম মেখে মহাদেব ঐ টানছে গাঁজা
বৃদ্ধদের ঐ স্বর্গ ভুলে খোল্ বারুণীর উৎসা আজ,
ঢাল্ বারুণী শুক্‌নো বুকে, ভোল্ ধরণীর কুৎসা আজ!
নরক থেকে ডাক্‌চে মোদের সখা সখীর দৃষ্টি,
সবাই মিলে হবে সেথায় নতুন সুখের সৃষ্টি!
মুখ ফুটে আর বলব কি যে মনেই আছে করব যা যা!

নৃত্যগীত শেষে যবনী প্রহরিণী সহ চন্দনার প্রবেশ

কংস। (চন্দনাকে) তোমার ভয় ভাঙ্‌ল চন্দনা—?

চন্দনা। কিসের ভয় ?

কংস। আমরা! শুনেছ আমি সয়তান, আমি দানব, আমি রাক্ষস···আরো কত কি! এও হয়ত শুনেছ···আমি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, আমি মাতার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর আছড়ে মেরেছি, আমি মানুষের তাজা রক্ত পান করি, আমি মদ খাই···আমি কী না করতে পারি———হাঁ, তোমাকেই বা আমি কি না করতে পারতাম।

চন্দনা। স্বীকার কর্ত্তে কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে না, আমি বিস্মিতই হয়েছি—

কংস। কেন ?

চন্দনা। এ প্রাসাদে আমার ওপর এতটুকু অত্যাচার হ'ল না।

কংস। কিন্তু অত্যাচার যে হবে না, কি করে জানলে ?

চন্দনা। না তা জানি না। হয় ত হবে। কিন্তু এতক্ষণও যে হয় নি কেন, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি।

কংস। হয় তো তোমাকে আমার ভালো লেগেছে ?

চন্দনা। যদি তা সত্য হয়, তাহলে যে অত্যাচার এতক্ষণ হয় নি··· সেই অত্যাচার সুরু হ'ল—

কংস। তা হ'লে তোমারও কথায় এই বুঝছি···তোমাকে আমার ভালো লাগলেও আমাকে তোমার ভালো লাগে নি। তাই···যদি আমি তোমায় চাই, তোমার কাছে সেটা অত্যাচার বলেই মনে হবে। তুমি তা অত্যাচারই মনে করবে—

চন্দনা। সত্য।

কংস। আমার কিছুই কি তোমার ভালো লাগল না ? এই সম্পদ, এই বিভব, এই ঐশ্বর্য্য···এই মণিময় রাজপ্রাসাদ···ঐ অগণিত দাসদাসী—

চন্দনা। আমি ঘৃণা করি—

কংস। এখন তোমার অভিপ্রায় ?

চন্দনা। তোমার কি অভিপ্রায় ?

কংস। আমার কোন অভিপ্রায় নাই। তোমার কি ইচ্ছা, স্বেচ্ছায়

চন্দনা। আমি আমার পল্লী-কুটীরে ফিরে যাব—

কংস। (নরকের প্রতি) রথ সজ্জিত করে দাও—

নরকের প্রস্থান

চন্দনা। (বিস্মিতভাবে) তার অর্থ ?

কংস। অর্থ অতি সহজ। রথারোহণে তুমি তোমার গৃহে ফিরে যাবে—

চন্দনা। তবে আমাকে বলপূর্ব্বক ধরে এনেছিলে কেন ?

কংস। আমি আনি নি। এনেছিল আমার অনুচরগণ। ভেবেছিলাম, তাদের দণ্ড দেব। কিন্তু তোমায় দেখে তাদের দিয়েছি পুরস্কার। আমার প্রাসাদে সব আছে, সব আছে, সব ছিল···শুধু নাই এ উত্তপ্ত ললাটের অগ্নিদাহ দূর করতে পারে এমন একখানি প্রিয় হাতের চন্দন পরশ।

নরকের প্রবেশ

নরক। রথ প্রস্তুত।

কংস। কেন ?

নরক। (বিস্মিত হইল···চন্দনাকে দেখাইয়া) উনি যাবেন—

কংস। (মরিয়া হইয়া—তথাপি আবেগ যথাসম্ভব দমন করিয়া) তুমি যাবে ?

চন্দনা। (মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া) যাব—

কংস। এস—

চন্দনা একবার কংসের দিকে তাকাইল, কিন্তু চলিয়া গেল। নরকের ইঙ্গিতে এক যবনী প্রহরিণী তাহার পথ প্রদর্শিকা হইল

নরক। সম্রাট, এর অর্থ ?

কংস। যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে! কিন্তু এ কথাও সত্য নরক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে তৃষ্ণার্ত্তকে দেখে নদী শুকিয়ে যায়, পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে যায়, তখন সম্মুখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়—এই উত্তপ্ত ললাট যখন নিদারুণ জ্বালায় চন্দন পরশ চায়···তখন···তখন ঐ চন্দনা—

বোধ হয় কাঁদিয়াই ফেলিল

দুই

পল্লীপথ

যাদবগণ

১ম যাদব। মূর্খতা—মূর্খতা—নিছক মূর্খতা।

২য় যাদব। রাজদণ্ড হাতে পেয়ে যে ফিরিয়ে দেয়—আমি মূর্খও বলি নে, সে রীতিমত উন্মাদ।

৩য় যাদব। মূর্খ আমরা, যে, এই উন্মাদের কাছে আশ্রয় চাইতে গিয়েছিলাম।

১ম যাদব। যাদব আর ওর এখন ক্ষমতাই বা কি রইল···যে ক'দিন উগ্রসেন রাজা ছিলেন···সে ক'দিন রাজ-জামাতা বলে ওর একটু খাতির ছিল···কিন্তু—

২য় যাদব। এখন রাজা হচ্ছেন কংস···বংশদণ্ড নিয়ে বোনাইকে শিক্ষা দেবেন—

৩য় যাদব। খুব প্রাণ বাঁচিয়ে আসা গেছে যা হোক্, আর একটু থাকলেই—

১ম যাদব। ঘরের ছেলেকে আর ঘরে ফিরে আসতে হ'ত না। এইবার ঘরে ফিরে···টু শব্দটি আর করো না—

২য় যাদব। যত মার ধরই হোক না কেন, শুধু হাসবে···বলবে ··বেশ সুখে আছি!

৩য় যাদব। গিয়েই কংস রাজার পূজা সুরু করে দেওয়া যাক্··· রাখলেও তিনিই রাখবেন···মারলেও তিনিই মারবেন।

১ম যাদব। যা বলেছ ভাই। এইবার চল।

২য় যাদব। (অদূরে চন্দনাকে দেখিয়া) ওহে—ওহে—দেখেছ ?

৩য় যাদব। (দেখিয়া) চন্দনা ?

১ম যাদব। চন্দনা ?

২য় যাদব। হ্যাঁ, চন্দনা—

৩য় যাদব। ছাড়া পেয়েছে, এ দিকেই আসছে।

১ম যাদব। রাত ভোর হয়েছে, ফুল বাসি হয়েছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—

২য় যাদব। আঃ তবু তো ফুল!

৩য় যাদব। যাক্, এদ্দিনে যদি আমাদের কপাল ফেরে!

১ম যাদব। কিরূপ ?

২য় যাদব। ঘরে ফিরেছে—

৩য় যাদব। ঘরে আর ঠাঁই হবে না বুঝলে ভাই ?···ঠাঁই হ'লে, কে কোনদিন চিলের মত ছোঁ দিয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে পালাবে—

১ম যাদব। (সোৎসাহে) আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি। ঘরে ঠাঁই না হলে, ও ফুলের মধু আমরা সবাই লুটতে পার্ব্ব···

৩য় যাদব। চুপ—চুপ—। শুধু শাস্ত্র আর সমাজ—এই দুটির দোহাই দিয়ে কাজ হাঁসিল কর্ত্তে হবে—, এই যে, চন্দনা যে—

চন্দনার প্রবেশ

১ম যাদব। কিঁ গো, দৈহিক কুশল তো ?

২য় যাদব। (১ম ও ৩য় যাদবকে) ওহে, ভুলে যাচ্ছ, ওর ছায়াস্পর্শও গুরুপাতক…

তাহাদিগকে টানিয়া সরাইয়া আনিয়া

শাস্ত্রে ওর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হচ্ছে চান্দ্রায়ন…গোবর খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে। পারবে ?

চন্দনা। তার মানে আমি অস্পৃশ্যা ?

১ম যাদব। ধর্ষিতা তো।

২য় যাদব। তা'হলেই পতিতা।

৩য় যাদব। শাস্ত্রে পতিতা অস্পৃশ্যা।

চন্দনা। (স্তম্ভিত হইল) আমি পতিতা! অস্পৃশ্যা!

১ম যাদব। ধর্ষিতা কি না? বল—

চন্দনা। দানব-দস্যু তোমাদের চোখের সামনে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে নিয়ে যায়।…যদি তার নাম নারী ধর্ষণ হয়, আমি ধর্ষিতা নারী, কিন্তু…ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি ধর্ম্ম হারাই নি—

২য় যাদব। ধর্ষিতা হলেই পতিত হতে হয়।…কি করবে বল সনাতন ধর্ম্মের সনাতন ব্যবস্থা, না মেনে উপায় নেই!

৩য় যাদব। কাজেই গৃহধর্ম্মে আর তোমার অধিকার নেই।…তোমাকে আমরা বড় স্নেহ করি চন্দনা, কিন্তু সমাজের চাইতে তো আর কেউ বড় নয়।

১ম যাদব। গেছে তো সবই, এখন ঐ সমাজটুকু নিয়েই বেঁচে আছি যে ?

চন্দনা। সমাজ? সমাজ? কেমন সেই সমাজ—যে সমাজ—তার কুলনারীকে রাক্ষসের গ্রাস হতে রক্ষা কর্ত্তে একপদ অগ্রসর হয় না? আজ সমাজের ধ্বজা ধারণ করে আমার পর্ণকুটীরে যাবার পথটুকু রুদ্ধ করছেন, কিন্তু কোথায় পালালেন তখন—যখন দানব দস্যুর করাল-কবল হতে মুক্ত হবার জন্য সর্ব্বচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে কাতর ক্রন্দনে আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা চেয়ে আমার কণ্ঠের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করেও হতাশ হলাম ?

১ম যাদব। সমাজ তখন ঘুমিয়ে ছিল না। সমাজ তখন তোমার মনের বল পরীক্ষা করছিল।

২য় যাদব। সমাজ দেখতে চেয়েছিল নারীমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুমি বিষপান কর কিনা—

৩য় যাদব। কিম্বা উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ কর কিনা—

চন্দনা। রাক্ষসের গ্রাস হতে মুক্ত হবার জন্য নারী আত্মহত্যা করে কিনা, পুরুষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে! তাহলে হে দণ্ডায়মান পুরুষ, দণ্ড দাও ত্রিভুবন-বন্দিতা সীতা দেবীকে, কেন তিনি রাবণ-কবলিতা হয়ে আত্মহত্যা করেন নি, কেন তিনি এই আশা…এই প্রার্থনা নিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় বেঁচেই ছিলেন, যে, একদিন না একদিন সহায়হীন সম্পদহীন শ্রীরামচন্দ্রই দুর্বৃত্তের বক্ষোরক্ত পান করে অত্যাচারীকে সবংশে নিধন করে তাঁর নারী মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বেন!

১ম যাদব। সে রামও নেই!

২য় যাদব। সে অযোধ্যাও নেই!

৩য় যাদব। তে হি নো দিবসা গতাঃ।

চন্দনা। আপনারা আমার পথ ছাড়ুন।

১ম যাদব। তুমি সমাজচ্যুতা—

২য় যাদব। সমাজে তোমার স্থান নাই—

৩য় যাদব। তুমি একঘরে।

চন্দনা। বটে! উত্তম। আপনারা আমার ছায়াস্পর্শ করেছেন বলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বেন বলছিলেন।…আপনারা করুন না করুন, কিন্তু আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব—

১ম যাদব। করাই উচিত—

চন্দনা। হাঁ, প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব, ধর্ষিতা হয়েছি বলে নয়, মনুষ্যত্বহীন এই পঙ্কিল পঙ্গু সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি বলে।…আমি চল্লাম বিষপান কর্ত্তে নয়, কিম্বা উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ কর্ত্তেও নয়, চল্লাম সমাজেই আশ্রয় নিতে…তোমাদের এই অমানুষের সমাজে নয়…মানুষের মতো মানুষের সমাজে—

প্রস্থান

২য় যাদব। তবে ঐ নারায়ণ মন্দিরে—

৩য় যাদব। কখনো নয়। দেখি কে ওকে আশ্রয় দেয়—

সকলে। পালাল…

ধর—ধর—

মার—মার—

সকলের চন্দনার পশ্চাদ্ধাবন করিল

তিন

নারায়ণ মন্দির

উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখা যাইতেছে পূজা-বেদীর উপর নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি। মন্দিরের পূজারী পূজারিণীগণ সোপান শ্রেণীর উপর দুই সারিতে দাঁড়াইয়া আছে। মন্দির দ্বারে বসুদেব ও দেবকী

দেবকী। যাদবগণ, দানবগণ, আমাদের শালগ্রামশিলা চূর্ণ করেছে,

*　　*　　*　　*　　*　　*

তাতে আমাদের এই লাভ হয়েছে যে পাষাণে আজ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আমার নিদ্রিত নারায়ণ জাগ্রত হয়েছেন!

বসুদেব। ঐ তার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দৈত্য-নিসূদন বরাভয় মূর্তি! যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন দুষ্কৃতের দমনের জন্য সাধুদের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। আজ জগতের সেই দুর্দ্দিন! এই দুর্দ্দিনে সেই অনাগত দেবতাকে আবাহন কর, প্রার্থনা কর,—

"আবিরাবির্মএধি!"
"অনাগত দেবতা স্বাগতম!"

সকলে। "অনাগত দেবতা স্বাগতম!"
বসুদেব। "অনাগত দেবতা স্বাগতম।"
সকলে। "অনাগত দেবতা স্বাগতম!"
বসুদেব। "অনাগত দেবতা স্বাগতম!"
সকলে। "অনাগত দেবতা স্বাগতম!"

সমবেত সঙ্গীত

অচেতন নারায়ণ? কভু নয়, কভু নয়!
এস আজ মানবক! গেয়ে চল জয় জয়!
প্রলয় পয়োধি জলে অনাগত দেবতা গো!
কোথা যাবে ভেসে তুমি? ধরার মাটিতে জাগো!
শঙ্খের নাদে দাও পৃথিবীকে বরাভয়!
নৃত্যতি কাল নিশা—র হৃ-ভীত সূর্য্য যে!
ধর্ম্মের হিয়া কাঁপে, বাজে পাপ-তূর্য্য যে!
যাত্রীরা পথহারা বল আর কত সয়?
মৃত্যুর ইঙ্গিতে, হত্যার সঙ্গীতে,
পাতকীর কোলাহলে সাধু গেছে কোন্ ভিতে!

মানবের নাটশালে দানবের অভিনয় !
যুগে যুগে তাই মোরা গাই তব আগমনী,
যুগে যুগে ধরা শোনে তোমারি চরণ-ধ্বনি,
যুগে যুগে আসিয়াছ, এস হে জ্যোতির্ম্ময় !

গীতান্তে সকলের প্রস্থান ; গেল না শুধু কঙ্কা ও কঙ্কণ

কঙ্কণ। এইবার তবে বিদায় কঙ্কা !

কঙ্কা। সত্যি তুমি আমাকে এখানে আনবে ?

কঙ্কণ। আনবো। পৈশাচিক দাসমনোভাবে অনুপ্রাণিত পিতা—আমার হৃতভাগিনী মাকে গৃহিণীর সম্মান থেকে বঞ্চিত করে ক্রীতদাসী করে রেখেছেন। তুমি আমার মুক্তি অর্জ্জন করেছ, এইবার আমি তাঁর মুক্তি অর্জ্জন করব। পিতার অত্যাচার হতে মাতার উদ্ধার এবং দানবীয় মোহ হতে পিতার উদ্ধার বর্ত্তমানে আমার একমাত্র কামনা, একমাত্র সাধনা।

কঙ্কা। তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক্। মাকে ব'লো আমি তাঁর পথ চেয়ে আছি। আর শোনো, পূজার এই মঙ্গল-ঘটটি আমি নিজ হাতে গড়েছি, নিজ হাতে রং করেছি। এইটি আমার মাকে দিয়ে আমার প্রণাম দিয়ো—

কঙ্কণ। দাও। আমাদের অনাগত দেবতা যেদিন স্বাগত হবেন, মা সেদিন এই মঙ্গল-ঘটের মঙ্গলবারিতে তাঁর অভিষেক কর্ব্বেন।··· বিদায়—

কঙ্কা। বিদায়—

উভয়েই আলিঙ্গনোদ্যত হইল, কিন্তু কঙ্কণ কি ভাবিয়া তখনি প্রতিনিবৃত্ত হইল

—না, আজ নয়। পিতা আমার দাস, মাতা আমার দাসী, আমি দাসী-পুত্র···আজ আমাদের অশৌচ, আলিঙ্গন আজ নয়, আলিঙ্গন সেইদিন যেদিন আমরা সবাই দাসত্ব-মুক্ত—

প্রস্থান

অন্য দিক দিয়া বসুদেব-দেবকীর শিশুপুত্র কীর্ত্তিমান কঙ্কার [illegible] হাতে লইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিল

কীর্ত্তিমান। "পানবুড়ী পানবুড়ী তোর পান খাই।
টুক্‌টুকে ঠোঁট হবে তাই তাই তাই॥"

হাত তালি দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে লাগিল

কঙ্কা। (দেখিল মহা সর্ব্বনাশ) আরে দস্যু ছেলে···পূজার পান··· পূজার পান···নষ্ট করিস্ নি ভাই, নষ্ট করিস্ নি—

কীর্ত্তিমান। আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে! (আবার লাফাইতে লাফাইতে)
"পান খুলে এলাচ খাব, খয়ের দেব ফেলে।
লঙ্গ খাবে কঙ্কা বুড়ী, চূণ মেখে গালে॥"

কঙ্কা। লক্ষ্মী ভাই, তোর পায়ে পড়ি…ও ভাই পূজার পান, ও নিতে নেই খেতে নেই।

কীর্ত্তিমান। আমার খিদে পেয়েছে। কি খেতে দিবি?

কঙ্কা। মধু দেব—

কীর্ত্তিমান। (কঙ্কাকে তাম্বূলাধারটি দিয়া) দে—

কঙ্কা। কিন্তু সে বড় মুস্কিলের কথা। মৌমাছিরা মৌচাকের ত্রিসীমানায়ও মানুষকে যেতে দেয় না, মানুষ গেলেই হুল ফুটিয়ে দেয়—

কীর্ত্তিমান। (ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া দিল) আমি মধু খাব—আমি মধু খাব—

কঙ্কা। খাবে বই কি! কিন্তু সেখানে মানুষের চেহারা নিয়ে গেলে চলবে না, তোমাকে ভূত সেজে যেতে হবে—

কীর্ত্তিমান। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি ভূত সাজব—

কঙ্কা। তবে চোখ বোঁজ। এইবার হাত তোল। না—না, হাত নামাও। দুহাতে দুকান ধরো,—জীব বের কর। পা ফাঁক কর। হাঁ, এইবার কিছুতেই চেনা যাচ্ছে না যে এ আমাদের কীর্ত্তিমান। হাঁ, এইবার ঠিক অমনি পা ফাঁক করেই হাঁট। আমার পিছে পিছে এস—

বলা বাহুল্য কীর্ত্তিমান কঙ্কার সব অনুশাসনগুলিই বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিয়া কঙ্কার পেছনে পেছনে চলিল। কঙ্কা ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি ছড়া গান গাহিতে লাগিল এবং কীর্ত্তিমান তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল

কঙ্কার ছড়াগান

আয় উড়ে আয় মৌমাছি বৌ
মৌচাকেতে ঝরছে যে মৌ
ফুলপরীরা চুল দুলিয়ে
যায় নেচে ঐ মন ভুলিয়ে
কমলা-ফুলি গন্ধ পেয়ে
ভোমরা কোথায় উঠ্‌বে গেয়ে
পারিজাতের পরাগ লুটে
প্রজাপতি পালায় ছুটে
সুখ-সায়রের তীরে তীরে
দুলছে কত মাণিক-হীরে।
ওপার থেকে আস্‌ছে বঁধু
খোকন খাবে ফুলের মধু।

বসুদেবের প্রবেশ

বসুদেব। এ আবার কি ?

কীর্ত্তিমান। (পিতার স্বর শুনিয়া চোখ মেলিল এবং কাঁদ কাঁদ স্বরে ডাকিল) বাবা !

বসুদেব। কি বাবা—!

কীর্ত্তিমান। আমি ভূত—!

বসুদেব। ভূত কি রে !

কীর্ত্তিমান। ভূত হয়ে মধু খেতে যাচ্ছি—

কঙ্কা। আবার চোখ মেলেছ ? তাহলেই আর হোলো না—

কীর্ত্তিমান। না—না, আমি চোখ বুঁজেছি।

কঙ্কা। জীব বের কর। হাঁ, এখন এস—

কীর্ত্তিমান কঙ্কার পেছনে পেছনে চলিল। হঠাৎ কঙ্কা কীর্ত্তিমানকে বুকে তুলিয়া নিয়া

মৌমাছিরা সব ভয়ে পালিয়েছে, এইবার তুমি তাদের মধু খাবে, আমি তোমার চুমু খাব…

চুম্বন করিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান

বসুদেব। ও শুধু আমাদের চোখের মণি নয়, ওদের সবারি বুকের ধন !

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। কীর্ত্তিমান্—

বসুদেব। দেখলে না দেবকী, কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি ?

দেবকী। আবার কি কীর্ত্তি ? মন্দির ও পাগল করে তোলে। কোথায় সে পাগল ?

বসুদেব। ভূত সেজে মৌমাছি তাড়িয়ে কঙ্কার সঙ্গে মৌমাছির মৌ খেতে গেল !

দেবকী। কিন্তু সে যে আজ সারাদিন দুধ খায় নি। দুধ খাব বলে কতবার আমার কাছে কেঁদে গিয়েছে, আমার অবসর হয় নি !

বসুদেব। কিন্তু আর যে হবে সে আশাও দেখছি নে !

দেবকী। ছিঃ ও কি কথা প্রভু ?

বসুদেব। হাঁ দেবকী, কংস খবর পাঠিয়েছে, সে তার ভাগিনেয় দর্শন মানসে এখনি শুভাগমন কর্ব্বে !

দেবকী। বটে!···সে তবে আজ নিজেই আসছে। আসুক সে। শৈশবে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, কৈশোরে এক সঙ্গে কত মান-অভিমানের খেলা খেলেছি, যৌবনেই না হয় ভিন্ন সংসারে এসেছি, আজ তার সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বোঝা-পড়া কর্ব্ব—কেমন ক'রে সে এমন নিষ্ঠুর হল।

বসুদেব। সে বোঝাপড়ার অবসরটুকুও তোমার মিলবে দেবকী। সে এসেই আমাদের বুকের ধন কীর্ত্তিমানকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আমাদের চোখের সামনে হত্যা কর্ব্বে···তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে···আমি হয়ত উন্মাদ হব···বোঝা-পড়া করবে কে!

দেবকী। হত্যা কর্ব্বে! কেন? কেন?

বসুদেব। আমায় জিজ্ঞসা ক'রো না···আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না···

দেবকী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) কীর্ত্তিমান! কীর্ত্তিমান! সে যে আজ দুধটুকুও খেতে পায় নি!···ওরে কঙ্কা···কোথায় আমার কীর্ত্তিমান—?

সানুচর কংসের প্রবেশ

কংস। হাঁ, আমি তাকে দেখতে এলাম। পিতার মুখে শুনেছি সে নাকি ভারী সুন্দর হয়েছে দেখতে। চর মুখে শুনেছি সে নাকি ভারী দুষ্টু হয়েছে, আর লোকমুখে শুনেছি সে নাকি তোমাদের চোখের মণি, বুকের মাণিক। এমন কীর্ত্তিমান ভাগ্‌নে আর কদ্দিন না দেখে থাকতে পারি! (দেবকীকে) কি বোন্, আমায় চিনতে পার্ছনা? আমি তোমার বংশ-দুলাল কংস—

দেবকী। (নীরব রহিলেন)

কংস। অনেক কাল পরেই না হয় দেখা হল, তাই বলে বোন্ ভাইকে চিনবে না, (বসুদেবকে) এ কি কথা বল দেখি বোনাই মশাই?

বসুদেব নীরব রহিলেন

বাঃ এ তো বেশ দেখছি, কেউ কথা কয় না!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কীর্ত্তিমান কঙ্কার তাম্বুলাধারটি পুনরায় চুরি করিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল, এবং তাম্বুলাধারটি একহাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া চোরের মত নেপথ্যে চাহিয়া দেখিতে লাগিল কঙ্কা আসিতেছে কি না—

এ খোকাটি কে?···দেখতে তো বেশ! তবে রংটি একটু কালো, কিন্তু হাতের ঐ পানের ডিবাটি ভারী চমৎকার! (কীর্ত্তিমানের সম্মুখে গিয়া) একটি পান দাও না খোকা···

কীর্তিমান কংসকে দেখিবামাত্র ভয়ে বিস্ময়ে প্রকাণ্ড 'হাঁ' করিল, কিন্তু তখনি সেই অবস্থাতে, এমন কি তাম্বুলাধারটি যেভাবে মাথার উপর তুলিয়া ধরা ছিল সেই অবস্থাতেই যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সেইদিকে ছুটিয়া পলাইল—

এ খোকাও যে পালাল! একটা মস্ত 'হাঁ' কর্ল বটে, কিন্তু, এ-ও কথাটা কইল না⋯ওটা বোধ হয় চোর, কারো পানের ডিবা চুরি করে পালিয়ে এসেছিল, আমাকে দেখেই আবার পালাল।⋯বাঃ এ তো বড় মজাই দেখ্‌ছি, কুটুম্ববাড়ী এসেছি, আমিই শুধু ব'কে যাচ্ছি, বোনও চুপ, বোনাই মশায়ও চুপ! এখন আমার কীর্তিমান ভাগ্‌নেটি কোথায়? সেটিও যদি বোবা হয় তবেই গেছি!—দেখা যাক্⋯

মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল

বসুদেব। দাঁড়াও—, কি চাও তুমি?

কংস। (ঘুড়িয়া দাঁড়াইয়া) এ্যাঁ, বোনাইমশায় তবে বোবা নন।

দেবকী। পরিহাস রাখ কংস—

কংস। এবং বোনটিও নয়—

বসুদেব। কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন?

কংস। এবং এখন শুধু কথাই নয়, জেরাও চলছে! তা এই এলাম, কুটুম্বাড়ী লোকে আসে কেন?

বসুদেব। তোমার উদ্দেশ্য আমাদের অবিদিত নয়। পিতাকে বন্দী করে—

কংস। (তৎক্ষণাৎ দেবকীকে) তুমি শোননি বোন? পিতাকে বিশ্রাম দিয়েছি। উপযুক্ত পুত্র বর্তমানে বৃদ্ধ পিতা খেটে-খুটে খাবেন সে কি কথা বল দেখি?

দেবকী। স্তব্ধ হও সয়তান। বিজিত যদুকুলের ওপর তোমার ইচ্ছামত অত্যাচার, নির্য্যাতন, নিপীড়নের পথে তোমার পিতাই ছিলেন একমাত্র অন্তরায়। তুমি তাকে কারারুদ্ধ করেই যদুকুলের শেষ-সম্পদ এই নারায়ণ-মন্দির লুণ্ঠন করিয়েছ, যদুকুলের পরমারাধ্যতম দেবতা শালগ্রাম শিলা ধ্বংস করিয়েছ—

কংস। (অতি সহজ ভাবে) হাঁ করিয়েছি! বিদূরথ আমায় বললে, সম্রাট, আপনার ভগিনী শালগ্রাম শিলা পূজা করেন! জিজ্ঞাসা করলাম, শালগ্রাম শিলা, সে কি? সে বলল, এতটুকু একখানা পাথর! সভাশুদ্ধ লোকের মাঝে সে যে কি নিদারুণ লজ্জা পেলাম—

নরক। তা বলবার নয়।⋯সম্রাট তখনই বিদূরথকে আদেশ দিলেন, সম্রাটের ভাগিনী, ভাগ্যেদোষে না হয় গরীবের ঘরণী, তাই বলে সে যে

এতটুকু একখানা পাথর পূজা কর্ব্বে সেটা ভাই-বোন দুজনারি কলঙ্কের কথা! সম্রাটের ভগিনী—হয় হিমালয়, না হয় বিন্ধ্য, না হয় নিদেন ঐ গোবর্দ্ধন-পাহাড় পূজা কর্ব্বে…তা না হলে পূজা আদৌ কর্ব্বেই না—

কংস। অন্যায় বলেছি বোন?

দেবকী। বোনের ওপর তোমার অসীম অনুগ্রহ। এখন দয়া করে—

কংস। দয়ার কথা কি বল্‌ছ ভগিনী? মায়ার কথা বল। তুমিই না মায়া-মমতা ত্যাগ করেছ, কিন্তু আমি তো পার্লাম না। আমি ছুটে এলাম ভাগ্‌নেকে দেখতে।

বসুদেব। তুমি তাকে হত্যা কর্ত্তে এসেছ—

কংস। ভগিনীকে যেদিন তোমার হাতে সম্প্রদান করি, সেদিন কিন্তু দৈববাণী শুনেছিলাম অন্যরূপ। সে কথা, হাঁ, মনে পড়েছে। দৈববাণী হ'ল…কি দৈববাণী হ'ল নরক?

নরক। "ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন"!

কংস। দৈববাণীর ছন্দটি বেশ।
"ভগিনী-নন্দন হতে কংসের নিধন!"
—কান জুড়িয়ে যায়…কানে যেন মধু ঢেলে দেয়—(বসুদেবকে) না?

নরক। দেবতাদের মধ্যে সব বড় বড় কবি রয়েছেন যে! সেই যে ঢেঁকিবাহন না কি ওর নাম—

কংস। নারদ।…হাঁ, নারদের মুখেই একথা শুনেছি, (বসুদেবকে) আর তুমিও সে দৈববাণী ভোলনি নিশ্চয়?

বসুদেব। কেমন ক'রে ভুলব!…যে মুহূর্ত্তে দৈববাণী হ'ল সেই মুহূর্ত্তেই, সেই বিবাহ-বাসরেই তুমি দেবকীর শিরচ্ছেদ কর্ত্তে উদ্যত হলে।

মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল

আমি তখনি তোমাকে নিবৃত্ত করলাম, দেবকীর অসাক্ষাতে, তোমাকে এক গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে—

কংস। মনে আছে? হাঃ হাঃ হাঃ!

দেবকী। (বসুদেবের প্রতি বিষম ব্যাকুলতায়) সে কি প্রতিশ্রুতি? কি সে প্রতিশ্রুতি?

বসুদেব। হায় দেবকী, তখন জানতাম না যে পুত্র কি! তখন জানতাম না যে পুত্র ইহলোকের আশা পরলোকের ভরসা! তখন শুধু তোমার প্রেমমুগ্ধ মুখখানিই ছিল আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যান, আমার কামনা, আমার প্রার্থনা—

দেবকী। তুমিই বল নাথ, কি সে প্রতিশ্রুতি?

কংস। সামান্য একটা কথা,বোনাইমশায় হয় তো ভুলেই গেছেন বোন—

দেবকী। তুমিই বল—তুমি বল নাথ,—তুমি বল—

বসুদেব। হৃদয় দৃঢ় কর দেবকী—

দেবকী। করেছি, তুমি বল—তুমি বল—

বসুদেব। সে প্রতিশ্রুতি আজ পুনরুচ্চারণ করতে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে···নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়···

কংস। থাক্—থাক্—আমি বলি—

দেবকী। (বসুদেবকে) তুমি বল—

বসুদেব। ঐ দৈববাণী ব্যর্থ কর্‌বার জন্য আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল তোমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই ঐ কংসের হাতে সমর্পণ কর্‌ব।

কংস। (পৈশাচিক অট্টহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ—

দেবকী। (সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন)—কীর্ত্তিমান···

যেদিকে কীর্ত্তিমান গিয়াছিল সেই দিকে ছুটিয়া প্রস্থান

কংস। (পুনরায় পৈশাচিক উল্লাস) হাঃ হাঃ হাঃ

দেবকীর প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, অন্য দিক দিয়া ঠিক এই মুহূর্ত্তে কীর্ত্তিমান ছুটিয়া প্রবেশ করিল। ঠিক পূর্ব্বের মতো সেই তাম্বূলাধারটি মাথার উপরই রহিয়াছে—

কীর্ত্তিমান। (বসুদেবের নিকট গিয়া) বাবা—বাবা—এইটে লুকিয়ে রাখ তো—

কংস। হাঃ হাঃ হাঃ, তবে ঐ চোরই হল আমার ভাগ্‌নে! ওহে নরক, দেখছ?

নরক। সময় বুঝে, চোরের ওপর বাটপাড়ি সুরু না করলে, পরে পাল্লা দিয়ে পারবেন না সম্রাট!

বসুদেব। (মরিয়া হইয়া, কীর্ত্তিমানকে কংসের সম্মুখে লইয়া যাইতে যাইতে) এই অবসরে···এই অবসরে হে দস্যু···হে ঘাতক, তুমি আমার পুত্র গ্রহণ কর···ঐ হতভাগিনীর চোখের সামনে তাঁর হৃদয়দুলালকে হত্যা ক'র না—

কংস। (কীর্ত্তিমানকে অবলীলাক্রমে এক হাতে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া বসুদেবের প্রতি) হত্যা?···(নরকের প্রতি) চোরের কি শাস্তি নরক?

নরক। ঐ শিলাস্তূপে নিক্ষেপ এবং বধ। নইলে ঐ গুণধর ভাগ্‌নে মামার বাড়ীতে সিঁধ কেটে···বুঝতেই পাচ্ছেন—

কংস। অতএব—(কীর্ত্তিমানকে ঝাঁকি দিল)

নরক। ওপাপ অঙ্কুরেই বিনাশ—

কীর্ত্তিমান। (ভয় পাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)—বাবা গো!

বসুদেব। ওরে—ওরে—

শুধু আকুলি বিকুলি। কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—

দেবকী। (কীর্ত্তিমানকে দেখিয়া) ঐ! আমার হৃদয়-দুলাল ঐ—বুকে আয় বাপ, বুকে আয়—

গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন

কীর্ত্তিমান। মাগো—মা—

কংস। এ চোরের মনে এখনো ভয় আছে!

হঠাৎ তাহাকে নামাইয়া দেবকীর প্রসারিত ব্যগ্র বাহুতে ঠেলিয়া দিয়া

অতএব আপাততঃ আমার কোন ভয় নেই!

কীর্ত্তিমান। মা!

দেবকী। বাবা!

নরক। চোরের শাস্তিবিধান ক'রে ও অমঙ্গল অঙ্কুরেই বিনাশ করা উচিত ছিল সম্রাট।

কংস। ওটা যে এখনো কাঁদে! তাও যদি বা তুচ্ছ কর্ত্তে পারতাম, কিন্তু (দেবকীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ওকে···কোনদিনই পারি নি···আজও পারলাম না!

নরক। হুঁ।

কংস। (দেবকীকে) বেশ বোন্ বেশ! ছেলে কোলে পেয়ে ভাইকে যে একেবারে ভুলেই গেলে! কিন্তু তাতো চলবে না···আমার যে খিদে পেয়েছে···এসো নরক, দিদির ভাঁড়ার লুট করি—

নরক ও বিদূরথসহ প্রস্থান

দেবকী। হয়ত আবার কোন নূতন মতলব···দেখি···

কীর্ত্তিমানসহ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থান।

* * [বসুদেবও মন্দিরে যাইবেন ভাবিতেছিলেন···এমন সময় বাহিরে কোলাহল উঠিল···]

"ধর্—ধর্—

"মার্—মার্—

ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীর মতো ছুটিয়া চন্দনার প্রবেশ। প্রবেশমাত্র বাহিরের একটি লোষ্ট্রাঘাতে চন্দনা আহত হইয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িল—

চন্দনা। বাবা—(আর্ত্তনাদ)

বসুদেব। কি মা! একি মা!

চন্দনা। (বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া) ওরা আমায় মেরে ফেল্‌ল।

ছুটিয়া যাদবগণের প্রবেশ

যাদবগণ। (বসুদেবের প্রতি) খবরদার—ওকে ছুঁয়ো না—

বসুদেব। কেন? ও যে চন্দনা—

১ম যাদব। হাঁ, পতিতা—

২য় যাদব। সুতরাং অস্পৃশ্যা—

বসুদেব। কেন? কেন?

৩য় যাদব। কংসের অনুচরেরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—ওর জাতিনাশ হ'য়েছে—

বসুদেব। হাঁ তোমাদের সম্মুখেই ধরতে এসেছিল…তোমাদের সম্মুখ থেকেই ধরে নিয়ে গেল…তোমরা ভয়ে কেউ কথাটি কইলে না…আজ জাতিনাশ হ'ল ওর!

১ম যাদব। আজ হবে কেন, যে মুহূর্ত্তে পরপুরুষ-স্পর্শদোষ হল সেই মুহূর্ত্তে নারী ধর্ষিতা হল—

বসুদেব। তাহলে তোমরা?…তোমাদের তো শুধু স্পর্শদোষ হয়নি! তোমাদের পিঠে তারা পাদুকা প্রহার করেছে, সেই পাদুকাই আবার তখনি তাদের আদেশে তোমরা লেহন কর্ত্তে বাধ্য হয়েছ! ধর্ষিত হও নি… স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দানব কি শুধু নারীকেই ধর্ষণ করেছে? তোমাদের কর্চ্ছে না? তোমাদেরই চোখের সামনে কি তোমাদের পূজার্ঘ্য বারিত হয় নি? এই মন্দিরেই কি তোমাদের যুগযুগান্তের শালগ্রামশিলা চূর্ণীকৃত হয় নি?…সেও যাক্, কোথায় গেল তোমাদের গোলাভরা ধান…অঙ্গনভরা গরু? ধর্ষিত হও নি? অসুর যখন তোমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমারি চোখের সাম্‌নে তোমার মা…তোমারি বোনকে ধর্ষণ করে, সে কি শুধু নারী-ধর্ষণ? পুরুষ কি তাতে ধর্ষিত নয়?

১ম যাদব। ও সব বুঝি নে। আমরা কিছুতেই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পার্ব্ব না—

২য় যাদব। আমরা ওকে সমাজচ্যুত করেছি—

৩য় যাদব। আমরা ওকে দেশছাড়া কর্ব্ব—

বসুদেব। আমি বেঁচে থাকতে নয়। আয় মা আমার বুকে আয়··· চল মা মন্দিরে···আমি পূজা কর্ব্ব···তুই আরতি কর্ব্বি—

১ম যাদব। খবরদার—ধর্ম্মের অবমাননা সইব না···ও পতিতা—

বসুদেব। আমরাও পতিত!

২য় যাদব। কিন্তু আমাদের ঐ নারায়ণ ··

বসুদেব। তিনি পতিতেরই দেবতা···মূর্খ। তাই তাঁর নাম পতিতপাবন নারায়ণ—

৩য় যাদব। ও সব বুঝি না। ধর্ম্মের লাঞ্ছনা—

যাদবগণ। (সমস্বরে) সইব না—সইব না—
মার—মার—

বসুদেব চন্দনাকে লইয়া মন্দিরের সোপানপথে পা বাড়াইয়াছিলেন, এমন সময় যাদবগণ পুনরায় লোষ্ট্র নিক্ষেপোদ্যত হইল

বসুদেব। ভগবান! ভগবান! ওরা জানেনা ওরা কি কর্চ্ছে! ক্ষমা ক'রো···ক্ষমা ক'রো···আমাদের এই মোহান্ধ ভাইদের ক্ষমা ক'রো——

অদূরে কংস, বিদূরথ ও নরকের প্রবেশ

কংস। বাঃ এ আবার কি খেলা হে নরক। দেখেছ?

সেই মুহূর্ত্তে একটি লোষ্ট্রাঘাত হইল। তাহাতে চন্দনা পুনরায় আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া সোপানপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তাহার কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল

বসুদেব। ও—হো—হো—(চন্দনাকে ধরিলেন) চন্দনা—চন্দনা—

কংস। (কংসকে দেখিয়াই যাদবগণ লোষ্ট্রাঘাতে নিবৃত্ত হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল)···(যাদবগণের প্রতি) এ কি খেলা খেলছ হে তোমরা? চমৎকার খেলা! (নরককে) দেখ—দেখ—এ খেলাতে ঐ মেয়েটির কপালে কেমন শোভা হয়েছে! (বিদ্রূপাত্মক হাস্যে যাদবগণের প্রতি) ও···কুঙ্কুম খেলছিলে বুঝি?

যাদবগণ নীরবে নতমুখে অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল

কংস। (চন্দনার দিকে তাকাইয়া) কুঙ্কুমে ঐ কপালে কি সুন্দর শোভা হয়েছে দেখেছ নরক?

বসুদেব। পরিহাস রাখ কংস! এ রক্তপাতও তোমারি কীর্ত্তি! তুমি এই অপাপবিদ্ধা নিষ্কলঙ্কা নারীকে লুণ্ঠন ক'রেছিলে···ঐ মূর্খ জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিল তোমার ওপর নয়, এই নারীরই ওপর··· যে নারীকে ওরাই একরূপ নিজ হাতে তোমার কামনার আগুনে নিক্ষেপ করেছে!

কংস। আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে···কেন?···ওরা যে আমার (যাদবগণের প্রতি)···কি—?

যাদবগণ নতজানু হইয়া

যাদবগণ। দাসানুদাস।

কংস। কুলোকে ও কথা বলে বটে, কিন্তু তোমরা···ও কথা বললে মনে বড় ব্যথা পাই। দাসানুদাস তো কতই রয়েছে। কেউ কি জানতো ···যে আমার উত্তপ্ত-ললাটে কি নিদারুণ প্রদাহ পুঞ্জীভূত হয়ে আমায় দগ্ধ করছে···কেউ কি চিন্তা ক'রে দেখেছিল কি তার ঔষধ···কার শান্ত-স্নিগ্ধ কল্যাণ-করের চন্দন-পরশে তার শান্তি প্রলেপ হবে?

১ম যাদব। (তাহাদের অপরাধের কৈফিয়ৎ হইবে মনে করিয়া) সেই জন্যই তো সম্রাট আমরা ওকে আপনার প্রাসাদে পুনঃ প্রেরণের জন্য এই উৎপীড়ন করেছি।

কংস। সে আমি দেখেই বুঝেছি—কিন্তু—

২য় যাদব। (উৎসাহিত হইয়া) ওকে যেতেই হবে আপনার প্রাসাদে—

৩য় যাদব। না গেলে ওকে কি আমরা সহজে ছাড়ব?

চন্দনা। (ঐরূপ আহত অবস্থাতেও এই নতুন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া সোপান বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে গেল) আমি যাব না—আমি যাব না—(পড়িয়া গেল—কিন্তু পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিতে করিতে) আমি এই মন্দির আঁকড়ে পড়ে রইব···না হয় এইখানেই মাথা খুঁড়ে মরব···আমি যাব না···আমি যাব না···

বসুদেব। হাঁ, তুমি যাবে না। হওনা কেন তুমি দুর্ব্বলা নারী, হোক না কেন দুর্ব্বল তোমার দেহ, কিন্তু মনের বলে বলী হয়ে একবার যদি তুমি বল, আমি যাব না—আমি যাব না,—নিষ্ফল হবে দানবের কামনা, ব্যর্থ হবে সয়তানের সাধনা! দেহই না হয় বন্দী কর্ব্বে, কিন্তু মন বাঁধবে কে? মন বাঁধবে কে?

কংস। (যাদবগণের প্রতি) হুঁ।···যে স্বেচ্ছায় যায়, সেই-ই

ভালোবেসে যায়···তারি শুশ্রূষা···শুশ্রূষা। কিন্তু যে তা যায় না···তাকে আমি চাই না।

যাদবগণ। (নিছক চাটুকারের মতো) যথার্থ বলেছেন সম্রাট!

কংস। তখন আমি চাই তাদের, যারা আমার প্রাসাদে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক প্রেরণ করবার জন্ত অত্যাচার করেছে, লোষ্ট্রাঘাত করেছে!

নরক। তাদের নিয়ে আপনি কি করবেন সম্রাট?

কংস। তাদের ছিন্ন শিরের তপ্ত-রক্তে এই উত্তপ্ত-ললাটের বিষক্ষয় কর্ব্ব! কেন, তুমি কি জাননা নরক, বিষস্ত বিষমৌষধম!···বিদূরথ—

বিদূরথ। প্রভু—

কংস। (একহাতে ললাট চাপিয়া ধরিয়া যেন বিষম যন্ত্রণায়) কি পাচ্ছি? চন্দন-পরশ? না তপ্ত-রক্ত?

বিদূরথ যাদবগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল

যাদবগণ। (প্রাণভয়ে ছুটিয়া গিয়া সোপানপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে)···দয়া কর দেবী, দয়া কর···দয়া করে তুমি প্রাসাদে যাও—

বসুদেব। (যাদবগণের প্রতি) ধর্ষিতা কি আজ শুধু ঐ নারী, তোমরা ধর্ষিত নও? তোমরা ধর্ষিত নও?

চন্দনা। দেবী! দেবী! কে দেবী? আমি তো ধর্ষিতা···পতিতা!

কাঁদিয়া ফেলিল

যাদবগণ। (পাষাণ সোপানে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে) আমাদের জননী···আমাদের মাতা—! দয়া কর দেবী, দয়া কর মাতা—!

বসুদেব। (যাদবগণের প্রতি) ওরে ভীরু···ওরে কাপুরুষ···ওরে লুপ্ত-মনুষ্যত্বের পিশাচপ্রেত, জননীর নারীধর্ম্ম বিনিময়েও রক্ষা কর্ব্বি ঐ ক্ষুদ্র···অতি ক্ষুদ্র প্রাণ?···ওরে···তোরা মর—তোরা মর—

কংস। (হুঙ্কার দিয়া) তপ্ত রক্ত! তপ্ত রক্ত!

তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ তরবারি কোষমুক্ত করিল

যাদবগণ। রক্ষা কর মা···রক্ষা কর—

চন্দনা। ও—হো—হো! আমি কি করি! আমি কি করি! (নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব)

বসুদেব। তুমি যাবে না—

কংস। (হুঙ্কার দিয়া বসুদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) রক্ত—রক্ত—

সৈন্যগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে বসুদেবকে বধ করিতে গেল। চন্দনা রুখিল

চন্দনা। না—না,—
আমি যাব—
আমি যাব—

কংসের দিকে ছুটিল

কংস। (তৎক্ষণাৎ যেন তাহার সমস্ত যন্ত্রণা নিমেষে অন্তর্দ্ধান করিল। চোখে মুখে এক সয়তানি দীপ্তি লইয়া) স্বেচ্ছায় ?

চন্দনা। স্বেচ্ছায়···

বলিল বটে, কিন্তু এই একটি কথা বলিতে তাহার
দেহমন যেন ভাঙিয়া পড়িল

বসুদেব। চন্দনা—

কংস। হাঃ হাঃ হাঃ !

তৃতীয় অঙ্ক

এক

পুষ্পবাটিকা

একদিকে একটি মালতী লতার গাছ লতাইয়া উঠিয়া চাঁদোয়া রচনা করিয়াছে, তাহারই তলে বসিবার জন্য সুবিস্তৃত সিংহ-পীঠিকা তাহার পদতলে পাদ-পীঠিকা। আর একদিকে চতুষ্কোণ একটি পাষাণ ঘর। ইহার বিশেষত্ব এই যে উহার একটি মাত্র পাষাণ-দ্বার, প্রয়োজন হইলে তাহা উপরে উঠাইয়া লওয়া যায়, আবার প্রয়োজন মত উহা নামিয়া আসে। পুষ্পবাটিকার পশ্চাতে ঝিল, ঝিলের উপর সেতু

সিংহ-পীঠিকায় চন্দনা। নর্ত্তকীগণ চন্দনার সম্মুখে নৃত্যগীত করিতেছিল

সুন্দরী গো সুন্দরী—
—সুন্দরী !
কী বান তুমি রেখেচ ঐ
ডাগর আঁখির তূণ ভরি
—তূণ ভরি !

মঞ্জীরে কি মঞ্জু-গীতি
চঞ্চলিয়া স্বপ্ন-স্মৃতি
চিত্ত-মধুপ নৃত্য করে
গুঞ্জরি আর গুঞ্জরি।
ছন্দ একি অন্তরে, ক্রন্দনহীন মন্তরে
—সন্তরে!
বিশ্ব যেন নিঃস্ব হয়ে তোমায় চাহে গো,
মর্ম্ম-কানন মর্ম্মরিয়া কি গান গাহে গো!
দীপ্ত বালুর তপ্ত-বুকে
পুষ্প উঠে মুঞ্জরি,
—মুঞ্জরি!

নরকের প্রবেশ

নরক। সম্রাট আমায় দিয়ে আপনাকে বলে পাঠালেন আপনার ধর্ম্মচর্চ্চায় কেউ কখনো ব্যাঘাত করবে না—আপনি ইচ্ছা করলে পূজার্চ্চনা করতে পারেন। বলেন তো তিল-তুলসী আনিয়ে দি—

চন্দনা। বাধিত হলাম, দিন না আনিয়ে—

নরক। যথাজ্ঞা দেবী।

প্রস্থানোদ্যত

চন্দনা। দাঁড়ান—

নরক দাঁড়াইল। পাষাণ ঘর দেখাইয়া

ঐ ঘরটা কি বলুন দেখি (নর্ত্তকীদের দেখাইয়া) ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কেউ বলতে পাচ্ছে না। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা জানে. কিন্তু, বলতে ইতস্ততঃ করছে। ব্যাপারটা কি বলুন না—

নরক। ওর মস্ত একটা ইতিহাস আছে। সে শুনবেন এখন।··· পূজার্চ্চনার হয়ত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—

চন্দনা। পূজার্চ্চনা কখন করতে হবে, কিম্বা আদৌ করতে হবে কি না সে ভাবনার ভারটা আমার ওপর দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার এখানে একটু বসুন দেখি। ব্যাপারটা কি বলুন তো—। ঘরটা যতই দেখছি, আমি ততই হাঁপিয়ে উঠ ছি·· চারিদিকে শুধু পাথর আর পাথর ···আলো বাতাসের এক তিল পথ নেই···দেখলেই মনে হয় কারো বুঝি বা নাভিশ্বাস উঠেছে—

নরক। যথার্থ বলেছেন। ঐ ঘরে একটি মাত্র পাষাণ দরজা আছে

সে যে কোথায় তা এক সম্রাট ছাড়া আর কেউ জানে না। এক শুধু তাঁর ইঙ্গিতেই সে দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং রুদ্ধ হয়—!

চন্দনা। কিন্তু আমাকেও যে সেই ইঙ্গিতটি আয়ত্ত কর্ত্তে হবে! ঐ ঘর-ই যে হবে আমার গোসাঘর—! আচ্ছা সে হবে এখন।···আপনার আর কোন প্রয়োজন আছে?

নরক। (বিস্মিত হইয়া) আমার তো কোন প্রয়োজন নেই, দেবীর প্রয়োজনেই দাস এখানে বর্ত্তমান!···এইবার তবে পূজার আয়োজন?

চন্দনা। অবশ্য। পূজার কি আয়োজন কর্ব্বেন?

নরক। তিল তুলসী—

চন্দনা। আমার হয়ে ওগুলো যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসুন।

নরক। (অবাক হইয়া চন্দনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল)

চন্দনা। অবাক হয়ে দেখছেন কি? ঐ আমার পূজা। রহস্য নয়।···যান—

নরক। অধমের সঙ্গে পরিহাস কেন দেবী?

চন্দনা। অধমের সঙ্গে কোনকালেই পরিহাস করি নি। পরিহাস কর্ত্তে পারি আপনার সম্রাটের সঙ্গে। আপনার সঙ্গে পরিহাস কর্ছি ···আপনার এরূপ ধৃষ্টতাময় কল্পনা ভবিষ্যতে আর যেন কখনো আমাকে ক্লিষ্ট না করে। শুনুন—যমুনার জলে আমার হয়ে তিল তুলসী ভাসিয়ে দিয়ে এসে আমার জন্যে একটি ধূপদানী নিয়ে আসুন···আমি আরতি কর্ব্ব—

নরক। যথাজ্ঞা দেবী—

প্রস্থানোদ্যত এমন সময় কংসের প্রবেশ। সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল

কংস। কোথায় যাও নরক?

নরক। দেবীর পূজায়োজন-ব্যবস্থা কর্ত্তে—

কংস। এস।

নরকের প্রস্থান

চন্দনার দিকে তাকাইল। দেখিল চন্দনাও তাহার দিকেই তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত কাল এই ভাবে কাটিল। পরে কংস ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল, তাহার পর প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল

চন্দনা। সম্রাট···

কংস। (তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) বল···

চন্দনা। চলে যাচ্ছেন যে—?

কংস। কেউ তো আমায় থাকতে বললে না।

চন্দনা। সাহস ছিল না···বলি নি। এবার সাহস পেলাম··· আসুন। (কংসকে সিংহ-পীঠিকায় লইয়া বসাইলেন) এর পর কি কর্ত্তব্য তাও তো জানি নে। (নর্ত্তকীদের প্রতি)···এখন?

নর্ত্তকীগণ নৃত্য সুরু করিল

চন্দনা। তারপর?

সুরা-বাহিনী "মদিরা" মদ্যের সুরাপাত্রাদি লইয়া নাচিতে নাচিতে আসিল—

তাহার হাত হইতে পান-পাত্রাদি লইয়া কংসকে পরিবেশন করিতে গেল। মদিরা নৃত্য করিতে লাগিল। চন্দনার এই আচরণে কংস মহাবিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে বিমূঢ়ের মত তাকাইয়া রহিল। পরে চন্দনার এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ তাহার পক্ষে যেন এক আকস্মিক সৌভাগ্য···ইহাকে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া বরণ করা আবশ্যক এই কথা তাহার মাথায় খেলায় সে চট্ করিয়া এক নিমিষে চন্দনার হাত হইতে মদ্য লইয়া পান করিয়া ফেলিল। কিন্তু পানের পর চন্দনার দিকে চোখে চোখে চাহিতে চেষ্টা করিয়াও সাহস পাইল না। মদিরার নৃত্য শেষ হইলে নরক ধূপদানী হাতে লইয়া প্রবেশ করিল

তারপর বুঝি আরতি?

ধূপদানী···আমার ধূপদানী···

ছুটিয়া নরকের হাত হইতে ধূপদানী লইল এবং কংসের সম্মুখে
আসিয়া কংসকেই আরতি সুরু করিল

কংস। (অস্থির হইয়া উঠিয়া) তুমি—তুমি ভুল করছ চন্দনা! আমি—আমি তো তোমার নারায়ণ নই—!

চন্দনা। আমার নারায়ণ? কোনদিন কি ছিল?···যদি থাকতো, তবে আজ আমি এখানে কেন?···আমার কিছু নাই, কিছু ছিল না। অথবা যা কিছু ছিল··সব মিথ্যা।···মিথ্যাই যদি না হবে, তবে আমি যে পতিতা···এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে বড় সত্য হয়ে দাঁড়াল কেন?···কিছু না—সব মিথ্যা···শুধু এইটুকু আজ সত্য···যে আমি পতিতা···আমাকে সমাজ পদাঘাতে দূর করে দিয়েছে, দেবতা চরণে ঠেলেছেন···কিন্তু···মাথায় তুলে নিয়েছ তুমি···তুমিই আমার দেবতা··· তুমিই আমার আরতি নাও···পূজা নাও—

চন্দনার গান

আরতি নাও মরমের, অধমের নাও গো বাণী,
সারথী মনোরথের হবে আজ হবেই জানি।
বিমলিন কুসুম-ডোরে
তুলে নাও আদর ক'রে
গাঁথো আজ নতুন মালা, ভরো মন-কুসুমদানি।

আকাশে অরুণ ডালা, বাতাসে ফুলের আতর,
তরুণ ঐ প্রজাপতি, আলোকের পুলক-কাতর।
আমি এক মধুর প্রাতে
বসে আজ বঁধুর সাথে
বাজাব ভৈরবীতে হৃদয়ের বীণাখানি।

কংস। আমি আজ ধন্য! আমি আজ ধন্য! আজ আমি জয়ী··· পরম জয়ী। দেবতাকে পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ আজ আমি লাভ করেছি···সে তুমি!

চন্দনা। কেমন আরতি হল?

কংস। আমার ভাষা নাই—আমার ভাষা নাই—

চন্দনা। খুসী হয়েছ—?

কংস। কেমন করে বোঝাব আমি কত খুসী হয়েছি! নরক, আজ আমি একা খুসি হব না···রাজ্যে আজ উৎসবের ব্যবস্থা কর···এ উৎসবের নাম হবে চন্দনোৎসব···

নরক। যথাজ্ঞা সম্রাট!

নর্ত্তকীগণ ও নরক চলিয়া গেল

চন্দনা। কিন্তু আমার যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!

কংস। কেন? কেন?

চন্দনা। ঐ পাষাণ-ঘরটি দেখে। ও কি?···রুদ্ধ কক্ষে আলো নাই, বাতাস নাই, আলো-বাতাস প্রবেশ করে তার তিলমাত্র পথ নাই। কেন?

কংস। (শিহরিয়া উঠিয়া) ও একটা দুঃস্বপ্ন···

চন্দনা। কিন্তু তা কি করে হয়! ওটা জেগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি···স্বপ্ন দেখে লোক ঘুমিয়ে।

কংস। হাঁ চন্দনা, আমি সে দিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। নিদ্রা-কালের সেই দুঃস্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থায় ব্যর্থ করবার মানসে আমি ঐ পাষাণের অন্ধকূপ রচনা করেছি···আমার দুঃস্বপ্ন ঐ পাষাণ-কারায় রুদ্ধ হয়ে ব্যর্থ হয়ে আছে!

চন্দনা। কি দুঃস্বপ্ন?

কংস। (পরম আগ্রহ ও কৌতূহল সহকারে, কিন্তু নিম্নস্বরে) আচ্ছা চন্দনা, দুঃস্বপ্ন কি সত্য সত্যই ফলে?

চন্দনা। সুখ-স্বপ্ন বরং ফলে না, কিন্তু দুঃস্বপ্ন ফলবেই ফলবে···আমার জীবনেই দেখছি—!···কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ সম্রাট?

কংস। যে দুঃস্বপ্নই দেখে থাকি আমি তা বিফল কর্ব্ব…ব্যর্থ কর্ব্ব… আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।…এ আমার জীবন-মরণের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে চন্দনা!

চন্দনা। আপনার নাম কি কংস নয়? কে আপনি?

কংস। কেন?

চন্দনা। বিশ্বের বুকে যে ত্রাস সঞ্চার করেছে শুন্‌তে পাই, সে যদি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এমনই ভীত হয়ে পড়ে যে, সে দুঃস্বপ্নের কাহিনীটি পর্য্যন্ত বলতে আতঙ্কে শিউরে উঠে,—ও প্রশ্ন কি নিতান্তই অশোভন?

কংস। (দুর্ব্বলতা যথাসম্ভব গোপন করিয়া সপ্রতিভের মতো উত্তর দিবার চেষ্টা সহকারে) না—না—স্বপ্ন-কাহিনী বলব না কেন?…আমি বলছিলাম কি…ভারী তো একটা স্বপ্ন, তার আবার কাহিনী…কেইবা বলে আর কেইবা শোনে!

চন্দনা। (দৃঢ়তায়) আমি শুনব—

কংস। (চন্দনার সহিত না পারিয়া) শোন! ভারী মজার কথা। সেই যে একটুকরো পাথর…যাকে তোমরা শালগ্রাম বল্‌তে…ঐ যা শেষে, আমি নয়, বিদূরথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করল…তারি পূজা-বেদীতে ওরা খুব রং চং করে এক জমকালো মূর্ত্তি গড়ে পূজা সুরু কর্ল।…সে মূর্ত্তির কি বাহার! চার চারখানা হাত…এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, আর এক হাতে পদ্ম!…হাসির কথা নয় চন্দনা?

চন্দনা। কিন্তু স্বপ্নের কথাটি কি?

কংস। দাঁড়াও, বলি,—ব্যস্ত কেন? আমার ভারী পিপাসা পেয়েছে। তুমি আমায় একটু জল দাও। না,—যাক্ গে, শোন। স্বপ্ন দেখলাম আমারি বোন দেবকী—দেবকী সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পূজা করছে। দুচোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহ। দেবকী প্রার্থনা করছে—

চন্দনা। কি প্রার্থনা সম্রাট?

কংস। দেবকী প্রার্থনা করছে, হে দেবতা…তুমি বরাভয় মূর্ত্তিতে ধরাতলে জন্ম নাও—জন্ম নিয়ে, সেও ভারী এক হাসির কথা।

চন্দনা। তুমি স্বপ্নের কথা বল—

কংস। বলি।…তুমি আমায় জল দাও।…না—না, জল নয়। থাক্। তারপর—

চন্দনা। সেই মূর্ত্তির মুখে হাসি ফুট্‌ল…যেমন অন্ধকার রাত্রের পর প্রভাতের হাসি ফোটে।…সেই অচল-মূর্ত্তি সচল হল।…মূর্ত্তি ক্রমে

দেবকীর দিকে অগ্রসর হতে লাগল···আমি চোখে ক্রমেই ঝাপ্সা দেখতে লাগলাম··শেষটায় মনে হল—ও-হো-হো—(চীৎকার করিয়া উঠিল) সুরা! সুরা!

চন্দনা। (তৎক্ষণাৎ মদ্যদান করিল। কংস পানান্তে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে)—শেষটায়?

কংস। শেষটায় মনে হল—মনে হল কেন, আমি সচক্ষে দেখলাম··· সেই মূর্ত্তি দেবকীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—চন্দনা, চন্দনা, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ···পরে বুঝলাম সে আর্ত্তনাদ আর কারো নয়, আমার। মনে হল আমি শয্যা থেকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত। কোটী শঙ্খ-ধ্বনির মাঝে আমার সে আর্ত্তনাদ অতল তলে ডুবে গেল। নরক ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

ভয়ে আতঙ্কে, আত্মহারার মতো ছুটিয়া যাইতেই পাষাণ-ঘরের দেওয়ালে বাধা পাইল

চন্দনা। ভূমিকম্প? স্বপ্ন না সত্য?

কংস। হোক্ স্বপ্ন···অথবা হোক্ সত্য··কিছুমাত্র আসে যায় না··· যখন—হাঃ হাঃ হাঃ (অট্টহাস্য)

চন্দনা। যখন—?

কংস ঊর্দ্ধে চাহিয়া ইঙ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ-ঘরের সম্মুখস্থ পাষাণ-দ্বার ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দেখা গেল নারায়ণ-মন্দিরের চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি বেদীর উপর রক্ষিত রহিয়াছে

যখন সেই স্বপ্নদৃষ্ট মন্দির-দেবতা আজ আমার এই পাষাণ-ঘরে চিরতরে বন্দী···এবং—

চন্দনা। —এবং?

কংস। দেবকী, বসুদেব তাদের অনুচরগণসহ শতরক্ষী-পরিবেষ্টিত লৌহ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত···শুধু এই জন্যে যে—

চন্দনা। বল—বল—

কংস। আমি অতিমানব অথবা দানব। যে দুঃস্বপ্ন মানুষকে বিধ্বস্ত করে, আমি সেই দুঃস্বপ্নকে ব্যর্থ করি—ঐখানেই আমার আনন্দ এবং ঐখানেই আমার উল্লাস!

চন্দনা। (আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রতিমা লক্ষ্যে) ঠাকুর—ঠাকুর—(প্রণাম করিতে গিয়া বিদ্রোহিনীর মতো)—না না—কে ও! কি ও! কিছু না···শুধু মাটি, শুধু পাথর—(যেন সেখান হইতে পলায়ন

করিতে পারিলে বাঁচে, কংসের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিতে লইয়া চলিল) চল সম্রাট—

কংস। আমি তবে তোমায় পেলাম চন্দনা—

চন্দনার হাত দুখানি বুকে লইয়া—চুম্বনের পূর্ব্বে চন্দনার মুখের পানে তাকাইল

চন্দনা। (চমকাইয়া উঠিয়া) না—আজ নয়।

কংস। (সাগ্রহে) তবে—

চন্দনা। (কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, হঠাৎ) আগে তোমার দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ হোক্।

কংস। ব্যর্থ হবে—

চন্দনা। যেদিন হবে, সেদিন তুমি আমায় পাবে।

ধীরে ধীরে কংসের বাহু-বন্ধন খসাইয়া লইয়া, কংসের সহিত প্রস্থান করিতে গিয়াই ঘুরিয়া পুনরায় প্রতিমা দেখিল—নির্নিমেষ নেত্রে দেখিল

শুধু মাটি···শুধু পাথর···শুধু রংবেরংএর খেলা···কিন্তু···কি সুন্দর··· দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়···প্রাণ শীতল হয়···(কংসকে) না?

কংস। আমার চোখ জলে যায়···ওটাকে···

চন্দনা। চূর্ণ করো না। কে বলে ও ঠাকুর?···কি ওর সাধ্য? কি কি ওর ক্ষমতা? তার চাইতে ও হবে আমার খেলবার পুতুল···ওকে স্নান করাব···খাওয়াব···গয়না পরাব···ভালোবাসব···বন্দী রেখে বন্দনা কর্ব্ব—

কংস। আমার দোষ নাই,—
তবে দেখ্‌ছি সেই সঙ্গে তুমিও আমার বন্দিনী হয়ে গেলে—

চন্দনাকে লইয়া প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া চোরের মত বিদূরথ-পত্নী অঞ্জনার প্রবেশ। সে পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে কংস এবং চন্দনা চলিয়া গেল···সেই মুহূর্ত্তে সে পাষাণ-ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। তাহার মস্তকে কৃষ্ণা-প্রদত্ত চিত্রিত সেই মঙ্গল-কলস

অঞ্জনা। (প্রতিমা-সম্মুখে নতজানু হইয়া) ঠাকুর! ঠাকুর! দয়াময় প্রভু! স্বামীর কাছে যেদিন শুনেছি এখানে তোমার শুভাগমন হয়েছে, সেদিন হতে আমি এই সুযোগটুকুরই প্রতীক্ষা করছিলাম, আজ তোমার দয়া হয়েছে···আমার সম্মুখে প্রকাশ হয়েছে! প্রণাম ঠাকুর, প্রণাম—

প্রণামোন্মতা হইতেই বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। অঞ্জনা—

অঞ্জনা। (চমকিয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখে স্বামী বিদূরথ। তাহার আর প্রণাম করা হইল না)···প্রভু!

মাথা নীচু করিয়া অপরাধিনীর মত দাঁড়াইয়া রহিল

বিদূরথ। কঙ্কণের প্রভুদ্রোহিতা, পিতৃদ্রোহিতা আমি ধরিনা, সে তরলমতি উচ্ছৃঙ্খল যুবক, কিন্তু তোমার এরূপ দুঃসাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। কোন সাহসে তুমি সম্রাট কংসের প্রাসাদে নারায়ণ পূজা কর্ত্তে এসেছ?

অঞ্জনা। পূজা নয় প্রভু, স্নান। আমার রঞ্জনের কল্যাণে মানত আছে। ঠাকুরের কাছে মনে মনে মানত করেছিলাম আমার খোকা সেরে উঠে যেদিন আরোগ্য-স্নান কর্ব্বে, সেদিন হে ঠাকুর,—আমি তোমায় দুধ দিয়ে স্নান করাব! রঞ্জন সেরে উঠল, কিন্তু তুমি আমায় মন্দিরে যেতে দাওনি বলে আজো আমি ঠাকুরকে দুধ দিয়ে স্নান করাতে পারিনি—

বিদূরথ। (ক্রোধে) অঞ্জনা—

অঞ্জনা। প্রভু—

বিদূরথ। যদি আমি তোমার স্বামী হই, তবে—

কংসের প্রবেশ

কংস। ব্যাপার কি বিদূরথ?

বিদূরথ। (অঞ্জনাকে আদেশ-সূচক স্বরে) ঐ মঙ্গল-কলসীর দুগ্ধে আমার মহিমাময় প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন কর—

কংস। ইনি কে বিদূরথ?

বিদূরথ। কঙ্কণের মাতা। পুত্রের প্রভুদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত মানসে প্রভুপাদ প্রক্ষালনের জন্য মঙ্গল-কলসে দুগ্ধ এনেছে—যদিও আমি জানি সে গুরুতর অপরাধের এ কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত নয়—

কংস। তোমাদের প্রভুভক্তি জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইবে বিদূরথ! প্রভুভক্তির এই আদর্শ আমার প্রতি-প্রজাকে অনুপ্রাণিত করুক!

বিদূরথ। অগ্রসর হও অঞ্জনা—

অঞ্জনা। এর চাইতে মৃত্যু ভালো ছিল। এর চাইতে মৃত্যু ভালো ছিল!

কংস। ও কি বিদূরথ?

বিদূরথ। স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা। কিন্তু অঞ্জনা, লজ্জা কি? উনি যে তোমার প্রভুর প্রভু! অগ্রসর হও অঞ্জনা—

অঞ্জনা। কিন্তু হায় নাথ, যে দুগ্ধ বিশ্ব-নিখিলের প্রভুর স্নান উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এনেছি তা দিয়ে কি করে অপরের পদপ্রক্ষালন কর্ব্ব! এতে যে আমার দুধের শিশু চিররুগ্ন রঞ্জনের মহা অকল্যাণ হবে?

কংস। (বিদূরথের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক কটাক্ষে) তাই তো, এতো চরম লজ্জারই কথা বিদূরথ!

বিদূরথ। (ক্রোধে) অঞ্জনা, যদি আমি তোমার স্বামী হই, যদি তুমি আমার স্ত্রী হও···সতী হও···সহধর্ম্মিণী হও—অগ্রসর হও—

অঞ্জনা। (কংসের দিকে অগ্রসর হইতে) ভগবন্! ওগো নারায়ণ! আকাশের বজ্র আমার মাথায় পড়ুক···আমার মৃত্যু হোক্—আমার মৃত্যু হোক্—

সেতুপথ আলোকিত হইল। দেখা গেল কঙ্কণ অঞ্জনার মস্তকোপরি অবস্থিত মঙ্গল-কলস লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপে উদ্যত

কঙ্কণ। হাঁ, তাই হোক মা, তাই হোক—

বিদূরথ। কঙ্কণ···মাতৃহত্যা হবে—

কঙ্কণ। জানি, হয়তো হবে। মাতার···দেবতার···এই পৈশাচিক অপমান-প্রচেষ্টা ব্যর্থ কর্ব্বার জন্য, ওরে আমার হতভাগিনী মা, ঐ মঙ্গল-কলস লক্ষ্য করে যে তীর যোজনা করেছি, যদি তা কলস বিদ্ধ করে পৃথ্বীরূপে নারায়ণ স্নাত হবেন, তোর মুখ উজ্জ্বল হবে, সয়তান লজ্জায় মুখ ঢাকবে···আর যদি এই তীর আমার অক্ষমতায় লক্ষ্য ভেদে অসমর্থ হয়ে তোকেই বিদ্ধ করে, তবে ওরে আমার অত্যাচারিতা···নির্য্যাতিতা··· ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিতা মা, তুই মৃত্যু চেয়েছিলি, মুক্তি পাবি···।—ছাড়ি তীর?

অঞ্জনা। (আকুল আগ্রহে চীৎকার করিয়াই উঠিল) ছাড়ো তীর—

কংস। (কপটতায়) মাতৃহত্যা হবে—আ-হা-হা, মাতৃহত্যা হবে।

কঙ্কণ। —আমার—আমার সেও ভালো, তবু—

তীর ক্ষেপণ। তীর কলস ছিন্ন করিল। দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। কঙ্কণ অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিল। ঊর্দ্ধ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বর্গে বুঝিবা দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তাহারি মধ্যে কঙ্কণ ছুটিয়া আসিল এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরিল—

কঙ্কণ। মা! আমার মা!

অঞ্জনা। বাবা!

দুই

প্রান্তর

ধরিত্রী

মন্দিরে মন্দিরে জাগো দেবতা।
আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা,
জাগো দেবতা—জাগো দেবতা ॥
শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহ গো কথা ॥
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা।
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী,
অশ্রুতে অশ্রুত শঙ্খধ্বনি,
পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী আজি দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা।

তিন

কারাগার

বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটি খাটার উপর শয্যা—তদুপরি রোগকাতর কীর্তিমান পার্শ্বে বসুদেব ও দেবকী। দূরে, যথাস্থানে প্রহরী

বসুদেব। কীর্তিমান—কীর্তিমান—

কোন উত্তর পাইলেন না

দেবকী। বাবা আমার—

কোন উত্তর না পাইয়া বসুদেবের প্রতি

তবে কি—তবে কি—

বসুদেব। না দেবকী, এখনো জীবন আছে——কে ?

ঘাতকসহ বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। রাজভৃত্য বিদূরথ।

বসুদেব। কি উদ্দেশ্যে আগমন ?

বিদূরথ। (ঘাতকের প্রতি দৃষ্টিপাত। সে শয্যার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

বসুদেব। কার শির চাও ?—

বিদূরথ। আমি চাই না···না···চাইব-ই বা না কেন, যখন আমার প্রভু চান—

দেবকী। কার শির ?

বিদূরথ। (কীর্তিমানকে দেখাইয়া) ওর—

বসুদেব। কি দোষ করেছে ও ?

বিদূরথ। তার উত্তর আমি দিতে অক্ষম।

বসুদেব। কিন্তু একটিবার কি তা ভেবেও দেখবে না বিদূরথ ?—তুমি আমার জ্ঞাতি···আমার আত্মীয়···এই শিশু তোমার পর নয়।

বিদূরথ। তুমি আমাকে প্রভুদ্রোহিতা শিক্ষা দিচ্ছ বসুদেব। সাবধান—

দেবকী। আমার এই দুধের শিশু, তাও মুমূর্ষু···তার শির নিয়ে কংসের লাভ ?—

বিদূরথ। ওটা বোধ হয় প্রভু-নিন্দা হচ্ছে—(কানে হাত দিয়া)··· সে আমি সইব না—সইব না—

বসুদেব। কেন সইবে !···আমার শির নাও—দেবকীর শির নাও—ঐ শিশুরও শির নাও···আমাদের সবার শির এক সঙ্গে নাও, আমাদের রক্ষা কর—আমাদের বাঁচাও—

বিদূরথ। সত্যি বলছ ?

বসুদেব। জীবনে মিথ্যা বলি নি বিদূরথ···ঐ আমাদের প্রার্থনা—

দেবকী। আমাদের এই প্রার্থনা—এই কামনা পূর্ণ কর বিদূরথ !

বিদূরথ। প্রভুর কিন্তু সেরূপ আজ্ঞা নয়—

বসুদেব। তোমার প্রভুকে না হয় আমাদের এই কামনা জ্ঞাপন করে এইরূপ আদেশই নিয়ে এস—

বিদূরথ। আচ্ছা, যাচ্ছি। তোমাদের সম্বন্ধে কি আদেশ হবে বলতে

পারি নে, প্রভুই জানেন, কিন্তু…(কীর্ত্তিমানকে দেখাইয়া) ওর সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট আদেশ আছে।…ওকে প্রস্তুত রেখো—

সানুচর প্রস্থান

দেবকী। মুমূর্ষু…মুমূর্ষু আমার এই দুধের শিশু…ঘাতকের মূর্ত্তি চোখে দেখা মাত্র প্রাণটুকু বেরিয়ে যাবে—ওকে আমি কি প্রস্তুত কর্ব্ব স্বামী?

বসুদেব। হাঁ, ওকেও প্রস্তুত কর্ত্তে হবে দেবকী। জীবনের শেষ শ্বাসে ও জেনে যাক্…কেন…কিসের জন্য…পিতার বুকভরা স্নেহ, মাতার মনভরা মমতা…ধরণীর এই মায়া-মধুর গেহ ছেড়ে অকালে ওকে বিদায় নিতে হ'ল!

দেবকী। জান্‌লে, ওর ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস পড়বে—

বসুদেব। অত্যাচারীর অত্যাচার যদি সত্য হয়, অত্যাচারিতের দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সত্য! যুগে যুগে অত্যচারও হয়েছে যেমন সত্য…আবার সকল অত্যাচারিতের মিলিত দগ্ধশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে যে আগুন জ্বেলেছে সেই আগুনে অত্যাচারী দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়েছে, তেমনি সত্য।

কীর্ত্তিমান। (চেতনা লাভ করিয়া) মা—মা—

দেবকী। বাবা আমার—

কীর্ত্তিমান। আমায় একটু মধু দাও মা—

দেবকী। মধু তো নেই বাবা…

কীর্ত্তিমান। ছিল তো মা—

বসুদেব। হাঁ ছিল। …কিন্তু সে মধু আমরা আর পাব না বৎস!

কীর্ত্তিমান। কেন বাবা?

বসুদেব। আমাদের সকল মধু কেড়ে নিয়েছে—

কীর্ত্তিমান। কে নিল বাবা?

বসুদেব। তোমার মামা, কংস।

কীর্ত্তিমান। তবে…তবে…মা, একটু দুধ দাও…আমাদের সেই কাজলী গাই…তার দুধ—

বসুদেব। তাও নেই।

কীর্ত্তিমান। সে কি বাবা…আমার যে বড় আদরের কালী গাই…তার শ্যাম্‌লী বাছুর—

বসুদেব। কেড়ে নিয়েছে—

কীর্ত্তিমান। কে? কে কেড়ে নিল?

বসুদেব। যে আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে—

কীর্ত্তিমান। কে সে বাবা ?

বসুদেব। তোমার মামা, কংস।

কীর্ত্তিমান। মা, তবে, তোর বুকের দুধ আমায় দে না···আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে···

দেবকী। তাও নেই—তাও নেই—ওরে আমার অভাগা সন্তান··· আজ মায়ের বুকেও দুধ নাই—

বসুদেব। কোথা থেকে থাকবে ? ওরা তোমার মাকে কখনো অর্দ্ধাশনে কখনো অনশনে রেখেছে।···ওরে, আমরা আজ পিপাসায় জলটুকুও পাইনে।

কীর্ত্তিমান। তবে কি একটু জলও খেতে পাব না—মা ?

দেবকী। পাবে। দিচ্ছি—

লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জল আনিয়া দিল

বসুদেব। পিপাসার ঐ জলটুকুও তোমার মাকে ভিক্ষা করে সংগ্রহ কর্ত্তে হয়েছে, অথচ এই কারাগারের বাইরেই, দুকূল প্লাবিত করে বয়ে যায় স্নেহময়ী মায়াময়ী মমতাময়ী যমুনা···সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে ক্ষুধা মেটায়, প্রাণ জুড়ায় !

কীর্ত্তিমান। যমুনা—যমুনা !—তুমি কাঁদছ কেন ? আমি ও' ভিক্ষার জল খাব না মা···আমি বাইরে যাবো। (উঠিবার চেষ্টা) কিন্তু একি মা···আমার মনে হচ্ছে ক্রমেই যেন সব আঁধার হয়ে আসছে (ক্রমিক অবসাদে) এ আমি কোথায় চলেছি মা ?—

দেবকীকে আঁকড়াইয়া ধরিল

বসুদেব। বল দেবকী, বল—কীর্ত্তিমান জিজ্ঞাসা কর্ছে সে আজ কোথায় চলেছে !···বল—

সেখান হইতে চোখের জল ঢাকিয়া পার্শ্বস্থ অন্য প্রকোষ্ঠে পলাইলেন

কীর্ত্তিমান। (ভয়ে) এ আমি কোথায় চলেছি মা ?

দেবকী। তুমি—তুমি চলেছ স্বর্গে—ভয় কি বাবা ?

কীর্ত্তিমান। স্বর্গ ?—

দেবকী। হাঁ, স্বর্গ।···স্বর্গের তো কত গল্পই তোমায় বলেছি···

কীর্ত্তিমান। সেই স্বর্গ···যেখানে হীরার গাছে সোনার ফল,—সোণার ফুলে মণির আলো !···না মা, সে ভালো না—ভালো না—

দেবকী। কেন বাবা ?

কীর্ত্তিমান। ভালো লাগে আমাদের সেই সোঁদাল গাছে হলদে ফুল, হলদে ফুলে হলদে পাখ;...খানিকটা দেখতে পাই, খানিকটা পাই নে! ভালো লাগে আমার কড়াই শুটির ক্ষেত, তারি মাঝে প্রজাপতির দল, পাখনায় তাদের রামধনুকের রং...ধরতে গেলেই ছুটে পালায়...অমনি তার পেছনে ছুটি, কি ভালোই না লাগে সেই ছুটোছুটি ?

দেবকী। হাঁ ছুটোছুটি, কিন্তু স্বর্গে তারা আপনা হতেই ধরা দেয়... জানো ?

কীর্ত্তিমান। আপনা হতেই ধরা দেয় ? তবে আর খেলা হ'ল কি ?... তার চাইতে ছুটতে আমার লাগে ভালো—কচি রোদের কাঁচা সোনায় নদীর ধারে বালুর চরে ·· যখন দেখি নদীর বাঁকে রাজহাঁসের মতো পাল তুলে পান্সী ছোটে! আমিও ছুটি তারি সাথে...শেষে মা আর পারি না, পাল তুলে হাল বেয়ে পান্সী যায় পালিয়ে।

দেবকী। স্বর্গে আছে সোণার নৌকা—রূপালী তার পাল—

কীর্ত্তিমান। আছে,—থাক্! সোণার নৌকা কি ছুটতে পারে মা ? নাই যদি ছুটল...তবে সে কি হল খেলা ? সে আমার ভালো লাগে না মা, আমার লাগে ভালো তোমায় আমি জালাতন ক'রে পাগল ক'রে তুলি ...ঠাকুরের ফুল চুরি ক'রে মালা গেঁথে গলায় পরি—পূজার প্রসাদ পূজার আগেই চুরি ক'রে খাই, ভালো লাগে মা, ভালো লাগে তুমি যখন মা আমায় মার্ত্তে এস তেড়ে, একটি লাফে তোমার বুকে উঠি...হাসি মুখে চুমো দিয়ে, কোলে আমায় নাও—। স্বর্গে আমায় কে দেবে মা চুমো ?

দেবকী। স্বর্গে রয়েছেন দেবতা...দেবতা দেবেন চুমো—

কীর্ত্তিমান। দেবতা আমি চিনি না মা, দেবতা আমি চিনি না।... তুমি শুধু একটি কথা আমায় বল—

দেবকী। কি বাবা ?

কীর্ত্তিমান। স্বর্গে আছে হীরার গাছ...হীরার গাছে সোণার ফুল! সোণার ফুলের মণির আলো...। স্বর্গে আছে চুনির প্র[illegible]তি...পান্না দিয়ে গড়া তার পাখা। জানি মা জানি, স্বর্গে আছে সোণার নৌকা ...রূপালী তার পাল।...স্বর্গে আছে সব...সোণা আছে, রূপা আছে, ...রং বেরংএর [illegible] আছে মা, সবি আছে...কিন্তু একটি কথা আমায় বল—

দেবকী। কি বাবা—?

কীর্ত্তিমান। (মায়ের মুখের দিকে উন্মুখ হইয়া)…স্বর্গে কি আছে আমার মা?

বলিয়াই মায়ের আঁচল মুঠিতে চাপিয়া ধরিল—

দেবকী। —ওরে—ওরে—

কীর্ত্তিমান। (মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া)—নাই? নাই?

দেবকী। (মুখ সরাইয়া লইয়া) না—না—না—

কাঁদিয়া ফেলিলেন

কীর্ত্তিমান। আমি যাব না—স্বর্গে আমি যাব না—তোমায় ছেড়ে স্বর্গে আমি যাব না।

কাঁদিতে লাগিল

ঘাতক-সহ বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। (কীর্ত্তিমানকে দেখাইয়া) ওকে যেতেই হবে।…(দেবকীকে) তোমরা থাকবে—

কীর্ত্তিমান। (বিদূরথের ঐ কথা শুনিয়া মাকে আরো বেশী আঁকড়াইয়া ধরিয়া) না—না, আমি যাব না—স্বর্গে আমি যাব না—না—

বিদূরথ। (কীর্ত্তিমানের দিকে ছুটিয়া গিয়া) রাজাজ্ঞা…প্রভুর আদেশ তোমাকে যেতেই হবে কীর্ত্তিমান—

কীর্ত্তিমান। (শঙ্কিত দৃষ্টিতে বিদূরথের প্রতি একবার চাহিয়াই) না—না—মা—

সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু তখনি মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তাহার দেহ শ্লথ হইয়া দেবকীর কোলে পড়িয়া গেল

দেবকী। বাবা—বাবা—

বসুদেব ছুটিয়া কীর্ত্তিমানের সম্মুখে আসিলেন

বসুদেব। কীর্ত্তিমান—কীর্ত্তিমান—

দেবকী। শেষ! সব শেষ!

বসুদেব কীর্ত্তিমানের মৃতদেহ তুলিয়া হইয়া বিদূরথের প্রসারিত হস্তদ্বয়ে সমর্পণ করিলেন এবং বোধ হয় বলিলেন

নাও—নিয়ে যাও—

চার

প্রান্তর

ধরিত্রী

গান

কারা পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ।
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ॥
হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান,
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মাণ।
শোণিত-লেখা জাগে, নাহি কি ভগবান?
মৃত্যুক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান!
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ॥

পাঁচ

সেই পুষ্পবাটিকা। পাষাণঘরের উন্মুক্ত দ্বার। চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। সম্মুখে ধূপদীপ নৈবেদ্য···ইত্যাদি

চন্দনা একাকিনী

চন্দনা আত্মহারা হইয়া সেই মূর্ত্তি-সম্মুখে আরতি-নৃত্য করিতেছে।—নৃত্যশেষে ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়াই চন্দনা শিহরিয়া উঠিল। কেহ দেখিল কিনা দেখিবার জন্য চারিদিকে চাহিল···দেখিল কঙ্কণ

চন্দনা। কে তুমি?···কঙ্কণ!···তুমি এখানে?

কঙ্কণ। এ প্রশ্ন তোমায়ও আমি কর্ত্তে পারি···তুমি এখানে?

চন্দনা। কোথায় যাবো? তোমাদের সমাজে আমার ঠাঁই নাই··· মানুষ আমাকে পদাঘাতে দূর ক'রে দিয়েছে···দেবতার চরণে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম···দেবতাও বিমুখ হ'লেন। তাই আজ আমি এখানে। বেশ আছি।

কঙ্কণ। বেশ আছ?

চন্দনা। হাঁ, বেশ আছি।···থাকব না? সম্রাট আমাকে তার মাথার মণি করে রেখেছেন—।···প্রভূত আমার সম্মান, অসামান্য আমার ক্ষমতা!···ভোগে, বিলাসে, আনন্দে, উল্লাসে বেশ আছি!···নাচি গাই···পূজা করি, আরতি করি—

কঙ্কণ। পূজা কর! আরতি কর! কাকে?

চন্দনা। (নারায়ণ মূর্ত্তির দিকে চোখ পড়ামাত্র চোখ ফিরিয়া লইয়া) যাকে ভালোবাসি তাকে…

কঙ্কণ। সেই দুর্ব্বৃত্ত কংসকে—?

চন্দনা। (মরিয়া হইয়া) হাঁ। ভালবাসি…খুব ভালবাসি।…তবু মনে শান্তি পাই নাই…ইচ্ছে হয় যদি আরো—আরো—আরো ভালবাসতে পারতাম—

কঙ্কণ। নরকে ডুবছ—!

চন্দনা। হাঁ, ডুবছি…দুঃখ এই, এখনো তার তল স্পর্শ করতে পারি নি।…

কঙ্কণ। ছিঃ চন্দনা, যখন দুরাত্মা দানব আমাদের ওপর, দিনের পর দিন, নূতন হতে নূতনতর, পৈশাচিক অত্যাচার করছে…যখন আমাদের শালগ্রাম-শিলা চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত, যখন আমাদের বিগ্রহ মন্দির হতে লুণ্ঠিত… যখন আমাদের যারা মধ্যমণি…সেই বসুদেব…দেবকী সানুচর কারারুদ্ধ, তখন—তখন কিনা তুমি…যাদব-নন্দিনী হ'য়ে, কোথায় সেই অত্যাচারের প্রতিকার ক'র্ব্বে…তা না ক'রে—

চন্দনা। সয়তানের সেবা ক'র্ছি?…কেন ক'র্ব্ব না? তোমরা কি ক'রেছ? তোমরা এই অত্যাচারের মাঝেও কি মধুপান ক'র্ছ না? গ্রামে যখন আগুন লেগেছে, তখনও কি ঘরে ব'সেই শাস্ত্রচর্চ্চা ক'র্ছ না?… বেণু-বীণা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাতে সঙ্গীত সেবা ক'র্ছ না? সুকুমার কাব্যচর্চ্চা হ'চ্ছে…কলা-লক্ষ্মীর কলাপূজা হ'চ্ছে…প্রেম হচ্ছে…বিবাহ হচ্ছে…। উৎসব…বিলাস…কি বন্ধ রয়েছে? আবার ওদিকে, নারী যখন ধর্ষিতা হচ্ছে…সমাজপতিগণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ধর্ষিতা নারীর মনের বল পরীক্ষা করছেন! পতিতা বলে, তাকে সমাজচ্যুত ক'রে, সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করতেও তাদের কিছুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না…কঙ্কণ, আমি ক'র্ছি—দেশদ্রোহিতা, আর এরা ক'র্ছেন দেশসেবা, না?

কঙ্কণ। এরা ঘুমিয়ে আছে—এদের জাগাতে হবে…

চন্দনা। হাঁ, আমি জাগাবো। কিন্তু, কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে তাদের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনার স্বরে তাদের জাগতে বলবো না,—আমি তাদের জাগাবো…কেমন করে…সে আমিই জানি…! কিন্তু, তুমি এখানে কেন?

কঙ্কণ। আমার প্রয়োজন আছে—

পাষাণ ঘরের দিকে তাকাইল

চন্দনা। (তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে) আমি বুঝেছি—

কঙ্কণ। (চমকিয়া উঠিল) কি বুঝেছ ?

চন্দনা। ঐ বিগ্রহ এখান হতে অপহরণ, কেমন ?

কঙ্কণ। তুমি আমায় সাহায্য ক'র্বে, চন্দনা ? মহামতি বসুদেব, মা দেবকী ঐ বিগ্রহ-হারা হ'য়ে তাঁদের রুদ্ধ-কারাকক্ষের দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরছেন···আজ পর্য্যন্তও বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করেন নি—তার ওপর—

চন্দনা। তার ওপর ?

কঙ্কণ। মা দেবকী এক স্বপ্নে দেখেছেন। ···দেখেছেন ঐ দেবতা তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর্ত্তে আসছেন···জন্মগ্রহণ করে'···ধরণীকে অত্যাচার মুক্ত কর্ব্বেন···! তাঁরা শুধু সেই আশা নিয়েই আজও প্রাণ ধারণ করে' আছেন !···

চন্দনা। আমি জানি—আমি জানি—

কঙ্কণ। কিন্তু তুমি জানলে কি ক'রে ?

চন্দনা। মা দেবকীর ঐ সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন-রূপে দানবের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—

কঙ্কণ। সত্যি ব'লছ চন্দনা ?

চন্দনা। সত্যি বলছি !

কঙ্কণ। (পরমোল্লাসে) তবে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। আমি এখনি—

বিগ্রহের দিকে ছুটিল

চন্দনা। (তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।)—সাবধান···কখনো নয়—

কঙ্কণ। কেন, কেন চন্দনা ?

চন্দনা। ঐ বিগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার ওপর। চোরের হাতে আমার ঐ নিধি সঁপে দিতে পারি না। সাধ্য থাকে, সাহস থাকে এখান হ'তে ওঁকে জয় ক'রে নিয়ে যাও···আর তা যদি না পার··· চোরের মতো পালিয়ে এসেছ···চোরের মত পালিয়ে যাও

কঙ্কণ। (স্তম্ভিত হইল) বটে !

চন্দনা। হাঁ। জেনো চারিদিকে প্রহরী, আর সে প্রহরীদের অধিপতি তোমারি পিতা বিদূরথ—!

প্রস্থান

কঙ্কণ। এখনি তো তবে সবাই এসে পড়বে ! ও···কে ? মা—?

দুগ্ধকলস মস্তকে এবং রুগ্ন শিশু-পুত্র রঞ্জনকে ক্রোড়ে লইয়া
অঞ্জনার প্রবেশ

অঞ্জনা। কঙ্কণ?—আবার তুই এখানে—পালা—বাবা—পালা—

কঙ্কণ। তুমি এখানে কেন মা?

অঞ্জনা। তোদেরই জন্য বাবা—আমার যে না এসে উপায় নাই—মানত—মানত—

কঙ্কণ। তবে এই অবসরে মা—এই অবসরে—

অঞ্জনাকে লইয়া পাষাণ-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল

নেপথ্য হইতে বিদূরথ। অঞ্জনা—অঞ্জনা—শোন—শোন—

কঙ্কণ। ঐ পিতার কণ্ঠস্বর···পিতা বাধা দিতে আস্‌ছেন। তার পূর্ব্বে—তার পূর্ব্বে—

অঞ্জনাকে লইয়া পাষাণ-ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সেতু-পথ আলোকিত হইল। দেখা গেল সেতু-পথের উপর দণ্ডায়মান কংস

কংস। হাঃ হাঃ হাঃ—

অট্টহাস্য এবং উর্দ্ধে ইঙ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধ হইতে পাষাণ-দ্বার নামিয়া গেল। নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভাসিয়া তাহাদের আলোর জন্য শেষ আকুলি বিকুলি···"আলো! আলো! আলো!"

ছুটিয়া বিদূরথের প্রবেশ

বিদূরথ। প্রভুদ্রোহিণী স্ত্রী যাক্‌···পিতৃদ্রোহী পুত্র যাক্‌···কিন্তু দুধের শিশু আমার ঐ রঞ্জন! (পাষাণ প্রাচীরে করাঘাত করিতে করিতে) রঞ্জন! রঞ্জন! ওরে আমার রঞ্জন!

পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল

কংস। বিদূরথ—

বিদূরথ। (চমকিয়া উঠিল। প্রভুর সম্মুখে স্বীয় মর্ম্মবেদনা গোপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইল না) প্রভু!

কংস। কে বন্দী হ'ল?

বিদূরথ। প্রভুদ্রোহী স্ত্রীপুত্র—!

কংস। আমার শত্রু!···কিন্তু সেজন্য কি তুমি কাঁদছ?

বিদূরথ। কাঁদছি? না—কখনো না। প্রভুদ্রোহিতার উপযুক্ত দণ্ড হ'য়েছে···

কংস। তবে—?

বিদূরথ। না—না—না—না—ওঃ! আমার বুকের ধন ঐ রঞ্জনটা—

কাঁদিয়া ফেলিল

ছয়

প্রান্তর

ধরিত্রী

গান

পূজা-দেউলে, মুরারী,
শঙ্খ নাহি বাজে!
ভগ্ন ঘট, শূন্য থালা,
পুণ্য-লোক রক্তে ঢালা,
দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যু-সাজে
দাও শরণ তব চরণ মরণ মাঝে।

সাত

পুনরায় সেই পুষ্পবাটীকা

*　　*　　*　　*

পাষাণ-ঘরের দেওয়ালে কান দিয়া দাঁড়াইয়া বিদুরথ…এ যেন কোন চোর ভিতরে কেহ জাগিয়া আছে কিনা পরীক্ষা করিতেছে

বিদুরথ। রঞ্জন!…রঞ্জন! কথা ক'…সাড়া দে'…খিদে পেয়েছে?…বল্ রে বল্…না হয় কেঁদেই ওঠ…তবু বুঝি, এখনো—এখনো তুই—

কংসের আবির্ভাব, সঙ্গে নরক

কংস। ওখানে কে?

বিদুরথ। (তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চমকাইয়া উঠিল) এ্যাঁ—

কংস। বিদুরথ! তুমি! আজও এখানে—?

বিদুরথ। (অপরাধের একটি কৈফিয়ৎ সংগ্রহ করিয়া) আমি…আমি কান পেতে শুনছিলাম অপরাধীরা আর্ত্তনাদ ক'ছে কিনা—

কংস। আর্ত্তনাদ ক'ছে?

বিদুরথ। না।

কংস। তোমার প্রভুর শত্রু চিরতরে নিপাত হ'য়েছে। বিদুরথ, তুমি আনন্দিত, না ব্যথিত?

বিদুরথ। (জোর করিয়াই) আনন্দের কথা বই কি—আনন্দের কথা বই কি—

কংস। কিন্তু সে আনন্দের প্রকাশ কই? তোমার মুখে হাসি কই?

বিদূরথ। (হাসিতে চেষ্টা করিয়া) হাস্‌বো বই কি! হাস্‌বো বই কি? (কিন্তু ব্যথা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না) কিন্তু…কিন্তু ঐ রঞ্জনটা—

একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ অস্ফুটভাবে বাহির হইল। বিদূরথ প্রস্থান করিল

কংস। নরক, এর অর্থ?

নরক। লক্ষণ ভালো নয় সম্রাট।

কংস। পুত্র এবং পত্নীর বিদ্রোহ কি বিদূরথেও সংক্রামিত হ'ল?…

নরক। এখন হ'তে ওকে একটু চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে সম্রাট।…চারিদিকেই লক্ষণ খারাপ। নারদ-মুনি তো স্পষ্ট বলেই গেলেন—

কংস। তোমাকে আবার কি ব'লেছেন?

নরক। স্বর্গে দেবতাদের সভা হ'য়েচে। দুষ্কৃতের দমন জন্য এবং সাধুদের পরিত্রাণ জন্য নারায়ণ নাকি অবিলম্বেই দেবকী-জঠরে জন্মগ্রহণ ক'রবেন—

কংস। সেই পুরাতন দৈববাণীরই পুনরাবৃত্তি…"ভগিনী-নন্দন হ'তে কংসের নিধন।"

নরক। ভগিনী-নন্দন তো সব সাবাড়—

কংস। (চমকিয়া উঠিয়া) সব?

নরক। সব।

কংস। সব শুদ্ধ ক'টি গেল?

নরক। বোধ হয় ছয়টি।

কংস। (সত্য সত্যই মর্ম্মবেদনায় আহত হইল।) আ—হা—হা আমার সেই দেবকী! ওঃ

দুই হাতে মুখ ঢাকিল

নরক। সম্রাট—

কংস। নরক—

নরক। এতগুলো জীবহত্যার চেয়ে এক ঐ বসুদেব…কি দেবকী… দু'জনার একজনকে কেটে ফেল্‌লেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়—অর্থাৎ কিনা বিষবৃক্ষ কেটে ফেললেই বিষফলের ভাবনা থাকে না—

কংস। নরক—

নরক। সম্রাট—

কংস। তুমি জানো না নরক, দেবকীকে আমি কি স্নেহ ক'রেছি··· কি স্নেহ করি!

নরক। তা জানি না। তবে হয়ত' তার একটু নিদর্শন দেখেছিলাম তারই বিবাহ-বাসরে···যখন ঐ কাল-দৈববাণী হল—

কংস। আমি তার শিরচ্ছেদ ক'র্ত্তে উদ্যত হয়েছিলাম! নরক—নরক—আজ বুঝেছি আমার সে অভিনয় কতখানি সফল, কতখানি সার্থক হ'য়েছিল। সে অভিনয়ে তবে শুধু বসুদেবই প্রতারিত হয় নি, তুমিও—!

নরক। কিন্তু সম্রাট, দেবকীর ছয় ছয়টি পুত্রহত্যা···সে কিন্তু মোটেই অভিনয় নয়···সেগুলি সত্য-সত্যই···সত্য!

কংস। নরক, আমি আমার ভগিনীকে ভালোবাসি, ভাগিনেয়কে নয়—

নরক। ভাগিনেয় বধ ক'রে ভগিনীকে যেরূপ নিদারুণ ভালোবাসা হ'চ্ছে—

কংস। বুঝি, কিন্তু নরক, ভগিনীর চাইতেও আমি বেশী ভালবাসি আমাকে।···হাঁ নরক, এটি একটি পরম সত্য···। এই সত্যের উপাসক তুমি···আমি···সকলে।···অথচ এই সত্য কথাটিই তুমি বর্ত্তমান আলোচনায় একেবারেই ভুলে যাচ্ছ—সুখের বিষয় নারদঋষি একথাটি কোন সময়ই ভোলেন না। তিনি বলেন 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ।'

নরক। 'রক্ষেৎ' তো বুঝলাম। কিন্তু রক্ষার উপায় কি তা কি কিছু নির্দ্দেশ ক'রলেন?

কংস। সে তো পূর্ব্বেই ক'রেছেন—এবং সেই অনুযায়ী কাজও হ'চ্ছে! এবার তিনি শুধু একটি তিথির প্রতি লক্ষ্য রাখতে ব'ল্লেন—

নরক। তিথি?

কংস। হাঁ, তিথি···অষ্টমী তিথি···কেন, শুন্বে?

নরক। বলুন সম্রাট—

কংস। সেটা গোপনই থাক্···নরক!

নরক। অথচ জানি, গোপন রাখতে পার্ব্বেন না। এ আপনার কম যন্ত্রণা নয় সম্রাট···

কংস। যন্ত্রণা?

নরক। হাঁ, যন্ত্রণা।···বিশ্বাস না করতে পারার যন্ত্রণা।···অন্যকেও বিশ্বাস কর্ত্তে পারেন না, নিজেকেও নয়—

কংস। (নরকের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে) নিজেকে বিশ্বাস করি না কি ক'রে তুমি জান্‌লে ?

নরক। সম্রাট, আমি আপনার জন্মরহস্য জানি—।

কংস। জন্মের আর রহস্য কি! আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র··· দানব দ্রমিলের ঔরসজাত পুত্র। মানবী মাতার গর্ভে দানবের ঔরসে আমার জন্ম···মানব-দেহধারী হ'লেও আমি দানব···এই তো রহস্য ? কে না জানে ?···কিন্তু আমি, আমাকে বিশ্বাস করি নে—এ কথা তুমি কি ক'রে বল ?

নরক। আপনার জন্মরহস্য সবাই জানে বটে, কিন্তু সবাই আপনার অবিরত পার্শ্বচর নয়। মহারাণী অস্তি আর মহারাণী প্রাপ্তি পিত্রালয়ে গমন করার পর থেকে আমি রাত্রেও আপনার পার্শ্বে প্রহরী থাকি কারণ ···ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে···আপনি সাধারণ মানুষের মতোই ভয় পেয়ে চ'ম্‌কে ওঠেন।—আমি আরো লক্ষ্য ক'রেছি—

কংস। কি, লক্ষ্য ক'রেছ—?

নরক। আপনার ভেতরকার মানবী-মা আর্ত্তস্বরে কেঁদে ওঠেন—

কংস। নরক—নরক—

নরক। আপনি তখন আপনার দানবত্ব বিস্মৃত হন। বিস্মৃত হ'য়ে সেই মানবী-মা'র পায়ে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন—

কংস। সাবধান নরক, সাবধান—!

নরক। কিন্তু সে আপনার মুহূর্তের দৌর্ব্বল্য সম্রাট! তারপরই যখন আবার আত্মস্থ হন···তখন আপনি শুধু দানব ন'ন, দুর্নিবার দানব। কিন্তু সেই সাময়িক দৌর্ব্বল্যের কথা আপনি জানেন, এবং জানেন ব'লেই আপনার আত্ম-বিশ্বাসের অভাব আছে।

কংস। (একরূপ গায়ের জোরে) মিথ্যা কথা···আমার আত্মবিশ্বাস পর্ব্বতের মতই অটল।

সেতুপথ আলোকিত হইল। দেখা গেল, সেতুদণ্ডে ভর দিয়া
চন্দনা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে

চন্দনা। মিথ্যা নয়, আমিও তার সাক্ষী···

কংস। —কবে ?

চন্দনা। গত রাত্রে।

কংস। (পুনরায় গায়ের জোরেই) মিথ্যা—মিথ্যা—অথবা তোমরা

ভুল দেখেছ, ভুল বুঝেছ।···আমি দুর্ব্বল? মিথ্যা কথা। মুহূর্ত্তের তরেও আমি এতটুকু দুর্ব্বল নই। আমি নির্ম্মম···আমি নিষ্ঠুর···আমি শুধু দুর্দ্দান্ত দানব নই, আমি দুর্নিবার সয়তান।···ঐ যে সম্মুখে পাষাণ-ঘর—ওরি মধ্যে বন্দী ক'রেছি এক সুকুমার কিশোর এবং সঙ্গে তার অভাগিনী মাতা···ঐ অন্ধকুপের অন্ধকার হ'তে ঐ পাষাণ বিগলিত করে ভেসে এসেছে তাদের কাতর আর্ত্তনাদ "আলো দাও" "জল দাও" "আহার দাও"—! অট্টহাস্যে সেই আর্ত্তনাদ ডুবিয়ে দিয়েছি, শিরায় শিরায় দানবের রক্ত নেচে উঠেছে···মনে প্রাণে সয়তান ক্ষেপে উঠেছে···ওঠে নি···? তোমরা দেখনি?

নরক। দেখেছি—

কংস। কিন্তু ওতেও তো ক্ষুধা মিট্‌ছে না···পিপাসা ক্রমে বেড়েই চ'লেছে এবার? এরপর?

চন্দনা। বাইরের ঐ যাদব-পল্লীতে আগুন ধরিয়ে দাও!···পল্লীবাসীর শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র ছায়া-শীতল কুঞ্জ-কুটীর জ্ব'লে উঠুক—সুখনিদ্রায় সুখ-শয়ান স্বামী-স্ত্রী চম্‌কে উঠুক···তাদের প্রিয়তম পুত্রকন্যা তাদের চোখের সম্মুখে দগ্ধ হোক্···তাদের উদ্ধার ক'রবার বিফল প্রয়াসে তারা নিজেরা ভস্মীভূত হোক্···আকাশ জুড়ে' ক্রন্দনের রোল উঠুক—প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠুক···

কংস। (এই দৃশ্য যেন তাহার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছিল—সোৎসাহে) উঠুক্—উঠুক্—আর সেই বিশ্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখার রক্ত-আলোকে আলোকিত হ'য়ে আমরা সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখি···আমার ক্ষুধার্ত্ত···পিপাসার্ত্ত দানবাত্মা তৃপ্ত হোক্···তৃপ্ত হয়ে নৃত্য করুক···থিয়া তাথৈ! থিয়া তাথৈ!···বিদূরথ—বিদূরথ—

চন্দনা। বিদূরথ নয়, এ আগুন আমি জ্বালাব, আমি—আমি—আমি—দেখ তুমি—

প্রস্থান

কংস। সুরা দাও—সুরা দাও—পাত্রের পর পাত্র দাও—পিপাসায়—আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে—

মদিরা, মদ্যপাত্র লইয়া নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিয়া কংসকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল

এই নৃত্যের মধ্যে কংস আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়াছে

কংস। আমার ঘুম পাচ্ছে—আমার ঘুম পাচ্ছে—আজ কতকাল পরে

ঘুম এল চোখে! নেচে নেচে নিয়ে আয় ঘুম···গান গেয়ে চোখে আন ঘুম। ঘুমুলে আমায় কেউ ডাকিস্ নে···তোরাও গিয়ে ঘুমো—

নিদ্রাকর্ষণ

'ঘুমপাড়ানী গান' গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীদের প্রবেশ

ঘুম ঘুম ঘুম ধরার আঁখি!
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে চকোর, ঝিমিয়ে আসে নয়ন-পাখী
আজ্‌কে তারার দীপালিতে, কোন্ স্বপনের নিদালীতে,
এই অধরে ঐ অধরের চুমোর ছোঁয়া মাখিয়ে রাখি!
ঘুম-কুমারী, জাগো, এখন অন্তরে,
ঘুমকে আন ঘুম-পাড়ানী মন্তরে!
শ্রান্ত মোরা মাটির কোলে, এই ধরণীর কলরোলে!
সাধ হ'য়েচে, পীতমকে আজ জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে থাকি।

কংস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। নরক মদ খাইতে খাইতে তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল—শুধু কয়েকজন প্রহরী দূরে চিত্রপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ক্রমে ক্ষীণ আলোর বিকাশ হইল।

কংস স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—

স্বপ্নদৃশ্য

পাষাণ-ঘরে-অবরুদ্ধ চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি। কঙ্কণ ও অঞ্জনা। অঞ্জনার ক্রোড়ে রঞ্জন। কঙ্কণের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সকলেই ক্ষুৎপিপাসায়-মুমূর্ষু। খাদ্য এবং জলের জন্য সকলের প্রাণপণ চেষ্টা। চেষ্টা নিষ্ফল। অবশেষে অঞ্জনা বেদীমূলে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কপাল কাটিয়া দরদরধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই রক্ত অঞ্জনা সংগ্রহ করিয়া করিয়া রঞ্জনের জিহ্বায় দিতে লাগিল। রঞ্জন তাহা খাইয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, কিন্তু পরে মাতার স্তনদুগ্ধ চাহিতে লাগিল। অঞ্জনা জোর করিয়া তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া···সেই দুগ্ধ একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া তাহা পিপাসার্ত্ত কঙ্কণকে দিলেন। কঙ্কণ তাহা পান করিল। রঞ্জন ক্রমে মৃত্যুবরণ করিল। ···অঞ্জন তাহা অনুভব করিয়া পুত্র-শোকে কাতর হইয়া কঙ্কণকে ডাকিল! কঙ্কণ গিয়া বুঝিল রঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে। কঙ্কণ শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল···কিন্তু পরে শোকেই আবার অভিভূত হইয়া পড়িল এবং মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * * * *

অন্ধকার। ক্রমে আলোকের বিকাশ। দেখা গেল কংস ঘুমাইয়া রহিয়াছে··· কিন্তু তখন বোধ করি ঐ ক্রন্দন তাহার কর্ণে পশিল। সে ঘুম হইতে চমকিয়া উঠিল। তাহার

মধ্যকার সুপ্ত মানব জাগ্রত হইল। সে ভুলিয়াই গেল যে সে দানব। সে প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিল কোথা হইতে ঐ ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। যখন বুঝিল, তখন ছুটিল… পাষাণ-ঘরের দেওয়ালে কান পাতিল।

কংস। ওরে, তোরা কে? বল্, তোরা কে? এক মা…আর দুই সন্তান। কি হ'য়েছে তোদের? দুধের শিশুর মৃত্যু হ'ল! কেন? জল পায় নি! এক ফোঁটা জলও পায় নি…কি?…মা ওকে এক ফোঁটা জল দিয়ে বাঁচাবার জন্য মাথা খুঁড়ছিল…কপাল কেটে রক্ত বের হ'ল ওর পিপাসা মেটাতে সেই রক্ত জিভে দিলেন?…কি? কি?…আর একটু জোরে বল—কি? ০এত ক'রেও বাঁচল না? আ—হা—হা!

সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। একরূপ কাঁদিতে কাঁদিতেই সরিয়া আসিল

আ—হা—হা—! নিজের রক্ত দিয়েও মা তার বুকের ধনকে বাঁচাতে পার্লনা! মায়ের চোখের সামনে এক ফোঁটা জলের জন্য কি তার আকুলি বিকুলি! একি, চারিদিকে হাহাকার!…চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস! আকাশে বাতাসে উঃ কি হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল! ও—হো—হো—! (কাঁদিতে কাঁদিতে) এ কি! এ কি! (সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইল) কেন এই ক্রন্দন? কেন এই দীর্ঘশ্বাস…এই হাহাকার?…কার এই অত্যাচার? আমি তাকে—আমি তাকে—

হঠাৎ স্মরণ হইল অত্যাচার তার নিজের—অমনি— কাঁপিয়া উঠিল—পরম লজ্জায়

সে যে আমি—সে যে আমি—আমি নিজে—আমি নিজে—

বলিতে বলিতে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পলাইল—সিংহ-পীঠিকায় তাহার শয্যায়।…চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল

* অন্ধকার *

*　　*　　*

পুনরায় সেই স্বপ্ন-দৃশ্য। এবার রঞ্জনের কঙ্কালটি দেখা যাইতেছে। তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া অঞ্জনা পড়িয়াছিল। কঙ্কণ মাতাকে টানিয়া তুলিল। যেন বলিল, ঈশ্বরের নিকট এর প্রতিশোধ প্রার্থনা করি এস। বহু কষ্টে অঞ্জনাকে ধরিয়া তুলিলে উভয়ে নতজানু হইয়া বসিল। প্রার্থনাও করিল। তাহার পরই অঞ্জনা মাটিতে সেই যে লুটাইয়া পড়িল, আর উঠিল না। কঙ্কণ বুঝিল অঞ্জনারও শেষ হইল। শোকে মুহ্যমান কঙ্কণ কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রতিশোধ স্পৃহায় কাঁপিতে কাঁপিতে, নতজানু হইয়া এক হাত মৃত মাতার দিকে প্রসারিত করিয়া, অন্যহাত উর্দ্ধে তুলিয়া ভগবানের দৃষ্টি এই

অত্যাচারের বিরুদ্ধে আকর্ষণ করিল—দেখিতে দেখিতে নারায়ণ মূর্ত্তি রূপান্তরিত হইল এক কৃষ্ণ প্রস্তর খণ্ডে তাহাতে জ্বলন্তাক্ষরে ফুটিয়া উঠিল—

“যদাযদাহিধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায়সাধুনাং বিনাশায়চদুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥”

আবার অন্ধকার। সে অন্ধকার যখন অন্তর্হিত হইল তখন দেখা গেল কংস নিদ্রিত। মশালহস্তে চন্দনা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জাগাইল।

চন্দনা। সম্রাট! দানবেশ্বর!

কংস। (জাগিয়া উঠিয়াই) কি চন্দনা?

চন্দনা। (পরমোল্লাসে) আগুন! আগুন—!

কংস। কোথায়?

চন্দনা। যাদব পল্লীতে। সব কী ঘুমই ঘুমিয়ে…কিছুতেই জাগবে না। যেন প্রতিজ্ঞা করে ঘুমুচ্ছিল। এইবার ঘুম ভাঙ্গে কিনা—দেখ—(সেখানকার একটি পরদা টানিয়া সরাইয়া)…যে ঘরে বসে সংসার চিন্তাতে বিভোর হ’য়ে ছিল…সে জেগেছে…যে ঘরে ব’সে শাস্ত্রাধ্যয়ন ক’রছিল সে জেগেছে,…সমাজ-দেবতারাও জেগেছেন…শুধু জাগেনি …জ্বলন্ত ঘরের মধ্য হ’তে দগ্ধ হ’য়ে, ছুটে পথে এসে দাঁড়িয়েছে…নিজেরা জেগেছে…এইবার ভগবানকে জাগ্‌তে ব’ল্‌ছে। এইবার দেখব—ঐ বধির ভগবান জাগেন কিনা! এতেও যদি না জাগে—এতেও যদি ঐ মাটী…ঐ পাষাণের চেতনা না হয় তবে এবারে ঘরে আগুন জ্বেলেছি, এখন বুকে আগুন জ্বালবো…মাতার বুকে…পিতার বুকে…নরের বুকে সেই আগুন…যে আগুন আমার বুকে জ্বল্‌ছে সেই আগুনে ঐ মূক…ঐ বধির…অচেতন-ভগবান…পুড়বে পুড়বে…পু’ড়ে আমারি মতো ছাই হ’য়ে যাবে।

দূর হইতে ভাসিয়া আসিল সহস্র কণ্ঠের প্রার্থনা

“ভগবান জাগো!
ভগবান জাগো!”

কংস। (সেই অগ্নিদাহ-দৃশ্য যেন দুই চোখ দিয়া পান করিতেছিল) আঃ…ক্ষুধা মিট্‌ল। পিপাসা মিট্‌ল! আঃ…আরো আগুন চাই, আরো আগুন…

বাহিরে প্রার্থনা ভাসিয়া আসিল

"ভগবান জাগো !
ভগবান জাগো !"

সাতঙ্কে বিদূরথের প্রবেশ

কংস। হাঃ হাঃ হাঃ ! বলে ভগবান জাগো ! ওদের ভগবান জাগে—ঐ—

ঊর্দ্ধে ইঙ্গিত। পাষাণ-দ্বার উঠিয়া গেল। পাষাণ-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল কঙ্কণ, এক হাতে সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি, অপর হাতে রঞ্জনের কঙ্কাল ! অঞ্জনার মৃতদেহ পাষাণ-ঘরে লুটাইতেছে

কঙ্কণ। ভগবান জাগে—ভগবান জাগে—অত্যাচারের আগুন যখন জ্বলে ওঠে, তখন মৃত-মানব জাগে, নিদ্রিত-ভগবান জাগে—!

কংস। (কঙ্কণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি! এ কি ! কে এ ?

বিদূরথ। কঙ্কণ ! তুই এখনও বেঁচে আছিস ?

কঙ্কণ। হাঁ, বেঁচে আছি !···বেঁচে নেই মা। বেঁচে নেই রঞ্জন। (মৃতা অঞ্জনাকে দেখাইয়া) ঐ···মা। (রঞ্জনের কঙ্কাল বিদূরথের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া) হে প্রভুভক্ত পিতা, ঐ রঞ্জন (কংসকে) আর হে শয়তান, ভাবছ কেমন ক'রে আমি বাঁচলাম ? শুনে' আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌বে। তোমার এই নরকে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ভগবতী মাতা মুমূর্ষু···দুধের শিশু···রঞ্জনকে তার স্তন্য হ'তে বঞ্চিত ক'রে, সেই স্তন্যের শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত আমায় পান করিয়ে, ঐ শিশু-দধিচি রঞ্জনকে নিয়ে মৃত্যু বরণ ক'রেছেন। আজ আমি শুধু বেঁচে নেই, আজ আমি চূর্ণ কর্‌তে পারি।···মাতৃস্তন্যের অমোঘ শক্তি আমার বাহুতে। এই বাহুতে বহন করি জাগ্রত ভগবান···প্রতিষ্ঠা কর্ব্ব দেবকী-ক্রোড়ে, কংস-কারাগারে (কংসের প্রতি) শয়তান, সাধ্য থাকে বাধা দাও—

সগর্ব্বে প্রস্থান

কংস। (অভিভূত হইয়া)···ধর—ধর—(মূর্চ্ছা)

চতুর্থ অঙ্ক

এক*

প্রাসাদ কক্ষ

কক্ষের এক পার্শ্বে একটি পূজাবেদী, তদুপরি শালগ্রাম শিলা। উগ্রসেন সেই শালগ্রাম শিলা পূজা শেষ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়াই দেখেন সম্মুখে কংস উপস্থিত

কংস। (নেপথ্যে চাহিয়া ডাকিল)—নরক।

নরকের প্রবেশ

নরক। সম্রাট—

কংস। কই আমার পিতৃদেব কই?

নরক উগ্রসেনের মুখের দিকে তাকাইল। আবার কংসের মুখের দিকে তাকাইল

উগ্রসেন। আমাকে পিতা-রূপে স্বীকার কর্ত্তে কি লজ্জা বোধ হ'চ্ছে সম্রাট?

কংস। আমার পিতা? আপনি? সে কি! (ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া) তাই তো! (তখনি শালগ্রাম শিলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) তবে ও কি?

উগ্রসেন। নারায়ণ। আমি পূজা করি—এবং যদি তুমি এই শালগ্রাম চূর্ণ কর—তা হ'লেও আমি এতটুকু দুঃখিত হব না, কারণ—

কংস। কারণ—?

উগ্রসেন। এই শালগ্রাম শিলাটির সঙ্গেও একটি দৈববাণী জড়িত আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি শুন্‌তে পার—

কংস। দৈববাণী?

উগ্রসেন। হাঁ, দৈববাণী। এক দৈববাণী তুমি স্বকর্ণে শুনেছ··· দেবকীর বিবাহ বাসরে। মনে আছে সে দৈববাণী?

কংস। হাঁ, সে দৈববাণীর ছন্দটি অতীব মধুর ব'লে কিছুতেই ভোলা যায় না—। কান দুটি আর একবার জুড়িয়ে দাও তো নরক—

---

* অভিনয়কালে এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়।

নরক। "দেবকী নন্দন হ'তে কংসের নিধন।"

কংস। আ—হা—হা!…কি সুললিত ছন্দ! কি শ্রুতিমধুর বাক্য-বিন্যাস। বাবা, আপনার কর্ণপটহে মধুবৃষ্টি হ'চ্ছে, না?

উগ্রসেন। পুত্রের নিধনে পিতা উল্লসিত হয়…জগতে আর কখনো ঘটেছে কি না জানি না। আমি উল্লসিত হব। তুমি…আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সম্রাট হ'য়ে ব'সে আমাকে এই প্রাসাদকক্ষে বন্দী ক'রে রেখেছ ব'লে নয়—

কংস। পিতা, আপনার তবে কোন কষ্ট হচ্ছে না…কুশলে আছেন এবং সুখেও আছেন দেখছি! নরক, যাক্ আজ আমার মন শান্তি পেলে, পিতাকে আমি সুখী করতে পেরেছি। এ সংসারে কয়জন পুত্র তা পারে? বল নরক—

নরক। যথার্থ বলেছেন সম্রাট!

উগ্রসেন। (নরকের প্রতি) স্তব্ধ হও কুক্কুর—(কংসকে) তুমি শোন নরাধম, তোমার নিধনে আমি মহা উল্লসিত হব কারণ…তুমি আমার এক পুত্র রাজ্যব্যাপী আমার আর লক্ষ লক্ষ পুত্রের জীবন দুর্ব্বিসহ ক'রেছ…* * তুমি তাদের ঘর-সংসার শ্মশান ক'রেছ…

কংস। কিন্তু তারা এ কথা বলে না—

উগ্রসেন। তুমি তাদের কণ্ঠরোধ ক'রেছ—

কংস। হাঁ, চীৎকার নাই! একটা পরম শান্তি—একটা চমৎকার শৃঙ্খলা বিরাজ ক'চ্ছে।

উগ্রসেন। কিন্তু তারি অন্তরালে, অব্যক্ত আর্ত্তনাদ…অস্ফুট ক্রন্দন… তা' তোমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না বটে, কিন্তু…তা' ব্যথাহারী নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ করেছে, হে দানব, এখনো সাবধান—

কংস। নারায়ণ? নারায়ণ? (*শালগ্রাম শিলাটি তুলিয়া লইয়া*) ঘুম বুঝি এর কিছুতেই ভাঙে না, পিতা?

উগ্রসেন। হাঁ, চূর্ণ কর। আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি যে দ্বিতীয় দৈববাণী শুনেছি, পূর্ণ হবে।

কংস। আবার কি দৈববাণী?

উগ্রসেন। শুন্‌বে? শুন্‌বে?

কংস। দৈববাণীর মধুর ঝঙ্কার…শুন্‌ব না? বলুন পিতা, আমার কান খাড়া হয়ে উঠেছে—

উগ্রসেন। মন্দির লুণ্ঠন ভয়ে ভীতার্ত্ত এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে ঐ

শালগ্রাম শিলা আমাকে দান ক'রে গেছেন। যে মুহূর্ত্তে ঐ শালগ্রাম শিলা আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করলাম সেই মুহূর্ত্তে দৈববাণী হ'ল—

কংস। মধু—মধু—না শুনতেই মধু বৃষ্টি হ'চ্ছে! (উগ্রসেনকে) হাঁ, দৈববাণী হ'ল—

(দৈববাণী। ঐ শালগ্রাম শিলায় আমি নারায়ণ রাজলক্ষ্মীসহ বাস ক'চ্ছি। যতদিন আমার এই শালগ্রাম অক্ষুণ্ণ অটুট থাক্‌বে, ততদিন চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীও এই সংসারে অচঞ্চলা অচলা হ'য়ে বাস করবেন।)

উগ্রসেন। সেই দৈববাণী, আবার! (কংসকে) চূর্ণ কর...যদি ইচ্ছা হয় কর চূর্ণ ঐ শালগ্রাম। পাপ ভোজ-রাজত্বের অবসান হোক্, যদুবংশের রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক্। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক—

কংসের ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভয়ে, আশঙ্কায় চোখ-মুখ বুঁজিয়া কংস শালগ্রাম শিলা নরকের হাতে দিয়া তাহা বেদীতে স্থাপন করিতে ইঙ্গিত করিল

উগ্রসেন। হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে ভীরু...ওরে কাপুরুষ...বুঝে দেখ দেবতার প্রতাপ—

এ আঘাতও কংসের সহ্য হইল না। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষেপিয়া গিয়া নরকের হাত হইতে শালগ্রাম শিলা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিতে গিয়াই কি ভাবিয়া তখুনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া

কংস। না থাক্। এ না হয় আমার কাছেই থাক্—

উগ্রসেন। নারায়ণ পাপীকে এইরূপে উদ্ধার করেন বৎস—

কংস। (ইহাও তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইল) নারায়ণ! ঘরে পুষব আমি!...(অন্তর্দ্বন্দ্ব)...(পরে সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিয়া) না বাবা, তোমার মনে ব্যথা দিতে পার্ব্ব না তোমার জিনিষ... তুমিই রাখো।

উগ্রসেনের হাতে দিল

উগ্রসেন। হাঁ, সুমতি হোক্।

কংস পলাইয়া বাঁচিল। নরক অনুবর্ত্তী হইল

দুই

রাজপ্রাসাদ

চন্দনা। গান

অগ্নি-রাগের গান ধ'রে কে বল্‌চে প্রাণের দ্বারে—
জাগো রে মন, ঘুমিও না আর আঁধার কারাগারে!

*   *   *

দীপ্ত তানের মূর্চ্ছনাতে
সূর্য্য জাগে সুর শোনাতে,
প্রভাত-প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে রাতের পারাবারে!

*   *   *

চিত্ত-বীণায় কোন্ দীপকের ছন্দ জাগে রে,
নৃত্য করে গানের শিখা রক্তরাগে রে!

*   *   *

তাই তো বুকের তলে তলে
জ্বালামুখীর চিতা জ্বলে,
হাসিমুখেই ধূপের মতন পুড়্‌চি বারে বারে!

কংসের প্রবেশ

কংস। আবার গান গাচ্ছ চন্দনা?

চন্দনা। তবে কি করব?···আসুন সম্রাট, আজ ফাগুয়া খেলি—

কংস। না—না, কোনো উৎসব নয়। ঐ আলোগুলো বড় বেশী জ্বলছে···ওগুলো নিভিয়ে দাও—

চন্দনা। অন্ধকার হবে—

কংস। সেই ভালো চন্দনা, সেই ভালো।

চন্দনা। সে কি সম্রাট?

কংস। আলো আমার ভালো লাগে তখন···যখন আমি চাই জগতের সকলে আমাকে বিস্ময় বিস্ফুরিত নেত্রে চেয়ে দেখুক···! চেয়ে দেখুক আমার অনন্ত ক্ষমতা, অপরিসীম-সম্পদ, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য···। আলো চাই তখন। দীপালোকে তখন আমার মন উঠবে না, তখন চাই আগুন, যার গগনস্পর্শী প্রদীপ্ত শিখা আমার মহিমা, আমার বিভূতি বিশ্বের চোখে উদ্ভাসিত করবে! কিন্তু চন্দনা, আলো আজ নয়—

চন্দনা। কেন?

কংস। আজ একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে…যার কাছে আমি লাঞ্ছিত হয়েছি…সত্যি কথা বলব চন্দনা, আজ তাকে আমার মুখ দেখাতে—

চন্দনা। বুঝেছি, লজ্জা হচ্ছে।…আর এও বুঝেছি সে কে।

কংস। কে?

চন্দনা। কঙ্কণ!

কংস। (লজ্জায় মুখ ঢাকিল, ক্ষণকাল পর) আর মাত্র একজনের কাছে, মাত্র একদিন, অমনি লাঞ্ছিত লজ্জিত হয়েছিলাম…সে ছিল এক নারী…!

চন্দনা। নারী?

কংস। হাঁ, নারী…যে আমার ঐশ্বর্য্য…আমার সম্পদ তুচ্ছ করে তার পল্লী-কুটিরে ফিরে গেল…আমার সজল চোখের পানে একটি-বারও দৃষ্টিপাত করল না—! লজ্জায় লাঞ্ছনায় আমার উচ্চশির নত হল—কিন্তু ‥ তারপর…তারপর…সেই নারীই…নিজে…স্বেচ্ছায়…

চন্দনা। (উত্তেজিত হইয়া) সম্রাট—তুমি আমায় অপমান ক'র্চ্ছ—

কংস। স্বেচ্ছায় এসে আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিল। আমার নতশির উন্নত হল। ইচ্ছা হল আমার সেই গৌরব, আমার সেই গর্ব্ব এক বিশ্ব-ব্যাপী অগ্নি-আলোকে দীপ্যমান হোক্।…আজ যে এসেছে, সেও স্বেচ্ছায়ই এসেছে, কিন্তু তোমার মতো অনন্যোপায় হয়ে আসেনি…আমার প্রেরিত সৈন্য-সামন্ত একাই সে বধ কর্ত্তে পার্ত্ত, হাঁ আমি বিশ্বাস করি, সে অনায়াসে পার্ত্ত, কিন্তু সে তা করেনি। সে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলিত হয়েই এসেছে! এ আমার নিদারুণ লজ্জা…নিভিয়ে দাও ঐ আলো… অন্ধকার আমার মুখ ঢাকুক—

চন্দনা। হাঁ মুখ ঢাকুক…আমারো। এই অন্ধকারে আমার আনন্দের আলো শুধু এইটুকু…যে…[illegible]… [illegible] আজ শুধু আমি নই, —তুমিও!

প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে সকল আলো ম্লান হইয়া গেল

কংস। কিন্তু এ অন্ধকারে আমি বেশীক্ষণ থাকবো বলে মনে হচ্ছে না …কোনদিনই থাকিনি। কিন্তু, তোমার দুঃখ এই যে তোমার ও অন্ধকার তোমাকে আমরণ ঢেকে রাখবে।…(নরককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) নরক, আমার শৃঙ্খলাবদ্ধ অতিথি—আমি প্রস্তুত। মদিরা, সুরা—

নরকের বন্দীকে আনিতে ইঙ্গিত, বাহিরে মৃদু বাদ্য। মদিরা সুরা আনিয়া দিল। কংস মদ্যপান করিতেছে···এমন সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কণকে লইয়া প্রায় দশ জন দানব-রক্ষী প্রবেশ করিল

কংস। তুমিই বল নরক, এ জীবনে আমার সব চাইতে বড় বান্ধব কে?···

নরক মহা মস্কিলে পড়িল, সে তাহারকথাই বলিবে কি না তাহাই ভাবিতেছিল তাহাকে উত্তর যোগাইয়া দেওয়ার মানসে

···যদুকুলে—?

নরক। কেন, আমাদের বিদূরথ?

কংস। সেই বিদূরথেরই নয়নানন্দ পুত্র ঐ কঙ্কণ···বড় ব্যথা পাই নরক, যখন কর্ত্তব্যের নিদারুণ আহ্বানে, এমন যে প্রিয়জন—তাকেও—

নরক। সত্য সম্রাট।

কংস। অথচ ওরা সে কথা বোঝে না। বোঝে না কর্ত্তব্যের অনুরোধে, শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, আমাদের এই অবুঝ সোনার চাঁদদের আঘাত কর্ত্তে গিয়ে, আমরা নিজেরাই দ্বিগুণ আহত হই!···

কঙ্কণ। তোমার এই ভণ্ডামি আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য সঞ্চিত থাক্।··· তাতে তোমার কাজ হবে। আমাকে দাও আমার প্রাপ্য—

কংস। হাঁ, তোমার প্রাপ্য—আমার প্রীতি আমার স্নেহ। তোমার প্রাপ্য রাজসম্মান, রাজানুগ্রহ—

কঙ্কণ। অর্থাৎ দাসত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খল?

কংস। কুলোকে তাতে ঐ আখ্যা দেয় বটে—, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে—

কঙ্কণ। তা আরো ভয়ঙ্কর।···প্রথম আসে ভিরুতা, তারপর আসে কাপুরুষতা। তারপর বিক্রয় হয় বিবেক, তারপর বিসর্জ্জন হয় মনুষ্যত্ব। তখন পদাঘাতকে পুরস্কার মনে হয়, পাদুকালেহনে মোক্ষলাভ হয়!

কংস। নরক, কঙ্কণের অসুখ করেছে।—বিকারও বলতে পার।··· চিকিৎসা না করে তো পারি না, ও যে আমারি বিদূরথের পুত্র।

নরক। ঔষধ তো প্রস্তুতই আছে সম্রাট—

কংস। (নরককে ইঙ্গিত, পরম ব্যগ্রতায়) হাঁ, সেই ঔষধ—সেই ঔষধ, বিদূরথের পুত্র···বিনা চিকিৎসায় তোমায় রাখতে পারি না। শুশ্রূষা কর্ব্বে কে ভাবছ?···সে ব্যবস্থাও আছে, বিদূরথই না হয় বৃদ্ধ হয়েছে, তোমার মাতা-ই না হয় মৃত, কিন্তু (পৈশাচিক হাস্যে) বধূমাতা কঙ্কাদেবী

তো আছেন···পার্শ্বের কক্ষে কঙ্কা নিদারুণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল···'ও-হো-হো') ঐ—তো—

কঙ্কণ। কঙ্কা—কঙ্কা—

কঙ্কা। (কক্ষান্তর হইতে) প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

কঙ্কণ। তুমিও এখানে—তুমিও এখানে কঙ্কা ?

উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ বাতায়ন অন্তরালে কঙ্কাকে দেখা গেল—পার্শ্বে তাহার নির্য্যাতনকারিণী যবনী প্রহরিণী—হস্তে শাণিত ছুরিকা—

কঙ্কা। (অব্যক্ত যন্ত্রণায়) হাঁ,আমাকে এখানে এনেছে। এনে (হাত তুলিয়া দেখাইয়া) আমার আঙুল কেটে নিয়েছে—

সেই মুহূর্ত্তে আর এক যবনী প্রহরিণী এক স্বর্ণথালায় কঙ্কার কর্ত্তিত অঙ্গুলি লইয়া আসিল—সঙ্গে আসিল নরক

নরক। (কঙ্কণের প্রতি) তোমার ঔষধ···এই কর্ত্তিত অঙ্গুলির রক্ত প্রলেপ—

কংস। ঔষধ খুব ভালো। তোমার বিকার দূর হল কঙ্কণ ?

কঙ্কণ। —সয়তান···(তাহার চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল) কিন্তু বৃথা···ব্যর্থ হবে তোমার এই অত্যাচার···। যখন দেখি দুর্ব্বলের ওপর, নারী যে নারী, তারি ওপর, প্রবল অত্যাচার কর্ত্তে নিতান্ত ব্যগ্র···তখনি বুঝি তার সত্যকার শক্তি লুপ্ত হয়েছে···হয়েছে শুধু তার শেষ সম্বল—ঐ পাশবিকতা। কিন্তু হে নিষ্ঠুর নির্ম্মম দানব, তোমার অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে আমরা আজ পাষাণ হয়েছি···। এই পাষাণে যত ইচ্ছা আঘাত কর···আমরা নীরব, নিথর রইব···। পাষাণে আঘাত কর্ত্তে কর্ত্তে তোমার হাত আপনা আপনি ক্লান্ত হবে···শ্রান্ত হবে ; শেষে ঐ হাত কেঁপে উঠবে···অবশেষে ঐ হাত অবসাদের পক্ষাঘাতে আহত হয়ে এই পাষাণ পদতলে অসাড় হয়ে লুটিয়ে পড়বে !

কংস। বিকার বেড়েই চলেছে নরক ! তবে আর এক অঙ্গুলির আর এক মাত্রা—

নরক। হ্যাঁ, যেমন রোগ তেমনি ঔষধ হওয়া চাই—

কংস। এখনো বল—

নরক। দাসত্ব স্বীকার কর কিনা—

কঙ্কা। কখনো না—কখনো না—

কঙ্কণ। দাসত্বের প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি—

কংস। নরক, ঔষধের তবে দ্বিতীয় মাত্রা—

নরকের প্রস্থান

কঙ্কণ। চক্ষের সম্মুখে দানবের…রাক্ষসের…এই অসহনীয় পৈশাচিক অত্যাচার…এক দুর্ব্বলা নারীর ওপর…যে নারী আমাকে চিরতরে —মিথ্যা—মিথ্যা এই লৌহ-শৃঙ্খল—(শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল)—কোথায় কঙ্কা—কোথায় কঙ্কা—

ছুটিয়া কঙ্কার প্রবেশ। হাতে তাহার যবনী-প্রহরিণীর ছুরিকা

কঙ্কা। আমি এসেছি—

কঙ্কণ। ওরা তোমার অঙ্গুলির পর অঙ্গুলি কেটে…আমায় ওদের দাসত্ব বরণ কর্ত্তে বাধ্য কর্ব্বে স্থির করেছে, কিন্তু জানেনা ওরা—

কঙ্কা। যে সে অঙ্গুলি আমি স্বেচ্ছায় দিতে পারি—(নিজের অঙ্গুলি কাটিতে কাটিতে) অঙ্গুলি কেন, মুক্তি প্রয়াসে, জীবন দিতে পারি, যদি প্রয়োজন হয়, জীবনের চাইতেও যে বেশী সেই তোমাকে পর্য্যন্ত চিরতরে ত্যাগ করতে পারি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিল…সঙ্গে সঙ্গে উহা কঙ্কণ অঞ্জলিতে গ্রহণ করিল

কঙ্কণ। (কংসের সম্মুখে গিয়া) নাও—নাও ঘাতক—। (তাহার সম্মুখে অঙ্গুলি রাখিল) তৃপ্ত তুমি? উত্তম।

কঙ্কার হাত ধরিল। ভূপতিত শৃঙ্খলটি আর এক হাতে তুলিয়া লইল। কংসের সম্মুখে গিয়া দুইজনেই নতজানু হইল

কিন্তু হে দস্যু, মুক্তিকামী হলেও আজ আমরা মুক্তি চাই না—

কংস। মুক্তি চাও না?

কঙ্কণ। চাই, কিন্তু, আজ নয়। আজ চাই কারা-বন্ধন। এই নাও লৌহ-শৃঙ্খল (নিক্ষেপ) ঐ লৌহ-শৃঙ্খলে আমাদের শৃঙ্খলিত কর—শৃঙ্খলিত করে প্রেরণ কর তোমার সেই কারাগারে—যেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, ভাই বন্ধু, সকলে, এক সঙ্গে, সকল অত্যাচারের সব কঠোরতা তুচ্ছ করে, হাসিমুখে জগতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই অনাগত দেবতার জন্ম প্রতীক্ষায় তপস্যা করছে! একের মুক্তি নয়, মুক্ত হব সবাই…একদিনে…একসঙ্গে!

কংস। তবে তাই হয়ো বৎস—এক সঙ্গেই মুক্ত হয়ো!

প্রস্থান

নরক রক্ষীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রভুর অনুবর্ত্তী হইল। রক্ষীরা আসিয়া কঙ্কণ ও কঙ্কাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কণ ও কঙ্কা সোল্লাসে নিজেরাই লৌহ শৃঙ্খল হাতে তুলিয়া লইয়া গাহিল—

"আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ বরাভয়"

*　　*　　*

তিন

কারাগার

অন্তপ্র্কোষ্ঠে বসুদেব দেবকী ও তাহাদের কনিষ্ঠ-পুত্র নিদ্রিত। বহিপ্র্কোষ্ঠে কেহ নাই দূরে কংস এবং নরক। রক্ষিগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান। নেপথ্য হইতে—কারাবন্দীদের গান মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল—"পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল তালে তালে তারি আমরা গাই।"

কংস। এই আমার কারাগার?

নরক। হাঁ সম্রাট, কারাগার···তবে একাংশ মাত্র—!

কংস। আরো আছে?

নরক। বলেন কি সম্রাট?···আর নেই! অপরাধীর সংখ্যা যেরূপ বেড়ে গেছে, তাতে কারাগারকে এরূপ বিস্তৃত কর্ত্তে হয়েছে যে···

কংস। দেখো···শেষে আমার প্রাসাদ নিয়ে টানাটানি করো না।

*　　*　　*　　*

নরক। না সম্রাট,—কিন্তু আজ কি এই গৌরবটাই সব চাইতে বড় হয়ে উঠ্‌ছে না···যে, হাঁ···রাজ্য অরাজক নয়···শাসন আছে শান্তি আছে···শৃঙ্খলা আছে?

কংস। ভোজবংশের এ বড় কম কৃতিত্ব নয় নরক—সেজন্য তোমরা গর্ব্ব অনুভব করতে পার···

নরক। না সম্রাট মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার কর্ছি এ জন্য লজ্জাই অনুভব করি—

কংস। কেন?

নরক। যে এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ঐ যাদবদেরই।···ওদের মধ্যে যারা মহিমময় সম্রাটের সেবা করবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ লাভ করেছে দেখেছি তারা সবাই আমাদের চাইতেও আপনার সিংহাসনের বেশী

হিতাকাঙ্ক্ষী। দেখে অনেক সময় মনে সন্দেহই জেগেছে যে এ রাজ্য আমাদের না ওদের!...এই বিদূরথের কথাই ধরুন—

কংস। কই বিদূরথ তো এখনো এল না?

নরক। শ্মশানেই আমি লোক পাঠিয়েছিলাম...সে এসে খবর দিল পুত্রশোকে বিদূরথ বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে...পুত্রের দাহকার্য্য শেষ করেই সে আসছে বলে পাঠিয়েছে—

কংস। বিদূরথের একমাত্র বন্ধন ছিল ঐ শিশু-সন্তানটি! না নরক?

নরক। হাঁ সম্রাট, তার এই অকাল-মৃত্যুতে সে শোকে কাতর হয়েছে বড় বেশী।

কংস। কাতরতার পরই কঠোরতা চাই। প্রকৃতির সাম্য রক্ষা কর্ত্তে গেলে এটা নিতান্ত প্রয়োজন। কি বল নরক?

নরক। যথার্থ বলেছেন সম্রাট।

কংস। হুঁ।...(কারাকক্ষের দিকে নরকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) ওরা বুঝি ঘুমুচ্ছে—?

নরক। হাঁ সম্রাট।

কংস। আর কঙ্কণ ও কঙ্কা?

নরক। তারা আছে ওদিকে।...গিয়ে একবার দেখবেন?

কংস। (সাগ্রহে)...কেন, ওরা কি পিপাসায় এখনি ছট্‌ফট্ কর্চ্ছে?

নরক। এ রকম কোন সুখবর এখনো পাই নি—

কংস। হুঁ।..(কি ভাবিল) আচ্ছা নরক, দেবকীকে আমার একটিবার দেখতে ইচ্ছা হয়—কোন উপায় করতে পার?

নরক। সে কি সম্রাট, এখনি তাকে ডেকে তুলি—

কংস। (শিহরিয়া উঠিয়া) না—না—। আমি, বুঝলে কিনা, তাকে তার অলক্ষ্যে দেখতে চাই,—অর্থাৎ—

নরক। আপনি তার সম্মুখে যেতে চান না, অথচ তাকে একটিবার না দেখেও পার্চ্ছেন না...অর্থাৎ সেই পুরাতন দুর্ব্বলতা-টা—

কংস। (রুখিয়া উঠিয়া) সাবধান নরক (তাহাকে একরূপ ভেঙ্‌চাইয়া) দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা। জানো, দেবকীর এখনো এক পুত্র—

নরক। (সভয়ে) জীবিত আছে জানি সম্রাট, কিন্তু তার জন্য দায়ী ঐ বিদূরথ। হত্যার ভার রয়েছে তার ওপর, কিন্তু, এখনো তার দেখা নাই! না—ঐ যে সেও এসে পড়েছে।

কংস। ওকে গিয়ে বল...পুত্রশোকে তুমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছ বিদূরথ। অতএব...প্রকৃতির সাম্য রক্ষার্থে—তোমাকে নিদারুণ কঠোর হয়ে—কি কর্ত্তে হবে নরক ?

নরক। বসুদেবের পুত্রকে হত্যা কর্ত্তে হবে !

কংস। জলে যখন বসন সিক্ত হয়, আগুনের তাপে তাকে উত্তপ্ত না করে পরিধান করলে অসুখ হয়। • এও—তাই।

নরক। বুঝেছি সম্রাট।—

কংস। তবে এস—

কংস অন্তরালে রহিল। বিদূরথ প্রবেশ করিলে নরক তাহার সম্মুখীন হইল।—পুত্র-শোকে একদিনেই বিদূরথ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চেহারা দেখিলে মনে হয় এ যেন কোন প্রেত শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিল। বিদূরথের গলদেশে একটি পাত্র ঝুলিতেছে, তাহাতে তাহার পুত্রের চিতাভস্ম

নরক। এস ভাই, এস।...শোক করে তো তাকে আর ফিরে পাবে না—

বিদূরথ। সাবধান।...(আপন মনে চিতাভস্ম ছড়াইতে লাগিল এবং বিড়বিড় করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল) ফিরে পাবে না...ফিরে পাবে না...(হঠাৎ নরককে ভ্যাঙচাইয়া) ফিরে পাব না, কেন শুনি ?

নরক বিস্ময়ে অবাক হইল

(নরককে) কোনদিন বীজ বোন নি ? তা থেকে গাছ হয় নি ? ও আমার সোনার চাঁদ, এই তোমার বুদ্ধি ?

নরক। তুমি কি উন্মাদ হলে বিদূরথ ? তোমার ওপর যে সম্রাটের আদেশ রয়েছে—

বিদূরথ। (সম্রাটের কথা মনে হইতেই সসম্ভ্রমে) কি আদেশ ?

নরক। বসুদেবের সর্ব্বকনিষ্ঠ...শেষ পুত্র হত্যা করা—

বিদূরথ। হাঁ, কর্ব্ব। নিয়ে এস—

নরক। আমি আনছি—

কারাগারের অন্তপ্রর্কোষ্ঠে প্রস্থান

বিদূরথ। "এক ফোঁটা জল—দাও...দাও—গলা ভেজাবার জন্য এক ফোঁটা না হয় আধ ফোঁটা জলই দাও..."
—তাও তো দিলাম না।—দিতে গেলাম—কে যেন আমার হাত চেপে ধরল! আমার পায়ে শেকল্ বাঁধল! কিন্তু কানে তো ভেসে

এল "জল দাও—জল দাও! এক ফোঁটা না দাও—আধ ফোঁটা দাও!"—ওরা বলল কাঁদছ কেন? হাসতে হবে···আমি হাসলেম! আমি হাসলেম!

দু চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। প্রস্থান

* * * *

অন্তর্প্রকোষ্ঠ হইতে বসুদেব, দেবকী ও নরক বাহির হইয়া বহির্প্রকোষ্ঠে আসিলেন। বসুদেবের হস্তে তাহাদের শেষ সন্তান। শিশুটি ঘুমাইয়া আছে। কারাগারের বাহিরে আসিবার কালে নরক বসুদেবের নিকট সন্তান চাহিয়া হাত বাড়াইল

নরক। দাও—

বসুদেব সন্তানকে নরকের হাতে তুলিয়া দিতে গেলেন—দেবকী গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল

দেবকী। (বসুদেবকে) দাঁড়াও আর একটিবার আমার বুকে দাও—আর একটিবার—

বসুদেব। চুপ্···চুপ্···ঘুম ভেঙে যাবে!

দেবকী। থাক্···তবে থাক্···

কাঁদিতে লাগিলেন

বসুদেব। (নরকের হাতে সন্তান তুলিয়া দিয়া) হত্যা কর্ব্বে, ক'রো,—কিন্তু ঘুম ভাঙিয়ে হত্যা ক'রো না···ও ভয় পাবে—ভয় পাবে···। আর কেন দেবকী, সরে এস—

দেবকী। (সন্তান লক্ষ্যে) ও কি জাগল? ও কি জাগল?···ওর হয়তো ক্ষুধা পেয়েছে—ওর হয়তো—

বসুদেব। তুমি কাতর হচ্ছ—তুমি কাতর হচ্ছ দেবকী—

দেবকী। আমার বুকের ধন, আমার চোখের মণি—

বসুদেব। হাঁ, বুকের ধন—চোখের মণি—আমরা অঞ্জলি দিচ্ছি—আমরা অঞ্জলি দিলাম—এইবার বল—অনাগত দেবতা স্বাগতম্

দেবকী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) অনাগত দেবতা স্বাগতম্!

তিনবার আবাহনের পর দেবকীকে লইয়া বসুদেবের অন্তর্প্রকোষ্ঠে প্রস্থান। নরক সন্তান লইয়া বাহিরে আসিল। বিদূরথও চিতাভস্ম ছড়াইতে ছড়াইতে পুনরায় প্রবেশ করিল—

নরক। (বিদূরথের সম্মুখে গিয়া) কর হত্যা—এই নাও ছুরি—

বিদূরথ। (একদৃষ্টে সন্তানটি দেখিয়া)—মারব কি? মরেই গেছে!

নরক। না, ঘুমিয়ে রয়েছে।

বিদূরথ। এটা কে রে ?

নরক। বসুদেবের শেষ সন্তান। ছুরি নাও—বসিয়ে দাও—

সন্তান ও ছুরিকা গ্রহণ

সন্তানটিকে বেশ ভালো করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া

আমার খোকা ?

নরক। তোমার খোকা মারা গেছে—

বিদূরথ। হাঁ, মারা গেছে। তাকে নিজ হাতে পুড়িয়ে এলাম।··· পুড়িয়ে তার সব কটি ছাই তুলে নিলাম, শ্মশানে ছড়িয়েছি, পথে ছড়িয়েছি ···এখানে ছড়িয়েছি···ওখানে ছড়িয়েছি···ঘরে ঘরে বিলিয়ে এসেছি··· তারাও ছাড়বে বলেছে। কি হবে জান ?

নরক। কি ?

বিদূরথ। সেই ছাই থেকে আবার উঠবে···

নরক। কে ?

বিদূরথ। আমার খোকা। শুধু কি খোকা ? আমার খোকার মতো হাজার হাজার লাখ লাখ লোহার খোকা—! তারা কি কর্ব্বে জান ?

নরক নীরবেই রহিল

বিদূরথ। এবার ওরা যা পায় নি, সেবার তারা তাই নিতে আসবে···! এক ফোঁটা জল পায় নি···একফোঁটা দুধ পায় নি···এক মুঠো ভাত পায় নি···। এবার ওরা এসে···প্রথমেই বল্‌বে···আগে চাই সুদ, তারপর চাই আসল।

নরক। বাক্য রাখ বিদূরথ। তোমার কাজ কর—

বিদূরথ। একে মারলেও ঠিক্ তাই হবে।···মার্ব্ব ?

নরক। হাঁ—

নেপথ্যে কংস। বিদূরথ···ওকে আমার হাতে দাও।

বিদূরথ। (স্বর চিনিতে পারিয়া) প্রভু !

স্বর লক্ষ্য করিয়া তাকাইল

বিদূরথ সন্তানসহ কংসের দিকে ছুটিয়া দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া গেল। অন্তরাল হইতে একটা ভীষণ হুঙ্কার এবং "মা—মা গো—" শিশুর আর্ত্তনাদ শোনা গেল···কিন্তু তখনি বোধ হইল···শিশুকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করা হইল।

কংস। (নেপথ্যে) আর একটি—আর একটি—তারপর—তারপর—

নরক। হাঃ হাঃ হাঃ !

চার

প্রান্তর

ধরিত্রী। গান

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষ, আসে মৃত্যুঞ্জয়॥
হত্যায় আসে হত্যা নাশন,
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ
অন্ধকারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ম্ময়॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখিজল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথাবিহারীরে দেখিবি কে আয়।
ধ্বংসের মাঝে শঙ্খ বাজায়
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়
নবীন অভ্যুদয়॥

পাঁচ

কারাগার

পাশাপাশি দুইটি প্রকোষ্ঠ। তাহার একটিতে কঙ্কণ, আর একটিতে কঙ্কা। যথাস্থানে কারারক্ষীরূপে অঘাসুর, বকাসুর এবং তৃণাবর্ত্ত। কঙ্কণ ও কঙ্কা উভয়েই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর

কঙ্কণ। কি হবে কঙ্কা, কি হবে?

কঙ্কা। দেবে না···দেবে না ওরা এক ফোঁটা জল। জল না দিয়ে আহার না দিয়ে···ওরা দাঁড়িয়ে দেখছে···আমরা এই পাষাণ কারায় ছট্‌ফট্ কর্ত্তে কর্ত্তে···মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে শেষে কথার শক্তিটুকুও হারিয়ে ···কেমন ক'রে···তুমি আমার চোখের সামনে···আমি তোমার চোখের সামনে···ধীরে ধীরে···চিরতরে চোখ বুঁজি—!

কঙ্কণ। (রক্ষীদের প্রতি) ভেবে দেখ ভাই, শুধু একটিবার ভেবে দেখ···কোনদিন তোমার কি পিপাসা পায় নি?···পিপাসায় কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসে নি? এক ফোঁটা জলের অভাবে কি মৃত্যু যন্ত্রণারও অধিক যন্ত্রণা অনুভব কর নি?···

অঘাসুর। করেছি…

কঙ্কণ। করেছ?

বকাসুর। কেন কর্ব্ব না!

কঙ্কণ। তা যদি করে থাক…তবে আমাদের এই অসহ্য পিপাসার মরণাধিক যন্ত্রণা তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না কেন?…কেন তবে পাষাণের মতো পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? ঠেলে ফেল এই লৌহদ্বার… নিয়ে এস সুশীতল জল…আমাদের বাঁচাও—

তৃণাবর্ত্ত। আমরা আর তোমরা হ'লাম এক?…অসহ্য পিপাসায় যখন আমাদের বাক্য বন্ধ হ'য়ে আসে…তখন আমরা এক কলস মদে গলাটা ভিজিয়ে নি!

অঘাসুর। কারো কাছে মাথা খুঁড়তে হয় না।

বকাসুর। কংস রাজার কল্যাণে না চাইতেই পাই।

কঙ্কা। পিপাসার চাইতেও ওদের ঐ পরিহাস আরো বেশী যন্ত্রণা দেয় স্বামী!…কেন চাও ওদের কাছে জল!…তার চাইতে…এস স্বামী… কণ্ঠে এখনো [illegible] আছে…সমস্ত শক্তি একত্র করে …জীবনের শেষ নিশ্বাসে প্রার্থনা করে মার…হে ভগবান…তুমি এই করুণাহীন, মমতাহীন মরুভূমিতে শঙ্খধ্বনি ক'রে নেমে এস! চক্রে তোমার ধ্বংস কর নির্ম্মম দানব! গদাঘাতে চূর্ণ কর এই লৌহ-কারাগার! তারপর পদ্ম-হস্তের স্পর্শ দাও…আলো দাও…মুক্তি দাও…শান্তি দাও! (মুমূর্ষু হইয়া পড়িল)

অঘাসুর। (কঙ্কাকে দেখাইয়া) ওটা বোধ হয় মুক্তিই পেল!

কঙ্কণ। কঙ্কা! কঙ্কা! (সাড়া না পাইয়া) সাড়া নাই! তবে কি তবে কি শেষ? সব শেষ? (রক্ষীদের প্রতি) ওরে—তোরা বল্ আছে না গেল?

বকাসুর। কি করে ব'লব মশায়—আপনার পরিবারের খবর! দেখছি কথা বলছেন না, এবং ভূমি নিয়েছেন। এটা তার মৃত্যু-লক্ষণ কি রাগাভিমানের লক্ষণ…তা পরিজ্ঞাত হবার সৌভাগ্য আমাদের তো হয় নি মশায়!

কঙ্কণ। (পাষাণ প্রাচীরে আঘাত করিতে করিতে) কঙ্কা—কঙ্কা—!

উৎকর্ণ হইয়া কোন সাড়া পায় কিনা শুনিল, কিন্তু সাড়া না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

নেই—নেই—! আমারো গলা শুকিয়ে আসছে…তালু ফেটে যাচ্ছে…জল …একটু জল…এক ফোঁটা জল—

সানুচর কংসের প্রবেশ

কংস। তাই তো, আমার বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ…কঙ্কণই জল চাচ্ছে নরক…নরক, তোমাদের এসব কি হ'চ্ছে বল দেখি! আমার বিদূরথের পুত্র কঙ্কণ…সে কিনা এক ফোঁটা জল না পেয়ে মর্ত্তে বসেছে! ছিঃ!

নরক। জল দি সম্রাট—

কংস। আবার জিজ্ঞাসা কর্ছ!

নরক এক অনুচরের মস্তকস্থিত জলকলস লইয়া কঙ্কণের সম্মুখে গিয়া কারাগারের বাহিরে, ঠিক তাহার সম্মুখে, ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, কলস হইতে আর একটি সুবিস্তৃত পাত্রে জল ঢালিতে লাগিল

নরক। কঙ্কণ, জল নাও—

কঙ্কণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। "জল" কথাটি কানে যাওয়াতে চোখ মেলিল, জল দেখিয়া চোখে মুখে এক অদ্ভুত দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। লাফাইয়া উঠিল

কঙ্কণ। জল! জল!…দাও জল—

কংস। পান কর কঙ্কণ…প্রাণ ভ'রে পান কর—

কঙ্কণ। (লৌহদণ্ড ঝাঁকিয়া)…কিন্তু?

কংস। বাইরে আসবে?

কঙ্কণ। দ্বার খোল—

কংস। নরক, অপরাধী কি বাইরে আসতে পারে? আমি ব্যবহার-শাস্ত্রের কথা বলছি।

নরক। হাঁ, আসতে পারে, যদি অপরাধী দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে—

কংস। (কঙ্কণের মুখের দিকে চাহিল)

কঙ্কণ। না—না—না—। জল আমাকে ভেতরে এনে দাও…

কংস। আমি ব্যবহারশাস্ত্রের কথা বলছি নরক। পিপাসা-দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী যে…তাকে কি…কারাকক্ষে জল দেওয়া যায়?

নরক। ব্যবহারশাস্ত্রে নিষেধ আছে সম্রাট।

কংস। (যেন মহা চিন্তিত হইয়া) তাহ'লে কি [illegible] নরক? কি ক'রে আমি আমার কঙ্কণকে বাঁচাই?

নরক। উপায় আপনার ঐ কঙ্কণের হাতেই—

কংস। তাই তো। আচ্ছা ও ভেবে দেখুক।…এস…আমরা একটু ঘুরে' আসি—

নরকসহ অন্যদিকে প্রস্থান। প্রস্থানকালে নরক অঘাসুরকে গোপনে কি কহিয়া গেল। জল তদ্রূপ অবস্থাতেই রহিল

* * সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কঙ্কণের চোখের সম্মুখে সুশীতল অপর্য্যাপ্ত জল অথচ সে তদ্দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। জল দেখিয়া তাহার চোখ-মুখে এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল। পিপাসা শান্তির আশায় তাহার জিভ্ লক্ লক্ করিতে লাগিল। সে জিভ্ বাহির করিয়া ধীরে ধীরে লৌহদণ্ডের মধ্য দিয়া মস্তক অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তাহার জিভ্ যেই জলস্পর্শ করিতে যাইবে এমন সময় অঘাসুর আসিয়া পাত্রটি পা দিয়া আর একটু দূরে সরাইয়া দিল। কঙ্কণ অঘাসুরের দিকে একটিবার তাকাইল। তৎপর পুনরায় সে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবারও তাহার জিহ্বা যখন জলস্পর্শ করিতে গেল···তখন অঘাসুর পা দিয়া পাত্রটি উল্টাইয়া দিল। সমস্ত জল মাটিতে পড়িয়া গেল। কঙ্কণ জলের আশা নির্ম্মূল হয় দেখিয়া মরিয়া হইয়া মাটিতে গড়ানো জল যতটুকু পারে, জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া লইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অঘাসুর, ছুটিয়া আসিয়া সেই জল পা দিয়া লেপন করিয়া উহা কর্দ্দমাক্ত করিয়া দিল

অঘাসুর।
বকাসুর।
তৃণাবর্ত্ত। } হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

কঙ্কণ। (তাহাদের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ!) বটে।···

···এক প্রচণ্ড চেষ্টায় লৌহদণ্ড বাঁকাইয়া কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল।
তাহা দেখিয়া অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত এবং জলকলসবাহী
রক্ষী সকলেই সন্ত্রস্ত হইল···

অঘাসুর। রক্ষী! রক্ষী!

বকাসুর। অস্ত্র—অস্ত্র—

তৃণাবর্ত্ত। প্রহরী—সৈন্য—

সকলে লোকজন ডাকিবার জন্য ছুটিল। কঙ্কণ বাহির হইয়া আসিয়াই পলায়নরত সর্ব্বপশ্চাৎ অবস্থিত জলকলস বাহী রক্ষীর হাত চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার নিকট হইতে জলকলসটি ছিনাইয়া লইল। সে জলকলস রাখিয়াই অন্য সকলের সহিত পালায়ন করিল।

কঙ্কণ জল কলস কাড়িয়া লইয়াই নিঃশেষে সমস্ত জল পান করিবার জন্য কলস উঁচু করিয়া ধরিবামাত্র কঙ্কার কথা তাহার মনে পড়িল।···"কঙ্কা!" কলস নামাইল। উহা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে কঙ্কার প্রকোষ্ঠের দিকে গেল। প্রকোষ্ঠের লৌহদণ্ড ধরিল। ডাকিল—

কঙ্কণ। কঙ্কা!

কঙ্কা। প্রি—য়—ত—ম!

কঙ্কা বাঁচিয়া আছে বুঝিবামাত্র তাহার হৃদয়ে নব-উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাহার দেহে অপূর্ব্ব বলসঞ্চার হইল। মাংসপেশীগুলি ফুলিয়া উঠিল—সে বিনা বাক্যব্যয়ে লৌহদণ্ড ভাঙিবার প্রয়াস করিল। তাহার প্রয়াস সার্থক হইল। দ্বার ভগ্ন হইল। জল-কলসটি হাতে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া কঙ্কার সম্মুখে গিয়া—

কঙ্কণ। কঙ্কা—কঙ্কা…জল!

কঙ্কা দুইহাত বাড়াইয়া কঙ্কণের মুখখানি জড়াইয়া ধরিতে উঁচু হইতে লাগিল, হঠাৎ পড়িয়া গেল, আর উঠিল না…চিরতরে এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল

কঙ্কণ। কঙ্কা—কঙ্কা—(বুঝিল কঙ্কা মৃত) নাই!…নাই! (তাহার বুকের উপর পড়িতে গিয়াই) না—না আলিঙ্গন নয়—(বলিতে বলিতে কলস হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) আজও আমরা দাস…আজও আমরা দাস…

ঠিক এই সময় অঘাসুর ইত্যাদি দানবগণের সদলবলে প্রবেশ

অঘাসুর। ঐ যে জল খাচ্ছে—

কঙ্কণ। জল? জল?

বাহিরে আসিয়া ভূতলে কলস নিক্ষেপ

জল!…

সে দানবদের দিকে অতি করুণভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। দানবেরা পিছাইয়া গেল।…তাহারা পিছাইয়া গেল দেখিয়া, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া…অন্য পার্শ্বের দানবদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারাও পিছাইয়া গেল

কঙ্কণ। (দানবদের প্রতি) দয়া কর—দয়া কর…আমায় আজ শুধু একটি দয়া কর—

দানবগণ। (বিস্মিত হইয়া) দয়া!

কঙ্কণ। হাঁ, দয়া।

কংসের আবির্ভাব

কংস। দয়া?

কঙ্কণ। হাঁ, দয়া।…আমি (কঙ্কাকে দেখাইয়া) ওর সঙ্গে যাব।…তরবারির একটি আঘাত—না হয় বল্লমের একটি খোঁচা…না হয় একটা তীর…একটা ইট্…একখানা পাথর…আমায় মার…দয়া করে আমায় মার—

নতজানু হইল

কংস। নরক, কঙ্কণ হ'ল আমার বিদূরথের পুত্র… ওর কোন কামনা কি আমাদের অপূর্ণ রাখা উচিত?

নরক। না সম্রাট—

কংস। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ কঙ্কণ—

রক্ষীদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান

ইঙ্গিত পাইয়া দানবগণ এক সঙ্গে সকল অস্ত্রদ্বারা কঙ্কণকে আঘাত করিল। কঙ্কণ ভূপতিত হইল

পঞ্চম অঙ্ক

এক

নৃত্যশালা

কংস এবং নর্ত্তকীগণ যে যেখানে ছিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণী-গণও নিদ্রিত। সুরার সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্রাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। একটি মুক্ত বাতায়নের পাশে চন্দনা।...বাতায়নে ভর দিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া সেও বোধ করি ঘুমাইতেছিল। দূর হইতে একটি কাতর আর্ত্তনাদের শব্দ-ধারা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বহুদূরে যেন সহস্র লোক কাঁদিতেছে! চন্দনা চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। বাহিরে ঝড় উঠিল। মাঝে মাঝে দু' একবার বিদ্যুৎও চমকাইল। বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল

চন্দনা। গান

নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
অশান্ত-ধারে জল ঝর ঝরে অবিরল
ধরণী ভীতি-মগন॥
ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝনঝন,
দীর্ঘশ্বসা কাঁদে অরণ্যে শনশন,
প্রলয়-বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন,
মূর্চ্ছিত মহাকাল-চরণে মরণ॥
শুধিবেনা কেহ কিগো এই পীড়নের ঋণ?
দুঃখ-নিশির শেষে আসিবেনা শুভদিন?
দুষ্কৃতি-বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব,
অধর্ম্ম নিধনে এস অবতার নব,
'আবিরাবির্ম এধি' ঐ ওঠে রব—
জাগৃহি ভগবন্, জাগৃহি ভগবন্॥

চন্দনার গানের শেষে প্রবল বৃষ্টি নামিয়া আসিল। গান শেষ হওয়া মাত্র...ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল...এবং বজ্রপাত হইল, চন্দনা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল...গান ছাড়িয়া দিল

চন্দনা। ও কি? কে ও? এই দুর্য্যোগে...এই ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টির মাঝে...ও কে যায়?...কে তুমি পথিক...ঝড়-ঝঞ্ঝায় তুমি দৃকপাত কর না?...বজ্রকে তুমি তুচ্ছ ক'ছ'...অন্ধকারকে তুমি গ্রাহ্য কর না?...ও কি? তোমার ক্রোড়ে কি ও? পথিক! পথিক! তোমার ক্রোড়ে কি আকাশের চাঁদ? চুরি ক'রে পালাচ্ছ? কে তুমি পথিক, কে তুমি? আকাশের চাঁদ তোমার ক্রোড়ে?...কে তুমি? (হঠাৎ চিনিতে পারিয়া)

—বসুদেব! তুমি বসুদেব! তবে কি তোমার ক্রোড়ে···তোমার ক্রোড়ে —আমি দেখব! আমি দেখব।

ছুটিয়া প্রস্থান

মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা

কংস হঠাৎ চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এক একটি বজ্র-পতন শব্দে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইল। পলাইয়া অন্যত্র যাইবে ভাবিয়া যেই এক এক দ্বারের সম্মুখে যায়, অমনি বাহিরে তাহারি যেন অতি কাছে এক একটি বজ্রপাত হয়। একে একে সকলেই জাগিয়া উঠে। কংস পলাইতে পথ পায় না। যাহারা জাগিয়া উঠিল তাহারাও ভয়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তাহারা কংসের ঐ অবস্থা দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িল। সকলেই পলায়ন করিতে চায়, অনুমতির জন্য কংসের মুখের পানে চায়। ক্রমে মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত হইতে লাগিল, অন্য সকলেই প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কংস পলাইতে পারিতেছে না। এ যেন স্বয়ং প্রকৃতি মাতা প্রতিদ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার গতি রোধ করিয়া তাহাকে এই কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কংস ছুটিয়া গিয়া শয্যায় বসিল, এবং হাতের কাছে যাহা পাইল, তাহাই জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে প্রাণপণ চীৎকার করিয়াই একবার ডাকিল—"নরক—"নরক" —কিন্তু তাহার পরই ভয়ে যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার ডাকগুলি ক্রমেই মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া শেষে আর শোনাই গেল না, যদিও দেখা যাইতে লাগিল যে কংস নরককে প্রাণপণেই ডাকিতেছে। প্রতি দ্বার দিয়া অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দানব সেনানীর প্রবেশ। হাতে তাদের উন্মুক্ত তরবারি, চোখে মুখে ঘাতকের উল্লাস-দীপ্তি। তাহাদের সঙ্গে নরক

কংস। (তাহাদিগকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল) ওঃ—

নরক। (ছুটিয়া সম্মুখে গেল) সম্রাট—সম্রাট—

কংস কাঁপিতে লাগিল

নরক। সম্রাট, আমি নরক···

কংস। না।

নরক। সম্রাট, চেয়ে দেখুন আপনার দাসানুদাস নরক—

কংস। (স্থির হইল। একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল) নরক?

নরক। প্রভু, আমায় চিনতে পারছেন না?

কংস। (চিনিতে পারিয়া) হাঁ, নরক।

নরকের মুখ হইতে দৃষ্টি অপসারণ না করিয়া, দানব সেনানীদের দিকে হাত বাড়াইয়া তৎপ্রতি নরকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, চুপি চুপি—

ওরা কারা?

দানব সেনানিগণ। (সকলে একসঙ্গে কংসের কাছে আসিয়া নতজানু হইয়া) সম্রাটের দাসানুদাস—

নরক। অঘাসুর বকাসুর তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি আপনারই সেনানায়ক।

কংস। ওরা কেন ?

নরক। সম্রাটকে সুসংবাদ দিতে এসেছে—

কংস। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি জানি—আমি জানি কি সে সংবাদ—

নরক। কি সম্রাট ?

কংস। (বলিতে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে) যে আজ—

নরক। আজ কি ?

কংস। (চারিদিকে সভয়ে চাহিয়া লইয়া)…অষ্টমী !

নরক। হাঁ, সম্রাট অষ্টমী।

কংস। সে আজ জ'ন্মেছে—!

নরক। যদি জ'ন্মেই থাকে, তাতে ভয় কি সম্রাট ?

কংস ভয় পাইতেছে এ কথা অন্যের মুখে শোনা তাহার অভ্যাস নয়, শুনিলে বিশেষ বিরক্ত হয়। যথাসম্ভব শীঘ্র ভীতভাব কাটাইয়া উঠিয়া, বিরক্তি সহকারে…

কংস। নরক ! তোমার স্পর্দ্ধা !

নরক। সম্রাট !

কংস। তুমি ব'লতে চাও, আমি ভয় পেয়েছি !

নরক। কথনো মুহূর্ত্তের তরেও তা কল্পনা করবারও স্পর্দ্ধা রাখিনাই—

কংস। আমি বিশ্ব-ত্রাস কংস। আমি শুধু জিজ্ঞাসা কর্ছি…সে কি জন্মেছে—?

নরক। আমি তার উত্তর দিচ্ছি—সে মরেছে—

কংস। (মহারাগান্বিত হইয়া) পরিহাস, নরক ?

নরক। পরিহাস নয় সম্রাট। সম্রাটের আশঙ্কা, শত্রু জন্মগ্রহণ ক'রবে, কারাগারে দেবকী জঠরে !

কংস। তাই দৈববাণী নরক—

নরক। ওটা ছলনা। দেবতারা ঐরূপ প্রকাশ ক'রে আপনার দৃষ্টি বিপথে পরিচালিত ক'রেছে ? প্রকৃতপক্ষে শত্রু জন্মগ্রহণ ক'রেছে সেখানে, যেখানে ঐ দৈববাণীর কুহকে ভুলে' সম্রাট আদৌ দৃষ্টি দেন নি !

কংস। নরক—নরক—

নরক। হাঁ সম্রাট, নইলে শত্রুর নাড়ী-নক্ষত্র প্রকাশ ক'রতে দেবতাদের

এ অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন?···তারা ঐ দৈববাণী দ্বারা আপনাকে প্রতারিত করেছে—

কংস। বটে! বটে!

দুই চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল

নরক। কিন্তু আমাদের প্রতারিত ক'র্ত্তে পারে নি। তাই আজ রাজ্যের যত পুত্র-সন্তান···নবজাত···এবং সদ্যোজাত···সব—

দানব সেনানিগণ। (মহোল্লাসে) আমরা বধ ক'রে এসেছি।

কংস। সব?

দানব সেনানিগণ। সব। ছিন্ন-শিরের তপ্ত-রক্তে আমাদের অসি এখনো উত্তপ্ত—!

কংস। (যেন এসব কথা তাহার কানেই গেল না) কারাগারে—কারাগারে?

নরক। সেখানেও গিয়েছি—

কংস। (যেন মৃত্যুদণ্ডও শুনিতে পারে···এইরূপ আশঙ্কায়)··· সেখানে কি?

কিন্তু তখনই তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল

অঘাসুর। আমাকে বলতে দিন সম্রাট। সেখানে আমরা গেলাম··· উদ্যত অসি নিয়ে···এই আশা ক'রে···যে···যদি শত্রু জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, তাকে তার মাতৃক্রোড় হ'তে ছিনিয়ে সবলে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে শিলাতলে নিক্ষেপ ক'রে তখনি বধ ক'র্ব্ব—

কংস। (যেন তাহার চক্ষের উপর ইহা ঘটিতেছে, মহা উল্লাসে) বধ ক'র্লে?

অঘাসুর। না সম্রাট—! গিয়ে দেখি শত্রু জন্মগ্রহণ করে নি—

কংস। মূর্খ!···সে গর্ভের অন্তরালে ব'সে হাস্‌ছে!···সেখানে থেকে তাকে—

গর্ভ বিদারণ করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ভ্রূণ হত্যার ইঙ্গিত

নরক। কিন্তু সে তো দেবকী-নন্দন নয়—

কংস। পরিহাস নরক, পরিহাস?

নরক। সে দেবকী-নন্দিনী—!···আজই জন্মগ্রহণ করেছে—

কংস। নন্দিনী?

নরক। হাঁ সম্রাট—

কংস। ভগিনী-নন্দিনী ?

নরক। হাঁ সম্রাট, ভগিনী-নন্দন নয়।

কংস। আঃ—(যেন বাঁচিয়া গেল) আমার ভাগিনেয়ী ?

নরক। হাঁ সম্রাট—

কংস। (সহজভাবে) ভাগ্নী! ভাগ্নী! (কপটতায়) কত দুঃখ ছিল মনে নরক ; নরক আমার সব আছে, রাজ্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে··· দাস-দাসী···হস্তী অশ্ব···সব···আছে, ছিল না শুধু একটি ভাগ্নী···আজ আমি সেই ভাগ্নী পেলাম!···আজ যে কি আনন্দ···(সহসা) তার ওপর তো হাত তোলনি তোমরা ?

দানব সেনানিগণ। না সম্রাট।

কংস। আমায় রক্ষা করেছ! (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) দৈববাণী! দৈববাণী! (অট্টহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ!

ছুটিয়া চন্দনার প্রবেশ

কংস ঊর্দ্ধে চাহিয়া অট্টহাস্যে হাসিতেছিল···চন্দনা তাহার সম্মুখে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। যে মুহূর্ত্তে কংসের অট্টহাস্য শেষ হইল, সেই মুহূর্ত্তে চন্দনা কংসের মুখের দিকে তাকাইয়া

চন্দনা। হাঃ হাঃ হাঃ—(হাস্য)

কংস হাসির শব্দ শুনিয়া নিম্নে তাকাইয়া দেখিল চন্দনা। আবেগে তাহার হাত দুইখানি চাহিয়া ধরিয়া একটি ঝাঁকি দিয়া কহিল

কংস। চন্দনা···আজ কি আনন্দ!

চন্দনা। আনন্দে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি মরি! আজ আমি মরি!

কংস। ছিঃ! আজ আমার সেই দুঃস্বপ্ন ব্যর্থ! আজ তবে তোমায় পাব চন্দনা ?

চন্দনা। (চটুল দৃষ্টিতে) হাঁ, আজ আমায় পাবে।···কিন্তু, তোমার উৎসব কই ? জয়-বাদ্য কোথায় ? এত অন্ধকার কেন ?

কংস। (বিশেষ ব্যাকুলতা সহকারে) সহস্র দীপ জ্বালো—লক্ষ দীপ জ্বালো—রংমশাল কই ? রংমশাল ?

চন্দনা। কি হবে সহস্র দীপে ? আজ সহস্র চাঁদ আমার চোখে লাগবে না···লক্ষ সূর্য্যও না। কেউ কি কখনো দেখেছ আকাশের বুক চিরে রূপ ঠিক্‌রে বের হ'য়ে আসে ? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে আকাশ হ'ল মাতাল, বাতাস হ'ল পাগল ? আমি দেখেছি।

কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে বনের অজগর এল ছুটে···চরণ-পদ্মের পরশ নিল···ধন্য হ'য়ে ফণা ধ'রল···ফণা ধ'রে তার জয়যাত্রায় জয়-ছত্র হ'ল? আমি দেখে' এলাম···আমি দেখে' এলাম! রূপ নয়, রূপের আগুন··· কোটি কোটি পতঙ্গ সেই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে—আমিও আমিও—

যবনী প্রহরিণীগণ রংমশাল জ্বালাইয়া আনিয়াছিল—তাহা হাতে লইয়া চন্দনার নৃত্য

কংস। চন্দনা—চন্দনা! অপরূপ!

চন্দনা। হাঃ হাঃ হাঃ—

কংস। তুমি আমার—তুমি আমার—!···কিন্তু, ও কি চন্দনা—ও কি চন্দনা? এ যে আগুন!

চন্দনা। হাঁ; আগুন···রূপের আগুন!···রূপের আগুনে আজ ঝাঁপ দিয়েছি···আঃ!

অগ্নি-গর্ভে ডুবিয়া গেল

কংস। চন্দনা—চন্দনা—

দুই

প্রান্তর

ধরিত্রী। গান

তিমির বিদারি অলক-বিহারী কৃষ্ণমুরারী আগত ওই
টুটিল আগল, নিখিল পাগল, সর্ব্বসহা আজি সর্ব্বজয়ী॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহধার উথলায়
কাল-রাখাল নাচে থৈ তা থৈ॥
বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব—নমো নমঃ,
অরির পুরীমাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
অন্ধ কারায় এল বন্ধ-বিমোচন।
ধরি অজানা পথ, আসিল অনাগত'
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে মাভৈঃ॥

শেষ

শেষ-রাত্রি। কারাকক্ষে নিদ্রিত বসুদেব ও দেবকী। দূরে কারারক্ষীও নিদ্রিত। ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া চোরের মতো কংসের প্রবেশ। সঙ্গে কোন অনুচর নাই, অন্য কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে সর্ব্বদাই এই আশঙ্কায় সশঙ্ক

কংস। (চাপা গলায়) বসুদেব—বসুদেব—

বসুদেব। (জাগ্রত হইয়া) কে?

কংস। আমি—

বসুদেব। কে তুমি?

কংস। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নাম বলিতে সাহস পাইল না) আমি—আমি—

বসুদেব। কংস!

কংস। —চুপ্—

চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল কেহ শুনিয়াছে কিনা

বসুদেব। একি কংস? প্রাসাদের বিলাস ত্যাগ ক'রে রাত্রিশেষে এই কারাগার সম্মুখে সম্রাট একাকী তুমি…তস্করের মতো চারিদিকে তোমার সশঙ্ক দৃষ্টি—

কংস। চুপ্—চুপ্—

বসুদেব। আবার কি নূতন নির্য্যাতন সঙ্কল্প তোমার?

কংস। দোহাই তোমার, দয়া কর…শোন—

বসুদেব। দয়া ক'র্ব্ব তোমাকে আমি! তোমার এই সশঙ্ক-সকরুণ অভিনয় দেখে' মনে হ'চ্ছে আজ তোমার অত্যাচারের কঠোরতা চরমে উঠবে।

কংস। (অস্থিরতার সঙ্গে) ভুল—ভুল বসুদেব!…আমি আজ—আমি আজ—

বসুদেবের মুখের দিকে এরূপ ভাবে তাকাইল যে দেখিলে করুণার উদ্রেক হয়

বসুদেব। হাঁ, তুমি আজ…?

কংস। আমি—আমি—দেবকীর (চারিদিকে চাহিয়া দেখার পর) …পায়ে লুটিয়ে পড়ব—

বসুদেব। এ অতি উত্তম অভিনয় শয়তান—

কংস। অভিনয় নয়…অভিনয় নয়!…বিশ্বাস কর বসুদেব…আমি

ঘুমুতেও পারি নে। চোখ বুঁজলেই দেখি তোমার সাত-সাত পুত্রের ছিন্নশিরের উচ্ছ্বসিত রক্তধারা আমার চোখে-মুখে সর্ব্বাঙ্গে ছিটকে এসে প'ড়ছে—! তাও যদি বা সইতে পারি কিন্তু কিছুতেই সইতে পারি না···যখন চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে···আমারি ঐ আদরিণী ভগিনীর··· শোক-কাতরা বিষাদ-বিধুরা প্রতিমূর্ত্তি। তাও যদি বা সইতে পারি··· কিছুতেই সইতে পারি না—যখন দেখি ভগিনী আমার শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলে···প্রতিশোধ নিতে চায় না, অভিশাপ দেয় না—!

বসুদেব। আজ এসব কথা কেন কংস—?

কংস।···হাঁ, আজ। আজ আমি তাকে চাই। আজ আমি তাকে ব'লব···ভুলে যাও দিদি···ভুলে যাও···শুধু আজ স্মরণ কর···আমি তোমার সেই কংস। যার মুহূর্ত্তের অদর্শন তুমি সইতে পার্ত্তে না,—(অধীর হইয়া) খোল দ্বার···দ্বার খোল বসুদেব—সেই ভাই আজ সেই বোনকে দেখতে এসেছে, দ্বার খোল—দ্বার খোল—

বসুদেব। সে ঘুমিয়ে র'য়েছে। কতকাল সে ঘুমোয় নি···আজ সে ঘুমিয়েছে—

কংস। তাকে ডাকো—তাকে ডাকো—

বসুদেব। দেবতা তার চোখে হাত বুলিয়ে ঘুম এনে দিয়েছেন। সে ঘুম ভাঙাবার সাধ্য আমার নেই—

কংস। (চাপা গলায়) দেবকী—দেবকী—ভগিনী—

বসুদেব। বৃথা চেষ্টা—বৃথা চেষ্টা—

কংস। তুমি দ্বার খোল—দ্বার খোল—

বসুদেব। ঐ নিদ্রিত কারারক্ষীকে ডেকে তোল—

কংস। (আতঙ্কে) না—না—ওরা দেখবে—

বসুদেব। তুমি সম্রাট, চোর নও। দেখলে ক্ষতি?

কংস। সে হবে আমার মৃত্যু। অনুশোচনায়, মর্ম্ম-বেদনায় কংস কাতর···এ যদি আমার কোন ভৃত্য চোখে দেখে···তখনি—তখনি—হবে আমার মৃত্যু। আমি নিজেই দ্বার খুলবো—(খুলিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া) একি! (পুনরায় চেষ্টা, তাহাতেও ব্যর্থ হইয়া) আমি ভাঙ্‌ব—আমি পাহাড় চূর্ণ করেছি···আমি—আমি—(ব্যর্থ চেষ্টা) একি! একি! আমারি হাতে গড়া কারাগারে আমি প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্ব না!

বসুদেব। বুঝে দেখ কংস—এই পাষাণ-কারার লৌহ-দ্বার—তুমি একে যতদূর পার কঠোর ক'রেছ, কিন্তু কত কঠোর ক'রেছ, আজ বুঝে দেখ!

কংস। (পুনরায় চেষ্টা করিতেছিল···কিন্তু এবারও ব্যর্থ হইল) আমি পার্ছি না···কেন পার্ছি না—

দেবকীর স্বর শোনা গেল

দেবকী। তুমি পার্ব্বে না—

কংস। (মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতে করিতে) আমি পার্ব্ব—পার্ব্ব—

দেবকীর প্রবেশ—বুকে তাহার যোগমায়া

দেবকী। (কারা-দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) তুমি পার্ব্বে না।—কারাগারে আজ দেশের যত ধর্ম্মাত্মা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা··· কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ ক'রেছেন—কারাগার আজ পুণ্য-তীর্থ ! কারাগার আজ স্বর্গ ! তাই জগতের এই মহাতীর্থে ভগবানের এই স্বর্গে···পাতকী তুমি···তোমার প্রবেশ নিষেধ···সয়তান, তুমি বৃথা মাথা খুঁড়ে ম'র্ছ ! কিন্তু, কেনই বা এ চেষ্টা···আমাকে চাও ? আমি নিজেই বাইরে আসছি—ঐ লৌহ-দ্বার আর আমার পথ-রোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না···আমি আজ—আমি আজ—তাঁর জননী যিনি দুষ্কৃতের দমনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে জন্ম গ্রহণ ক'রে থাকেন—, আমার তপস্যায় এ-যুগেও আমারি গর্ভে আজ জন্মগ্রহণ ক'রেছেন—

বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন, লৌহ দ্বার সরিয়া গিয়া তাহার পথ করিয়া দিল।
কংস অভিভূতের মতো ধীরে ধীরে পশ্চাদপদ হইল

কংস। (দেবকীর ক্রোড়স্থ সন্তান দেখিয়া) তবে—সে—ঐ

দেবকী। ও আমার নয়—আমার নয়—

বসুদেব। সাবধান কংস, ঐ সন্তান নন্দের-নন্দিনী—বিশ্বের যোগমায়া—

কংস। সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য সানন্দে *মিথ্যাভাষণ ক'র্ছ···কিন্তু আমি ভুলব না, আমি কংস—*

রুখিয়া গিয়া দেবকীর ক্রোড় হইতে যোগমায়াকে তুলিয়া লইয়া ভূতলে সজোরে নিক্ষেপ— অমনি ঊর্দ্ধে অষ্টভুজা মহামায়া মূর্ত্তির আবির্ভাব

মহামায়া। "তোমারে বধিবে যে—
গোকুলে বাড়িছে সে !"

কংস। (কাঁপিতে কাঁপিতে) একি ! একি !

পরিচয় পত্রিকা

শ্রীবুদ্ধ			
বিম্বিসার	...	...	মগধাধিপতি
সুন্দরক	...	...	হৃতসর্ব্বস্ব শ্রেষ্ঠীযুবক
সুচিত্র	...	...	ভিক্ষু
অম্বা	...	...	বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা
পদ্মা	...	...	সুচিত্র-নন্দিনী (সুন্দরক পত্নী)

সংযোগস্থল সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর "বিলাস-কুঞ্জ"

দ্রষ্টব্য ঃ—অভিনয় কালে এই নাটকের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং পরিবর্ত্তিত হয়।

মুক্তির ডাক

দৃশ্য

শ্রেষ্ঠী ভবন। শাল-তাল-পিয়াল পরিবেষ্টিত দ্বিতল প্রাসাদের নিম্নতলে মাঝখানে উপবেশন কক্ষ। তাহার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন আর দুইটি কক্ষ। পশ্চাতে বিস্তৃত অলিন্দ। শেষোক্ত কক্ষ দুইটির দুইটি দরজা—একটি উপবেশন কক্ষে ও অন্যটি অলিন্দের সহিত যুক্ত। অলিন্দ হইতে দ্বিতলে যাইবার জন্য প্রশস্ত সোপান শ্রেণী। প্রাসাদের সম্মুখে পাষাণ বাঁধান আঁকা বাঁকা সরু পথের ধারে ধারে কুঞ্জবীথি।

গৃহস্বামী এক তরুণ শ্রেষ্ঠী যুবক
নাম "সুন্দরক"।
গৃহস্বামিনী এক কিশোরী
নাম "পদ্মা"।

প্রাসাদে কারুকার্য্যের অভাব নাই। বাসভবন হইলেও ইহা "বিলাস কুঞ্জ" নামে খ্যাত ছিল।

চৈত্রের সন্ধ্যারাত। পূর্ণিমার চাঁদ তাল পাতার ফাঁকে ফাঁকে সবে মাত্র জ্যোৎস্না ছড়াইয়াছে। দখিন হাওয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

ঐ প্রাসাদের নিম্নতলে একধারের একটি কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে এক পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশয়ানা পদ্মা।

পদ্মা বাতায়ন পথে,—মলয়-চঞ্চল তাল পত্রের আড়ালে আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতেছিলেন—আর গাহিতেছিলেন—

গান

মম ব্যর্থ জীবন গতিহীন।
কাঁদে বন্ধন মাঝে নিশিদিন॥
হেথা শূন্য দিগন্তর ঘেরি—
সদা মন্দ্রিত ক্রন্দন ভেরী
মম চিত্ত মুকুল ফুল কুঞ্জে
ব্যথা মর্ম্মরি নির্ম্মম গুঞ্জে,—
ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত প্রেম বঞ্চিত অন্তরে,
স্বপ্ন বিফল দুঃখ পুঞ্জে,—
গাহে আঁখিনীরে, ধীরে হৃদিবীণ॥

উপবেশন কক্ষে দর্পণ সম্মুখে তাঁহার স্বামী "সুন্দরক" প্রসাধন রত ছিলেন।
তাঁহার ভাব ভঙ্গীতে কি জানি একটা ব্যস্ততা লক্ষিত হইতেছিল

সুন্দরক। (প্রসাধনান্তে ধীরে ধীরে পদ্মার পাশে আসিয়া বসিয়া তাঁহার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে আনিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে)...পদ্মা।

পদ্মা। কি?

সুন্দরক। রাগ করেছ?

পদ্মা। (সুন্দরকের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াই মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন পথে তাকাইয়া)—রাগ করে লাভ?

সুন্দরক। (পদ্মার দেহলতার উপর হেলিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখোমুখী হইয়া) লাভ লোকসান বুঝিনে। রাগ করেছ কিনা সেইটে জান্‌তে চাই—

পদ্মা। (আনত চক্ষে, ধীর স্বরে) যাও আর বিরক্ত করো না—

সুন্দরক। (অবিচলিত ভাবে) আমি কি তোমার চক্ষুশূল?

পদ্মা নীরবে রহিলেন

সুন্দরক। তবে আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন পদ্মা?

পদ্মা তথাপি নীরবে রহিলেন

সুন্দরক। (পদ্মাকে ঝাঁকি দিয়া) বল-বল তোমায় বল্‌তে হবে—

পদ্মা। জানো আমার শরীর ভাল নয়—

সুন্দরক। তা আমি বৈদ্য ডেকে আনছি...এখনি আনছি...তোমার সিন্দুকের চাবিটা দাও।

পদ্মা। সিন্দুকের চাবি কেন?

সুন্দরক। বৈদ্যের দর্শনী, ঔষধের মূল্য...

পদ্মা। আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

সুন্দরক। ও...তুমি তবে আমায় বিশ্বাস কর্চ্ছনা?

পদ্মা। বহুবার যে ঠেকে শিখেছে...বিশ্বাস যদি আজ সে না কর্ত্তে পারে, তবে...

সুন্দরক। বটে! বেশ, তবে আমি খোলাখুলিই বলছি—আজ রাত্রেই আমার দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন—এ আমার চাই-ই চাই...না পেলেই হবে না।

পদ্মা। তা একথা আমাকে বলে লাভ?

সুন্দরক। এ অর্থ তোমাকেই দিতে হবে।

পদ্মা। (সবিস্ময়ে) আমাকে দিতে হবে ?

সুন্দরক। হাঁ।

পদ্মা। কেন ?

সুন্দরক। আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করেছি। শুধু আজ নয়—বহুদিনই করেছি—কিন্তু এতদিন সে তাতে কর্ণপাত করেনি—আজ আমার বহুভাগ্য যে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে সম্মত হয়েছে—এ অর্থ তার অভ্যর্থনার জন্য প্রয়োজন—

পদ্মা। কে সে যার অভ্যর্থনার মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ?

সুন্দরক। তুমি না হয় তা নাই শুনলে।

পদ্মা। মহারাজ বিম্বিসার ?

সুন্দরক। মহারাজ বিম্বিসার তার অভ্যর্থনার জন্য রাজ সিংহাসন দক্ষিণা দান করেন—

পদ্মা। কে সে ?

সুন্দরক। বুঝে দেখ কে সে। আজ এইরূপ এক মহা সম্মানিত অতিথির জন্য আমি তোমার নিকট হাত পাতছি। স্ত্রী তুমি···স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা কর—

পদ্মা। আগে বল কে সে ?

সুন্দরক। তবে দেবে ?

পদ্মা। হয়ত দেব—

সুন্দরক। তার নাম অম্বা—

পদ্মা। সেই বেশ্যা।

সুন্দরক। সেই বিশ্ব-বন্দিতা—

পদ্মা নীরব রহিলেন

দাও—

পদ্মা। সে তোমার অতিথি—আমার নয়। আমি দেব না।

সুন্দরক। কিন্তু আমি দেব কোথা হতে। চরিত্র দোষে আমি আজ কপর্দ্দকহীন—কিন্তু তোমাকে স্ত্রীরূপে পেয়েছি বলে আজো আমার লক্ষ্মীর সংসার—আমার বড় আশা, আমি নিরাশ হবনা—

পদ্মা। শুনেছিলাম অতি বড় সে কাপুরুষ··· সেও স্ত্রীধন গ্রহণ করেনা—

সুন্দরক। আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাইছি—পদ্মা! এ তোমায় দিতেই হবে—না দিলে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা—এ তুমি ঠিক জেনো।

পদ্মা। দেখ তোমার ঐ ভিক্ষা চাওয়ার অত্যাচার আমার আর সহ্য হয় না—

সুন্দরক। সহ্য না হলে কি কর্ব্বে!

পদ্মা। মর্ব্বে বসেছি—মর্ব্ব।

সুন্দরক। মুখের কথায়—যদি মরা যেত—তবে—

পদ্মা। মুখের কথা! তুমি কি বোঝনা যে আমি তিল তিল করে আজ জীবনের শেষ ধাপে পা বাড়িয়েছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে তুমি নিশীথে আমার পিতৃগৃহে অবৈধ প্রবেশের জন্য ধৃত হয়েছিলে—তোমার জীবন মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে তোমার অশ্রুভারাবনত সেই তরুণ মুখশ্রী দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার পর পিতার নিকট নতজানু হয়ে তোমার মুক্তি ভিক্ষা চেয়ে চোখের জলে পিতার সম্মতি আদায় করে যে দিন তোমার কণ্ঠে আমি বরমাল্য অর্পণ করেছিলাম—সেইদিন—সেইদিনই আমি আমার অজ্ঞাতেই বিষপান করেছি।—যাও, আর কথাতে কাজ নেই—তোমার উৎসবের সময় হয়ে এসেছে……(বাতায়ন পথে তাকাইয়া) কি সুন্দর ঐ জ্যোৎস্না!—না সহ্য হয় না।

অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন

সুন্দরক। যেতে বলছ ··যাচ্ছি। কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে না নিয়ে যে যেতে পারছি না পদ্মা—

পদ্মা। আমি এক কপর্দ্দকও দেব না—

সুন্দরক। দেবে না?

পদ্মা। কখখনো নয়।

সুন্দরক। (ক্রুদ্ধ হইলেও আত্মসংবরণ করিয়া) দেবে না?

পদ্মা। কি স্বত্বে তুমি আমার নিকট এ অর্থ দাবী কচ্ছ?

সুন্দরক। তবে শোন···লুকোচুরি করে লাভ নেই। সেই বিবাহ-বাসরে কি মন্ত্র পাঠ ক'রে তোমায় গ্রহণ করেছিলাম জানি না; কিন্তু যদি বিবাহই করে থাকি—তবে তোমার দেহ মনকে নয়—পিতার উত্তরাধিকারিণী রূপে তোমার ধনৈশ্বর্য্য যা কিছু ছিল···তাই! আমার সোজা কথা—

পদ্মা। (বিস্মিত হইয়া, পরে সহজভাবে) এই কথা; (পালঙ্ক হইতে উঠিয়া) তা এটা এতদিন আমায় মুখ ফুটে বলনি কেন?

সুন্দরক। অন্ততঃ তোমার পিতার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর, আমার

কথায়, কাজে, আমার ভাবে, ভঙ্গিমায় এ কথা তোমার আপনা হতেই বোঝা উচিত ছিল!

পদ্মা। তা বটে! হাঁ তবে,—না···আচ্ছা, আজকের মত তুমি যা চাইছ—আমি দিচ্ছি। কিন্তু, তার পর কি কর্ব্ব বলতে পারি না।—

অলিন্দ সংলগ্ন দ্বার পথে দ্বিতলে প্রস্থান

সুন্দরক। (প্রস্থানপরায়ণা পদ্মার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পদ্মা প্রস্থান করিলে পর) কি কর্ব্ব। উপায় নেই। সে যখন আমার নিকট স্বর্ণমুদ্রার এই দক্ষিণা চেয়েছে—আমাকে দিতেই হবে—আমি দেব। তাকে আমি আমার প্রণয় নিবেদন করেছি—সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পূর্ব্বে কতদিন নিমন্ত্রণ করেছি—সে গ্রহণ করেনি। আজ যখন আমার উপর তার অনুগ্রহ হয়েছে···সে অনুগ্রহ আমি বরণ কর্ব্ব···অন্ততঃ একটি রাত্রির জন্যও আমি সেই বিশ্ববাঞ্ছিতা নারীকে পূজা কর্ব্বার সৌভাগ্য ক্রয় কর্ব্ব। আমি তাকে যখন আমার অর্ঘ্য দান কর্ব্ব—সে কি সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে একটিবার চাইবে না? আমি তাকে যখন আমার নৈবেদ্য দান কর্ব্ব—সে কি আবেগে একটি গান গাইবে না?

বাহিরের দ্বারে মৃদু করাঘাত

সুন্দরক। (ত্বরিৎ পদে দ্বারদেশে যাইয়া)······কে?

(উত্তর আসিল···"আমি")

সুন্দরক। (বিচলিত হইয়া)—অম্বা?

(উত্তর আসিল)—"দোর খুলেই দেখ না—"

সুন্দরক। (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা—এস।

দ্বারোদঘাটন করিলেন—মহার্ঘ সাজসজ্জা ভূষিতা

বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা অম্বা প্রবেশ করিলেন

সুন্দরক। (সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সানুনয়ে) আমার একি সৌভাগ্য! বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—না?—আমি এখনি যাচ্ছিলাম—বড় কষ্ট দিয়েছি—

অম্বা। গৃহে নব যুবতী স্ত্রী—বিলম্ব যে হবে তা আমি জান্‌তাম। কাজেই ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্যথা সইনি—নিজেই চলে এলাম।

সুন্দরক। কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিরা···মহারাজ বিম্বিসার?

অম্বা। তাঁদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। তাঁরা এখন নেশায়

সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে পার্লুম···এক সিংহাসন রাজসভায়—আর এক সিংহাসন আমার শয়ন কক্ষে।

সুন্দরক। আর তোমার স্বামী? তাঁকে কি তুমি? হত্যা···?

অম্বা। না, প্রয়োজন হয় নি। যে মনোদুঃখে গৃহ ত্যাগ করে সে কৃপার পাত্র—হত্যার নয়।

সুন্দরক। অম্বা! স্ত্রীকে ভালবাসি কিনা জানি না—কিন্তু তবু আমি মুক্তকণ্ঠেই বলব—সে আমার সতী সাধ্বী স্ত্রী। আদর যত্ন সোহাগ,—সে আমার কাছে কিছুই পায়নি—যদি কিছু পেয়ে থাকে তবে সে শুধু নির্য্যাতন! তবু স্ত্রী হয়েও আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমার পাপ-প্রবৃত্তির ঘৃতাহুতির মূল্য এতদিন সেই-ই যুগিয়ে এসেছে—আজও—

পদ্মার প্রবেশ

পদ্মা।···না, আজ আর নয়।

সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন

সুন্দরক। ছিঃ পদ্মা···

পদ্মা। নির্লজ্জ! লম্পট! লজ্জা করে না—তোমার পিতৃ-পিতামহদের এই পুণ্যপূত দেবায়তনে এক বারবিলাসিনীকে···

অম্বা।···সুন্দরক—

চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল

সুন্দরক। সাবধান পদ্মা···। উনি অতিথি—অতিথির অপমান আমি সইব না।* ভাল চাও তো দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রেখে চলে যাও—

পদ্মা। আমি এক কপর্দ্দকও দেব না।

সুন্দরক। আবার···

পদ্মা। আবার নয়, সহস্রবার। আমি দেব না—

সুন্দরক। অবশ্য দিতে হবে। কেন তুমি দেবে না?

পদ্মা। তুমি না শুধু আমার বিভব সম্পদ বিবাহ করেছ? স্বীকার কর্লুম—অধিকার আছে তোমার তার উপর,—যেখান হতে পার তুমি তা গ্রহণ কর। কিন্তু যখন আমার দেহ মনকে বিবাহ কর নি, তখন আমার দেওয়া না দেওয়ার ইচ্ছার উপর তোমার কি হাত আছে?

সুন্দরক। এই কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য?

পদ্মা। আর একটা গণিকাকে স্ত্রীর পবিত্র অন্তঃপুরে এনে তার

সম্মুখে স্ত্রীকে চোখ রাঙ্গানই কি স্বামীর কর্ত্তব্য?—দূর করে দাও—দূর করে দাও ওকে—

বাহিরের দরজার প্রতি হস্ত নির্দ্দেশ করিলেন

অম্বা। (তাহার দুই চোখ হইতে আগুন বাহির হইতেছিল)—সুন্দরক—আমি না তোমার নিমন্ত্রিত অতিথি? তুমি কি আমাকে এই অপমানের জন্যই এখানে অপেক্ষা কর্ত্তে অনুরোধ করেছিলে?—বল—বল—

সুন্দরক। অম্বা! কিছু মনে কোর না। তোমারি এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত আমি এখনি কর্ব্ব। আজ আমি আমার এই প্রাসাদ-ভবন ঈশ্বর সাক্ষী করে তোমাকে নিবেদন করছি। আজ হতে আমি এর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করলুম! তুমি এই মুহূর্ত্ত হতে এ গৃহের অধিশ্বরী—আমায় ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা। (বিজয়দৃপ্তা হইয়া সগৌরবে পদ্মার প্রতি) এখন যদি তোমাকে আমার গৃহ হতে পদাঘাত করে দূর করে দিই?

পদ্মা। (অম্বার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) কি! এতদূর—বেশ! (সুন্দরকের প্রতি সহজ ভাবে) তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ?

অম্বা। যাঁর গৃহ—তিনি দিচ্ছেন বটে।

পদ্মা। স্বামী তুমি—, তুমি আমায় এই ঘৃণিত অপমান থেকে রক্ষা কর্ব্বে না? তোমার নিকট আমার মাথা রাখবার ঠাঁইটুকুও কি মিলবে না?

অম্বা। সে প্রার্থনা যদি এখন কারো কাছে কর্ত্তে হয় তবে ওখানে নয়—এইখানে—আমার কাছে—

পদ্মা। (তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া—সুন্দরকের প্রতি) তুমি আমার কথার উত্তর দাও—

সুন্দরক নীরব রহিলেন

অম্বা। উত্তর তুমি পেয়েছ।

পদ্মা। বেশ! তবে···

আর বাক্য স্ফুরণ হইল না—হঠাৎ ঘুরিয়া দ্বিতলের পথে চলিয়া গেলেন।
সুন্দরক ও অম্বা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—পরে অম্বা সে
স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন

অম্বা। ঠিক বলেছ সুন্দরক! এ নারী আমারই প্রতিবিম্ব। দেখে আমারই ভুল হয়েছিল···আমার চোখ ঝল্‌সে গিয়েছিল।

সুন্দরক। শুধু চোখে, মুখে, চেহারায় ও তোমার প্রতিবিম্ব নয়—তেজে, অভিমানে—ও তোমারই ছবি।

অম্বা। কিন্তু ওকে যে আমার জড়িয়ে ধর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে সুন্দরক! কৈ, সুরা কৈ?—সুরা আনো। আজ এ আমার দুঃখের রাত—কি আনন্দের রাত বুঝতে পাচ্ছি না!—আমায় তুমি মাতাল করে রাখ বন্ধু!

সুন্দরক। এস পালঙ্কে এসে বস—

তাঁহাকে পালঙ্কে লইয়া বসাইলেন

অম্বা। উঃ! আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। উঃ কি আলো—! কি দীপ্তি!

সুন্দরক। কোথায় অম্বা?

অম্বা। তার চোখে,—তার মুখে (সহসা প্রকৃতস্থ হইয়া)—না না, এই কক্ষে। উঃ, প্রদীপ নিবিয়ে দাও—নিবিয়ে দাও—

সুন্দরক। দিচ্ছি।

দীপ নির্ব্বাণ। বাতায়ন পথে সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোক কক্ষ পরিপ্লাবিত করিল

অম্বা। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! (বাহিরে চাহিয়া) তাই তো! (চন্দ্রের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে) চাঁদের মুখে কি আজ জয়ের হাসি? (হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সুন্দরক! সুরা আনো, বীণা আনো···ঐ লতাকুঞ্জে চল···(সুন্দরকের হাত ধরিয়া) আর—আর—বিম্বিসারকে একবার খবর দাও। শোন সুন্দরক—আজ রূপে, রসে, গানে, গন্ধে চাঁদের ঐ দীপ্ত গরিমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর্ব্ব।

গান

শুধু গাও ঢেলে দাও প্রাণে ভালবাসা।
জাগায়ে তোল প্রাণে আকুল পিয়াসা॥
যামিনী যে আজ উল্লাসে হাসে—
বিশ্ব বিহ্বল আনন্দে ভাসে—
বহে মন্দ সমীরণ মুগ্ধ ত্রিভুবন
কানন-কুসুম গন্ধে!—

আনো সুরা আনো শুধু নাচ গাও,
নিখিল চরাচর লুপ্ত করে দাও,—
জাগাও জীবন ছন্দে ;—
ঢেলে দাও যৌবন মিলন দুরাশা ॥

গাহিতে গাহিতে সুন্দরক সহ প্রস্থান

অলিন্দ পথে পদ্মা ও তাঁহার দাসীর প্রবেশ

পদ্মা। (দাসীর প্রতি) এই মুহূর্ত্তে আমার পিতৃভবনে গিয়ে এই পত্রখানি আমার বৃদ্ধা ধাত্রীর হাতে দাও—

পত্র লইয়া অভিবাদনান্তে দাসীর প্রস্থান

অন্য দ্বার পথে নৃপতি বিম্বিসারের প্রবেশ

বিম্বিসার। অম্বা! তুমি আমাকে নেশায় অজ্ঞান দেখে আমাকে ফেলে রেখে এখানে চলে এসেছ!

পদ্মা। (সবিস্ময়ে) মহারাজ!

বিম্বিসার। (সবিস্ময়ে) এ কি! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আজ এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঐ আলো-ছায়ার মাঝখানে একি এক অস্পষ্ট রহস্যে আবার তুমি সেই তরুণী মূর্ত্তিতে আমার চোখের সাম্‌নে উদয় হয়েছ অম্বা যেমন ঠিক চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে—

পদ্মা। এ কি মহারাজ! আপনিও আমার অপমান কর্চ্ছেন? এই বুঝি আপনার মনুষ্যত্ব? এই কি রাজধর্ম্ম?

বিম্বিসার। আজ আবার তোমার একি খেলা প্রেয়সী?

পদ্মা। রাজা—রাজা—আমি পরস্ত্রী—

বিম্বিসার। হাঁ, তা জানি—তুমি আজ সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর প্রিয়তমা প্রেয়সী। কিন্তু—

পদ্মা। এ কথা জেনেও আপনি আমার অপমান কর্চ্ছেন? হা ভগবান—

বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন

বিম্বিসার। (সবিস্ময়ে) কাঁদছ! সে কি!—কে তোমার অপমান করেছে?

পদ্মা। (আনত মুখে) কে না করেছে!

বিম্বিসার। তবু শুনি,—কে?

পদ্মা। শুনে আর কি হবে? প্রতিবিধান তার কি আছে? যখন মহারাজ…

বিম্বিসার। হাঁ, আমি রাজা, আমি বিচার কর্ব্ব!

পদ্মা নীরব রহিলেন

বিম্বিসার। বল—আমি বিচার কর্ব্ব…

পদ্মা। কর্ব্বেন?

বিম্বিসার। শপথ কর্চ্ছি, কর্ব্ব। বল—কে?

পদ্মা। প্রথম—সুন্দরক।

বিম্বিসার। সাক্ষী?

পদ্মা। ঈশ্বর—

বিম্বিসার। কোথায় সে?

অম্বা ও সুন্দরকের প্রবেশ

দীপ জ্বলিয়া উঠিল

পদ্মা। ঐ—

সুন্দরক। কে?

বিম্বিসার। আমি। এ কি! এ আবার কি! তুমি অম্বা—ওর সঙ্গে—(পদ্মার পানে তাকাইয়া) তবে—তাইতো!—একি?

অম্বা। কে? রাজা?

বিম্বিসার। হাঁ, রাজা। কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? এও কি সম্ভব?

পদ্মা। বিচার যে সম্ভব নয়—রাজা শপথের যে কোনও মূল্য নেই—তা আমি জানতুম রাজা…।

বিম্বিসার। (পদ্মার পানে তাকাইয়া) না, না, আমি বিচার কর্ব্ব—সত্য বিচার কর্ব্ব। তোমার চোখের জল এখনও জ্বল জ্বল করছে…আমি ও জল মুছে দেব।—কেন জানিনে, আমার মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার—তুমি আমার—

পদ্মা। (বিম্বিসারের কথা শেষ না হইতেই তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া)—প্রজা—নিঃসহায়া, নির্য্যাতিতা প্রজা।

বিম্বিসার। হাঁ, আমি [illegible] পিতৃতুল্য রাজা…আমি বিচার কর্ব্ব।—শোন সুন্দরক—আজ হতে তুমি আমার রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত।

অম্বা। (উন্নত গ্রীবায় দৃপ্ত কণ্ঠে) কেন ?

বিম্বিসার। বিচার।

অম্বা। (শ্লেষপূর্ণ স্বরে) —বিচার ?

বিম্বিসার। বেশ !—না হয় রাজ-আজ্ঞা।

অম্বা। (চোখ রাঙ্গাইয়া) —রাজা, সাবধান —

বিম্বিসার। কাকে চোখ রাঙ্গাচ্ছ অম্বা ?

অম্বা। তোমাকে।

বিম্বিসার। (গম্ভীর স্বরে) কি স্পর্দ্ধায় ?

অম্বা। (ধীর স্থির স্পষ্টস্বরে) তোমার উপর আমার অধিকারের স্পর্দ্ধায়—

বিম্বিসার। (উত্তর শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। পরে ধীর গম্ভীর স্বরে) ঠিক্। তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি না।—কেমন করে কর্ব্ব ! আজ পর্য্যন্ত আমার ক্ষীণ রাজশক্তিকে তুমিই তোমার কৃপা-দত্ত অর্থে পুষ্ট ক'রে রেখেছ। তোমার ঘৃণ্য দানের উপরই আমার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। তুমি তোমার রূপ যৌবন দিয়ে আমার শত্রু মিত্র সবাইকে বশীভূত করে রেখেছ।—কিন্তু আর নয়। পাপ যথেষ্ট হয়েছে। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার জন্য আহ্বান এসেছে। এখন এই ঘৃণ্য কলুষিত রাজত্ব ত্যাগ করে আমাকে সেই আহ্বান মান্য করতে হবে।

অম্বা। (বিদ্রূপ স্বরে) প্রায়শ্চিত্তের আহ্বান এসেছে ?—কোথা থেকে এলো ?—কে আনলো ?

বিম্বিসার। (হঠাৎ পদ্মার হাত ধরিয়া)—এনেছে এই বালিকা। অম্বা এই নাও তোমার দান—আমার রাজদণ্ড—

সুন্দরক। মহারাজ ! এ কি !

পদ্মা। (সুন্দরকের প্রতি) পুরুষ হয়ে তুমি জন্মেছিলে কেন ? যদি পুরুষ হয়ে জন্মেছিলে—তবে বিবাহ করে এক স্ত্রীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলে কেন—কাপুরুষ ?

অম্বা। (বিম্বিসারের প্রতি) বিম্বিসার—তুমি যা বলছ—আমাকে কি তা সত্য বলে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে ? আমি পরিহাস ভালবাসি না রাজা—

বিম্বিসার। আর রাজা নই—সে স্বপ্ন ভেঙ্গেছে। এই মুহূর্ত্তে আমি রাজদণ্ড ত্যাগ করছি।

অম্বা। তবে কি আমি এই বুঝব যে—এই বালিকার জন্য—আমার এ রাজ্য তুমি ত্যাগ করছ ?

বিম্বিসার। (অবিচলিত ভাবে) হাঁ,—কচ্ছি।

অম্বা। বুঝে দেখ, জীবনের কতখানি ইতিহাস এর সঙ্গে জড়ানো—কত যুদ্ধ, কত আত্মত্যাগ—

বিম্বিসার। অন্ধনারী—তুমি বুঝে দেখ। আমি ঠিক্ বুঝেছি—ঠিক ধরেছি।

অম্বা। (অবিচলিত স্বরে, দৃঢ় হৃদয়ে) কাপুরুষ—তবে দাও, রাজদণ্ড আমার হাতে দাও—

বিম্বিসার। নাও—(অম্বার হাতে রাজদণ্ড তুলিয়া দিলেন। পরে পদ্মাকে কহিলেন)—এস লক্ষ্মী—আমার সঙ্গে এস।

অম্বা। সাবধান বিম্বিসার! এখনও সংযত হও। রক্ষী—

রক্ষিগণের প্রবেশ

(পদ্মাকে দেখাইয়া) ঐ নারীকে বন্দী কর (রক্ষিগণ ছুটিয়া যাইয়া পদ্মাকে শৃঙ্খলিত করিল) (বিম্বিসারের প্রতি) রাজা! এইবার পার ত ঐ নারী—যার জন্য রাজত্ব ত্যাগ কর্লে—তোমার সঙ্গে নাও।—চলে এস—সুন্দরক।

সুন্দরকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অলিন্দ সংলগ্ন দ্বিতলের সোপান শ্রেণীতে পা দিলেন

বিম্বিসার। জান না—জান না অম্বা তুমি কি কর্চ্ছ! উন্মাদিনী—এখনও নিবৃত্ত হও—নইলে একদিন এর জন্য তোমাকে অনুতাপ কর্ত্তে হবে।

অম্বা। (মুখ ফিরাইয়া, বিম্বিসারের কথা শুনিলেন—শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বিম্বিসারের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন)—অনুতাপ! (শ্লেষ হাস্যে) প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে বন্দী কর্ব্ব—তার জন্য অনুতাপ!—অনুতাপ কর্ব্বে সে—যে নূতন প্রেমের পূর্ণপাত্র মুখে ধরেও পান কর্ত্তে পারল না!

বলিয়াই পুনরায় সগর্ব্বে উপরে উঠিতে লাগিলেন

বিম্বিসার। দাঁড়াও প্রগল্ভা নারী। এখনো বলছি সাবধান্।—বরং আমায় বন্দী করে এই বালিকাকে মুক্ত করে দাও—শোন—

অম্বা। (বিম্বিসার কথা বলিতেই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কাণ পাতিয়া তাহা শুনিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতেই দুই ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন) বটে! এত প্রেম! এত দরদ! (সহসা সাম্রাজ্ঞীর মত আদেশসূচক স্বরে)—সুন্দরক! আমার হাতে এই রাজদণ্ড—এই রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মগধের অধিশ্বরী আমি—আমি আদেশ কর্ছি—ঐ কুক্কুরীকে এখনি হত্যা করে আমার নিকট ওর ছিন্নশির নিয়ে এস।

আদেশ দিয়াই সদর্পে উপরে উঠিতে লাগিলেন।

সুন্দরক। আমি হত্যা করব?

অম্বা। (ঘুরিয়া) হাঁ, তুমি।—যাও, নিয়ে যাও—ছিন্নশির—ছিন্নশির—আমি ওর ছিন্নশির চাই—

প্রস্থান

স্তম্ভিত ভাবে সুন্দরক যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।
রক্ষিগণ শাণিত ছুরিকা কোষমুক্ত করিল

বিম্বিসার। (চীৎকার করিয়া) অম্বা—অম্বা!—আদেশ প্রত্যাহার কর! ফের—ফের, দেখে যাও কক্ষগাত্রে কার ঐ চিত্র! তার পর পার ত আদেশ কোরো। অম্বা—অম্বা দেওয়ালের এই ছবির দিকে তাকাও, দেখ কার ঐ প্রতিমূর্ত্তি···দেখে, তার পর আদেশ কোরো—

পদ্মা। (কক্ষগাত্রে সংলগ্ন প্রতিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া) বাবা—বাবা—আজ তোমার কন্যা আর জামাতাকে দেখে তোমার ছবি হেসে উঠেছে—না—চোখের জল ফেল্ছে?
(সহসা সুন্দরকের প্রতি) তুমি কি বল স্বামী?

সুন্দরক। (সুন্দরক এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিয়া বিচলিত হইলেন, রক্ষিগণের প্রতি কহিলেন)—ক্ষণেক অপেক্ষা কর (এই বলিয়াই দ্রুত উপরে উঠিতে লাগিলেন—কিন্তু মাত্র দুই ধাপ উঠিয়াই পরে ঘুরিয়া নামিয়া একেবারে পদ্মার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন) পদ্মা—একটা কথা—শুধু একটা কথা—

পদ্মা। বল—

সুন্দরক। বিবাহ-বাসরে যেরূপ পরিপূর্ণ নির্ভরে আমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করেছিলে, আজো কি তেমনি অকম্পিত অবিচলিত হৃদয়ে আমার নিকট আত্ম-সমর্পণ কর্ত্তে পার?

পদ্মা। আমার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আজ আবার সে কথা কেন?

সুন্দরক। কথা কয়ো না—পার তুমি?

পদ্মা। জীবনে যদি তোমার হাত ধর্ত্তে পেরেছিলাম তবে মরণে পার্‌বনা কেন স্বামী—?

সুন্দরক। চুপ্! আর কথাটি কয়ো না—চলে এস—(রক্ষিগণের প্রতি) আমার অনুসরণ কর—

বিম্বিসার ব্যতীত সকলে বাহিরের দুয়ার দিয়া প্রস্থান করিলেন

বিম্বিসার। (মুখ নত করিয়া কি ভাবিলেন—পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া প্রতিমূর্ত্তির পানে তাকাইয়া)···হে ক্ষমাশীল মহাপুরুষ—তুমি আমায় ক্ষমা কোর না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও।—আমার সকল বীভৎসতা, সকল ব্যভিচার তোমার ঐ প্রতিমূর্ত্তির মধ্য দিয়ে তোমার মর্ম্মস্পর্শ করেছে—তবু তুমি মূক—স্থির—অচঞ্চল—। তোমার এ ক্ষমার দয়া যে আর সইতে পারি না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও যে—(সোপানে পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া)—কে?

ধীরে ধীরে অম্বা সোপান পথে অবতরণ করিতেছিলেন

অম্বা। মগধের রাজরাণী। বিম্বিসার—

বিম্বিসার। আদেশ কর—

অম্বা। আদেশ কর! এতদূর!—ভালো, পার্ব্বে আদেশ পালন কর্ত্তে?

বিম্বিসার। যে এতদিন আদেশ করে এসেছে সে আদেশ পালন কর্ত্তেও শিখেছে। কি আদেশ বল--

অম্বা। বেশ, আদেশ কর্ব্ব···কিন্তু এখন নয়,—একটু পরে—আগে তার ছিন্ন শির আসুক—

বিম্বিসার। (নতজানু হইয়া) আমার একটি অনুরোধ রাখ—এখনো তারা বধ্যভূমিতে পৌছেনি—সে বালিকা, সম্পূর্ণ নিরপরাধ—আমি সমস্ত তোমাকে খুলে বল্‌ব—কিন্তু আগে তার প্রাণভিক্ষা দান কর—তোমার আদেশ প্রত্যাহার কর···আমি মুক্তির বারতা নিয়ে অশ্বারোহণে ছুটে যাই···

অম্বা। অম্বা যা একবার আদেশ করে তা আর প্রত্যাহার করে না। আর. হত্যা এতক্ষণ শেষ।—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই শোণিত

উৎস দেখতে পাচ্ছি—কি রক্ত! কি রং! কি লাল! বিম্বিসার ও তো রক্ত নয়…ও যে আগুন…সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও—আগুন আমাদের গ্রাস কর্ত্তে আস্ছে—

বিম্বিসার। নারী…তোমার এই অবিবেচনার জন্য তোমাকে জীবন ভ'রে অনুশোচনা কর্ত্তে হবে—আর সে অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছে—

অম্বা। মিথ্যা কথা। অনুশোচনা নয়—এ আমার জয়োল্লাস! হাঃ হাঃ হাঃ। অকৃতজ্ঞ রাজা! স্পর্দ্ধা তোমার, আমার সম্মুখে ঐ বালিকাকে…ওঃ মানুষের স্মৃতি কি এতই ক্ষীণ—তার চিত্ত কি এতই দুর্ব্বল? বিম্বিসার—, আজ একবার—শুধু একবার; মনে কর দেখি তোমার শৈশবের সাথী—সেই স্বরূপাকে—মনে পড়ে?

বিম্বিসার। না পড়ার কারণ ত কিছু দেখি না।

অম্বা। তার পর, স্বরূপা যখন কিশোরী হ'ল তখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হবে শুনেই সে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দূর বনান্তে পালিয়ে যাবার জন্য নিশীথে এসে তোমার দুয়ারে করাঘাত করেছিল—মনে পড়ে? সে দিনও চাঁদনী রাত ছিল—

বিম্বিসার। মনে পড়ে। আমি দুয়ার খুলতেই তুমি মূর্ত্তিমতী জ্যোৎস্নার মত আমার কক্ষখানি উদ্ভাসিত করে দিলে—

অম্বা। তোমার সিংহাসন লাভের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী,—তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পক্ষীয় সভাসদগণকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত কর্ত্তে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল—তা তোমার না থাকায় তুমি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সেই রাত্রে চোখের জল ফেলেছিলে—মনে আছে?

বিম্বিসার। আছে।

অম্বা। (শ্লেষহাস্যে)—আছে? তার পর বুঝি আর কিছু মনে নাই?

বিম্বিসার। কেন থাক্‌বে না—অম্বা? তুমি আমার চোখের জল সইতে পার্ত্তে না—সেদিনও পারনি। তুমি আমার চোখের জল মুছে দিয়ে বলেছিলে অর্থের জন্য আমার কোন ভাবনা নেই।

অম্বা। তুমি তখন অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলে—ভেবেছিলে—এক হৃতসর্ব্বস্ব বণিকের কন্যার মুখে ও-কথা—শুধু একটা মিথ্যা আশ্বাস মাত্র! যাক্—তার পর কি হ'ল?

বিম্বিসার। তার পর—না, সে কথা থাক্।

অম্বা। না-না—থাকবে কেন? আজ নূতন প্রেমের আস্বাদ পেয়ে

সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? তবে আমি বলি—তুমি শোন।—তার পর সেই প্রৌঢ় ধনকুবের সুচিত্র শ্রেষ্ঠীকে হঠাৎ আমি বিবাহ কর্ত্তে সম্মত হলুম। তখন সকলের চেয়ে বিস্মিত হয়েছিলে তুমি—রাগ করে আমার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে আর দেখাই করনি—

বিম্বিসার। কখনই যদি আর না করতুম।

অম্বা। (শ্লেষহাস্যে) কেন? কেন বিম্বিসার?

বিম্বিসার। তবে আজ বিবেকের এই দারুণ কষাঘাত হতে রক্ষা পেতুম।

অম্বা। (শ্লেষপূর্ণ স্বরে) কিন্তু—সিংহাসন—

বিম্বিসার। তুচ্ছ সিংহাসন—যার জন্য—

অম্বা। যার জন্য,—বল—বল—

বিম্বিসার। যার জন্য এক পত্নীকে দিয়ে তার পতির পূর্ণভাণ্ডার শূন্য করতে কোন বাধা দিইনি—বরং আনন্দিত হয়েছি।

অম্বা। বিম্বিসার——

বিম্বিসার। শুধু তাই নয়, যার জন্য সেই পত্নীগত প্রাণ স্বামী—তাঁর সহধর্ম্মিণীর এই নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা দেখে অভিমানে তাঁর সাধের সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিল!

অম্বা। বিম্বিসার···

বিম্বিসার। হাঁ, তুমি সেই পাপিষ্ঠা স্বরূপা—যে তোমার স্বামীর সেই প্রব্রজ্যা কালে আমার এক জারজ কন্যা গর্ভে ধারণ করেছিলে—তার পর ভগবান বুদ্ধের আদেশে তোমার স্বামী যখন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হলেন—তখন তাঁর ভয়ে সেই কন্যাকে বৃদ্ধা ধাত্রীর ক্রোড়ে ফেলে নির্ম্মমা রাক্ষসীর মত কুলত্যাগ করে পরে—'অম্বা' নামে রূপ যৌবনের পসরা নিয়ে গণিকা বৃত্তি অবলম্বন করেছিলে—

অম্বা। নির্লজ্জ বিম্বিসার! কুণ্ঠা হল না তোমার ও কথা বলতে? (হঠাৎ তাঁহার মুখোমুখী হইয়া) ভালো—কার জন্য আমি আমার দেহ বিক্রয় করেছিলাম?

বিম্বিসার। স্বীকার করি—তুমি নগরের সকল ধনবান শ্রেষ্ঠী যুবকের রক্ত-শোষণ করে ধনরত্নে আমার দীন ভাণ্ডারই পূর্ণ করে এসেছ—কিন্তু তবু···

অম্বা। (রোষে ও ক্ষোভে) কিন্তু, তবু দুঃখ এই যে তোমার প্রতি আমার আজীবন একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিদানে আজ তুমি আমাকে ঘৃণায়

পরিত্যাগ করেছ! বিম্বিসার—বিম্বিসার—আমার আত্মার সেই একনিষ্ঠ সতীত্বের অপমান কর্ত্তে তোমার আজ এতটুকুও দ্বিধা দেখলুম না—কিন্তু বারাঙ্গনা হলেও আমি নারী—আমার সতীত্ব—সে কি এতই তুচ্ছ?

বিম্বিসার। সতীত্ব! তোমার সতীত্ব!

অম্বা। হাঁ, আমার সতীত্ব…চমকে উঠোনা রাজা। সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম্ম নয়—আত্মার একনিষ্ঠাই তার প্রকৃত প্রাণ। শৈশবে আর সকল খেলার সাথী ছেড়ে যার সঙ্গে খেলা কর্ত্তে ছুট্‌তাম—কৈশোরে আর সকলের প্রণয় উপেক্ষা করে যাকে ভাল বেসেছিলাম—যৌবনে পরস্ত্রী হয়েও যাকে আমার জীবন-মন ইহকাল পরকাল কায়মনোবাক্যে নিবেদন করেছিলাম—আমার সেই একমাত্র আরাধ্য দেবতার মুখে হাসিটি দেখবার জন্য,—আমার সেই হৃদয়েশ্বরকে রাজ্যেশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত করবার জন্য—আমি কি না করেছি! আমি আমার ঘৃণিত এক প্রৌঢ়ের গলে বরমাল্য দান করেছি—সিংহাসন ক্রয় করিবার জন্য সেই স্বামীর ধনাগার লুণ্ঠন করেছি—পরে তাঁকে লক্ষ্মীর সংসার হতে বিতাড়িত করেছি। তার পর—সিংহাসন সুদৃঢ় কর্ব্বার জন্য অগণিত অর্থের প্রয়োজন দেখে আত্ম-সম্মান, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে হাস্যমুখে এই দেহ…এই রূপ-যৌবন বিক্রয় করে কত পশুর রাক্ষসী ক্ষুধা তৃপ্ত করেছি! যখন দুঃখে হাসি পেয়েছে—তখন অভিমানের অশ্রু চোখ হতে জোর করে নিংড়ে বের কর্ত্তে হয়েছে! যখন কষ্টে কান্না পেয়েছে—তখন অট্টহাস্যে তাদের সুখী কর্ত্তে হয়েছে! এই যে নরকের যন্ত্রণা—কেন? কার জন্য?—কেমন করে এ ব্যথা আমি সয়ে থাকি?—কার হাস্যমুখের দীপ্ত ছবিখানি হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে এঁকে কষ্টকে কষ্ট মনে করি না—দুঃখকে উপেক্ষা করি? বল—বল বিম্বিসার—কে—সে?

বিম্বিসার। সে কি জীবনের এক মুহূর্ত্তের তরেও ভুলেছি—অম্বা?

অম্বা। (চীৎকার করিয়া) তুমি ভুলেছ—তাই আজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ—"তোমার সতীত্ব! সে কি!" তাই আজ আমার ধ্রুবতারার মত একনিষ্ঠ—প্রেম নিয়েও আমি অসতী, আর—সুন্দরকের সেই কুলবধূ মনে মনে তোমাকে আত্মসমর্পণ করেও সতীত্বের ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে স্বর্গ লাভ কর্ত্তে গেছে!

বিম্বিসার। সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেনি—করেছে তার নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট। অবলীলাক্রমে সে তার জন্মদাতা পিতাকে ফেলে তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল—তার শাণিত ছুরিকা বুকে পেতে নিতে—

অম্বা। তার পিতা! তার পিতা এসে পড়েছেন? কোথায় তিনি?

বিম্বিসার। এইখানে—

অম্বা। এইখানে?

বিম্বিসার। এই কক্ষে—

অম্বা। এই কক্ষে?—বিম্বিসার, তুমি কি জ্ঞান হারিয়েছ?

বিম্বিসার। জ্ঞান আমি হারাইনি—হারিয়েছ তুমি। হারিয়েছে সেই মা—যে তার নিজের গর্ভের সন্তানকেও চিনতে পারে না।

অম্বা। বিম্বিসার—তার অর্থ?

বিম্বিসার। প্রথমে তার পিতাও চিনতে পারেনি। আজ এই কক্ষে জ্যোৎস্নালোকে প্রথমে সে যখন তাকে দেখেছিল তখন তার মনে হয়েছিল—সেই মেয়ের মা-ই বুঝি চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বকার মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর পিতা তার প্রকৃতিগত কাম-দৃষ্টিতে ভ্রান্ত হয়ে তাকেই আলিঙ্গন কর্ত্তে ছুটে গিয়েছিল—ওঃ তার পর—

অম্বা। সে কি! তার পর?

বিম্বিসার। তার পর, কিছুক্ষণ পরে তার মা এই কক্ষে এলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি মুখ ফিরাতেই কক্ষগাত্রে ঐ প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পেলুম—

প্রতিমূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিলেন

অম্বা। প্রতিমূর্ত্তি!

প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া

এ কি! এ যে সুচিত্র! হাঁ, তাইত ঐ তো তাঁর সেই ক্ষমাময়—বৈরাগ্যময় চক্ষু—(চীৎকার করিয়া) বিম্বিসার—বিম্বিসার—পদ্মা তবে আমারই মেয়ে? আমি তবে নিজের গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছি! তুমি কি করেছ? তুমি কি করলে? এ কথা তুমি পূর্ব্বে আমায় বল্‌লে না কেন?

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন

বিম্বিসার। তার মুখের উপর আমি তাকে জারজ বলে পরিচিত কর্ত্তে পারি না অম্বা!

অম্বা। (হঠাৎ উঠিয়া) ছিন্ন শির! ছিন্ন শির! কোথায় তার ছিন্ন শির?

বিম্বিসার। তার স্বামী তোমাকে খুসী কর্ব্বার জন্য নিজ হাতে তা তোমার চরণে ডালি দিতে নিয়ে আস্‌ছে।

অম্বা। পালাই—পালাই—না—কোথায় সুন্দরক…কোথায় সে ?

উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থানোদ্যম

সুচিত্রের প্রবেশ

সুচিত্রকে দেখিয়াই অম্বা থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন

সুচিত্র। (অম্বাকে) আপনিই কি আর্য্যা অম্বা ?

অম্বা প্রশ্ন শুনিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন

বিম্বিসার। আপনার অনুমান সত্য !

সুচিত্র। (অম্বার প্রতি) বেণুবনে বসে আমার কন্যার ধাত্রীর হাতে তার লেখা একখানা চিঠি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। তাতে সে আমাকে জানিয়েছে যে তার স্বামী আপনাকে গৃহস্বামিনী করে তাকে গৃহনির্ব্বাসিতা করেছে। কোথায় সে ? সে যে আমার বড় স্নেহের—বড় কষ্টের ধন। দয়া করে বলুন কোথায় সে—

অম্বা। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই) বিম্বিসার—বিম্বিসার—কোথায় সে ?

সুচিত্র। (বিম্বিসারের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—পরে রাজকে চিনিতে পারিয়া) মহারাজ ! আপনি ! এখানে !

বিম্বিসার। আর আমি মহারাজ নই। ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ! আজ রাজ্য নয়—আজ আমি শুধু শান্তি চাই—শান্তি চাই—যে শান্তি আপনার ঐ ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ভাস্‌ছে—ঐ শান্তির এক কণা আমি ভিক্ষা চাই। পাবো ? ভিক্ষুবর ; বলুন পাবো ? জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—দেহ মন জ্বলে গেল—

রাজপথ দিয়া সশিষ্য বুদ্ধদেব বেণুবনে গমন করিতেছিলেন। শিষ্যগণের জয়ধ্বনি ঠিক এই সময়ে শোনা গেল।—সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

সুচিত্র। (সেই ধ্বনিতে যোগ দিলেন) "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !"

বিম্বিসার। (সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন) "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

সুচিত্র। (রাজাকে জয়ধ্বনিতে যোগদান করিতে দেখিয়া—চমকিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া বাহিরের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে) 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।'

বিম্বিসার। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

বিম্বিসার। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র। (বিম্বিসারকে) বুঝেছি—তবে আপনারও ডাক এসেছে। তবে চলুন রাজা—ভগবান সশিষ্যে বেণুবনে চলেছেন—সেখানে গিয়ে একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করি।

বিম্বিসার। চলুন—শীঘ্র চলুন—

সুচিত্র। (অম্বার প্রতি) পদ্মা কোথায়—বলুন, শীঘ্র বলুন—আমার যে আর দাঁড়াবার সময় নেই!

অম্বা। (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল)

সুচিত্র। ওকি আর্য্যে ?

বিম্বিসার। ভিক্ষুবর সংক্ষেপে শুনে রাখুন—সে স্বর্গে।

সুচিত্র। (স্তম্ভিত হইয়া পরে প্রশান্ত ভাবে)—যাক্ আজ তবে মুক্তি। প্রথম যখন ভগবানের চরণতলে আশ্রয় নিলুম—কিছুদিন পরে ভগবান বল্লেন—'সংসারে তোমার প্রয়োজন হয়েছে—গৃহে যাও।' দুই বৎসর পরে গৃহে যেয়ে দেখি আমার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে; আমার গৃহে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সেই মাতৃহারা শিশুকে ভগবানের দান মনে করে, ফেলতে পারলুম না—কি কষ্টেই না তাকে আমার লালন পালন কর্ত্তে হল—তার পর সে বিবাহ-যোগ্যা হলে তাকে তারই মনোনীত স্বামীর হাতে সমর্পণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলুম—কিন্তু মায়ামুক্ত হতে পারিনি। আজ আমার জীবনের সেই একমাত্র স্নেহ বন্ধন খসে গেল!···

সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন—পরে সুচিত্র সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন

চলুন মহারাজ—

ধীর পাদবিক্ষেপে উভয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অম্বা বিম্বিসারকে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন

অম্বা। বিম্বিসার, দাঁড়াও।

বিম্বিসার এবং সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

(বিম্বিসারের প্রতি) তুমি আমার আদেশ পালন কর্বে বলেছিলে—সেই আদেশ আমি এখন কর্ব।

বিম্বিসার। এখন! এখন যে তুমি আদেশ কর্বে শুনে ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্ছে অম্বা—

অম্বা। তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর—

বিম্বিসার। হুঁ। বেশ···কি আদেশ?

অম্বা। এই রাজদণ্ড গ্রহণ করে আমায় মুক্তি দাও—

বিম্বিসার। (নতজানু হইয়া) অম্বা—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা। (অবিচলিত হৃদয়ে দৃঢ়স্বরে)—নাও, আমার আদেশ, নাও—

বিম্বিসার। (উঠিয়া) কিন্তু—

অম্বা। আর কিন্তু নেই।—নাও আমার আদেশ পালন কর—

বিম্বিসার। (রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া) তবু—

অম্বা। বৃথা অনুনয়। নৃপতি বিম্বিসার—তুমি তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আমাকে দিয়ে আমার কন্যাকে হত্যা করিয়েছ—এ তারি প্রতিশোধ—

পৈশাচিক হাস্য

হাঃ হাঃ হাঃ! (পরে হঠাৎ শান্ত হইয়া) চলুন ভিক্ষুবর—

সুচিত্র। কোথায়?

অম্বা। যেখানে আপনি চলেছেন।

সুচিত্র। আমি বেণুবনে যাচ্ছি।

অম্বা। আমিও বেণুবনে যাব।

সুচিত্র। বেণুবনে?

সুচিত্র। কেন যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অম্বা। রাজা বিম্বিসার যাচ্ছিলেন কেন?

সুচিত্র। বোধ হয় তাঁর আহ্বান এসেছিল—

অম্বা। আমারও আহ্বান এসেছে। শুধু একজনের আহ্বান নয়—দুজনের। আমার ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য স্বর্গ হতে ডাকছে পদ্মা—

আর স্বর্গ কি নরক জানি না—সেখান হতে মায়াবিনীর স্বরে ডাকছে সুরূপা। কোথায় যাব ঠিক করতেই বেণুবনে চলেছি।

সুচিত্র। একি! তবে তুমিই সেই···এতক্ষণে বুঝলুম। হুঁ—এমন পরীক্ষায় আর কখনো পড়িনি। (কি ভাবিলেন—পরে অবিচলিত চিত্তে) —বেশ, এসো।

বিম্বিসার। শুনুন ভিক্ষুবর—আজ আমার নবজীবনের সূত্রপাত। তাকে পুণ্য-পূত কর্ত্তে চাই—ভগবান তথাগতের মঙ্গলাশীষ। আমি তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ কর্ছি—

সুচিত্র। বেশ—আমি তাঁর নিকট যেয়ে এ নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন কর্ছি—তিনি বোধ হয় সশিষ্যে এই গৃহের সম্মুখেই এসে পড়েছেন। তবে আমি আসি—

অম্বা। (বিম্বিসারের প্রতি) আমিও আসি রাজা।

উভয়ের প্রস্থান

বিম্বিসার তাঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন ; পরে তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তাঁহাদিগকে দেখা যায় কি না দেখিবার জন্য বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন

অলিন্দ সংলগ্ন দ্বার পথে সুন্দরকের প্রবেশ

সুন্দরক। রাজা—অম্বা কই ?

বিম্বিসার। (চমকিয়া উঠিয়া)—কে—সুন্দরক? পদ্মা···(মুখ ঘুরাইয়া) না, যাও, তুমি আমায় মুখ দেখিয়ো না—যাও—দূর হও—

সুন্দরক। (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া) হাঁ, যাব, কিন্তু একটু প্রয়োজন আছে। একবার অম্বার সঙ্গে দেখা করে তবে যাব।

বিম্বিসার। (তাঁহার দিকে না তাকাইয়া) আমার সম্মুখে তার ছিন্ন শির বের কোরোনা—সাবধান, যাও সেই রাক্ষসীর চরণে ডালি দিয়ে এস—

সুন্দরক। রাজা—রাজা—আমি সেই রাক্ষসীর চরণে ছিন্ন শির ডালি দেব বলে এসেছি।—তবে সে ছিন্ন শির পদ্মার নয়—আমার।

বিম্বিসার। সে কি!

সুন্দরক। রাজা—যে প্রাণে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতুম—সে প্রাণকে সে-ই একদিন মৃত্যুর দুয়ার হতে ফিরিয়ে এনেছিল—তার-ই দেওয়া প্রাণে তাকে আঘাত কর্ব্বার কতটুকু শক্তি থাকে রাজা? আমি তাকে হত্যা করিনি। রাজ-আজ্ঞা অমান্য করে তাকে আমি মুক্তি

দিয়েছি। মুক্তি দিয়ে ফিরে এসেছি। রাজ-আজ্ঞা অমাত্যের জন্য— শাস্তি স্বরূপ এই লম্পট হতভাগ্যের ছিন্নমুণ্ড তাঁর চরণে ডালি দিতে।

বিম্বিসার। বটে, বটে, সুন্দরক (ছুটিয়া সুন্দরকের হাত ধরিয়া) সে বেঁচে আছে ? তবে সে বেঁচে আছে ?

সুন্দরক। শুধু বেঁচে নেই—জীবনে রসে ভরপুর হয়ে আছে। ঐ বুদ্ধদেবের শিষ্য দলের আগে আগে সে তার দিব্য দীপ্তিতে পথ আলোকিত করে চলেছে—

বিম্বিসার। সুন্দরক! আমায় ক্ষমা কর তুমি—তুমি জানো না সে আমার কে ?

সুন্দরক। কে ?

বিম্বিসার। সে আমার—সে আমার কন্যা!

বাহিরের দ্বারপথে পদ্মার প্রবেশ

পদ্মা। (বিম্বিসারের নিকট ছুটিয়া যাইয়া) শুনতে পেলুম এখানে বাবা এসেছিলেন—তিনি কোথায় রাজা ?

বিম্বিসার। তিনি এইমাত্র তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বুদ্ধদেবকে এখানে নিমন্ত্রণ করে আনতে গিয়েছেন—

পদ্মা। মা! আমার মা!

বিম্বিসার। হাঁ, তোমার মা—

পদ্মা। যে আমার পিতাকে বঞ্চনা করেছিল—সেই মা ?

বিম্বিসার। তবু তোমায় গর্ভে ধরেছিল—পদ্মা!

পদ্মা। কৃতার্থ করেছিল!—

বিম্বিসার। জননী অশ্রদ্ধার পাত্রী নয় মা!

পদ্মা। গর্ভে ধারণ করাতেই নারী সন্তানের পূজ্যা হয় না রাজা! অসহায় সন্তানকে লালন পালন করাতেই মা সন্তানের দেবতা—যে তা না করে—সে মা নয়—রাক্ষসী। কোথায় সে ?

সোল্লাসে অম্বার প্রবেশ

অম্বা। (ছুটিয়া বিম্বিসারের সম্মুখে যাইয়া) শোন রাজা—ভগবান আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—কি অর্ঘ্য দেব জান ?—

সুন্দরক। (পদ্মাকে জনান্তিকে) পদ্মা—পালাও—পালাও।

পদ্মা। কেন পালাব স্বামী ?

অম্বা। (ঐ কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তাকাইয়া দেখেন—পদ্মা) —পদ্মা—তুই ? (ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) এ কি স্বপ্ন না সত্য ? সুন্দরক! তবে তুমি একে হত্যা করনি ?

সুন্দরক। (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) না—বিনিময়ে নিজের শির দিতে এসেছি—

অম্বা। আমার কান্না পাচ্ছে—আমার কান্না পাচ্ছে! সুন্দরক—যদি একে হত্যা কর্ত্তে—তবে তোমাকে কি কর্ত্তুম জান ? (উত্তর না পাইয়া কটি হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া—রোষকষায়িত নয়নে) তা হলে তোমায় আমি স্বহস্তে হত্যা কর্ত্তুম। (আবেগে) আনন্দে আমার কান্না পাচ্ছে! আয় মা—আমার বুকে আয়।

এই বলিয়া পদ্মাকে জড়াইয়া ধরিলেন

পদ্মা। (তাঁহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে করিতে) —ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও তুমি—

অম্বা। (হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে) আমায় ক্ষমা কর্ মা—আজ ভাগ্যদোষে আমি অম্বা—কিন্তু—

পদ্মার কানে কানে কি কহিলেন

পদ্মা। বটে! তুমিই সেই রাক্ষসী ? স্বীকার না হয় করলাম তুমি আমাকে গর্ভে ধরেছিলে—কিন্তু তোমার লালসার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত কর্ত্তে যেয়ে, আমায় গর্ভে ধরেছিলে ব'লেই মায়ের গৌরব লাভ কর্ত্তে তোমার কি অধিকার আছে ? মায়ের কাজ তুমি কি করেছ ? তুমি আবার মা!

সুচিত্রের প্রবেশ

সুচিত্র। (পদ্মার প্রতি) মা—ভগবানের নিকট শুনলুম তুই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্ত্তে গিয়েছিলি—আমি জানতাম তুই আমাকে মায়ামুক্ত করে জন্মের মত চলে গেছিস্!

পদ্মা। বাবা—বাবা—(ছুটিয়া তাঁহার বুকে পড়িয়া—অম্বাকে দেখাইয়া) দেখছ ? দেখছ ? ঐ রাক্ষসীকে দেখছ ?—চল এখান থেকে পালাই।

সুচিত্র। রাক্ষসী নয় মা—তোর জননী···স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী! পদ্মা, এই তোর মা!

পদ্মা। (সুচিত্রের প্রতি) বাবা—ও মা নয়—ও রাক্ষসী—

সুচিত্র। যখন ওকে আমি ক্ষমা কর্ত্তে পেরেছি, তখন তুই কেন পারবি না মা—সুরূপা এই নাও···তোমার মেয়ে নাও।

পদ্মাকে অম্বার হাতে সঁপিয়া দিলেন

অম্বা। (আনত মুখেই ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে মুখ তুলিয়া) আমায় তুমি স্পর্শ কোরো না—মা!—আমি অন্ধ জগতের—

মুখ নামাইলেন

দ্বারে করাঘাত হইল

সুচিত্র। (শশব্যস্ত) ভগবান—ভগবান!

বিম্বিসার ত্বরিৎপদে যাইয়া—দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। শান্ত সৌম্য প্রসন্ন-নয়ন পূর্ণ-দর্শন মতিমান বুদ্ধদেব দৃষ্টিগোচর হইলেন। কি এক স্বর্গীয় আভায় কক্ষ দীপ্তোজ্জ্বল হইল

অম্বা ব্যতীত সকলে আবৃত্তি করিলেন

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সংঘং শরণং গচ্ছামি।"

আবৃত্তি অন্তে তাঁহারা প্রণত হইলেন। ভগবান তাঁহার কর-কমল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন-হাস্যে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন

একমাত্র অম্বা বিদ্রোহিনীর মত একধারে উন্নত গ্রীবায় দাঁড়াইয়া রহিলেন

বিম্বিসার। আজ আমি ধন্য। আজ আমার গৃহ ভগবানের পদরজ স্পর্শে সার্থক হল—

অম্বা। (ধীরে, অথচ সুস্পষ্ট স্বরে—বিম্বিসারের প্রতি বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া) গৃহ আমার—তোমার নয় রাজা।

বিম্বিসার। (স্তম্ভিত হইয়া, পরে) বেশ!—ভগবান্! আগামী প্রভাতে আমার রাজপ্রাসাদে সশিষ্য আপনার নিমন্ত্রণ···

অম্বা। (প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে) ভগবান সপ্তাহকাল এ গৃহে অবস্থান করবেন—আমাকে কথা দিয়েছেন।—

বিম্বিসার। (নিষ্ফল রোষে)—এক পতিতার কুটির—

অম্বা। এ আর পতিতার কুটীর নয়—এ এখন পতিত-পাবনের আশ্রম। আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি সঙ্ঘে দান করেছি—এ এখন সঙ্ঘের সম্পত্তি—

স্থচিত্র। (অম্বাকে) আর তুমি ?

অম্বা। আমি—আমি—আমার ধ্রুবতারার পানে চেয়ে থাকব।

বুদ্ধদেব। (দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন) স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি—

সমবেত গীত

শ্রীঘন মুনীন্দ্র জয় সুগত জয় হে।
প্রচার প্রেম যার কোটী বিস্ময় হে ॥
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !
ভিক্ষু জন শ্রমণগণ শরণ পাপহারী।
সংঘরাজ সিদ্ধবাক্ ধর্ম্ম প্রেমচারী ॥
মোক্ষ বিধায় পূত পাদপদ্মদ্বয় হে।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ॥
উদান গান তৃপ্ত প্রাণ, সত্য ধ্যানধারী।
মহান নির্ব্বাণ দান দুঃখ ত্রাণকারী ॥
বুদ্ধ অমিতাভ হর ক্রুদ্ধ মার ভয় হে।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

যবনিকা

মহুয়া

উৎসর্গ পত্র

আমাদের পিতা-পুত্রের জীবনে যিনি পুরাতনের প্রতি প্রীতি
সঞ্চার করিয়াছেন, বাঙলার পুরাতত্ত্ব-রস-রসিক
প্রত্নতত্ত্ব-আচার্য্য পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি-আই-ই

শ্রীচরণকমলেষু—

৮ই জানুয়ারী ১৯৩০
"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট, পোষ্ট—টাউন;
দিনাজপুর

স্নেহধন্য
মন্মথ রায়

ইঙ্গিত

নদেরচাঁদ	৺রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরজী বিগ্রহের সেবাইত
হুমড়া বেদে	বেদের সর্দ্দার
সুজন	ঐ পালিত পুত্র
মাণিক	ঐ ভ্রাতা
সন্ন্যাসী } ধনপতি সাধু } কোতয়াল }	৺ লক্ষেশ্বর সওদাগরের ভ্রাতা
মহুয়া	হুমড়াবেদের পালিতা কন্যা
পালঙ্ক	ঐ সই

মহুয়া

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য

রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্রবর্ত্তীর গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরজীর পূজামণ্ডপ। দর্শকগণ সমক্ষে প্রাঙ্গণে বেদের দল নৃত্যগীত খেলায় মত্ত। বিগ্রহ পদতলে মন্দিরের তরুণ সেবাইত নদেরচাঁদ, পার্শ্বে দেবদাসী চন্দ্রাবলী

বেদে বেদেনীদের গান

বেদের দল :—

কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো।
খোঁপা খুলে কেশ হ'ল বাউল লো॥
পথে কে বাজাল মোহন বাঁশী,
(তোর) ঘরে ফিরে যেতে হইল ভুল লো॥
কে নিল কেড়ে তোর পৈঁচি চুড়ি,
বৈঁচি-মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো॥

বেদেনী দল :—

ওসে বুনো পাগল, পথে বাজায় মাদল।
পায়ে ঝড়ের নাচন, শিরে চাঁচর চুল লো॥
দিল নাকে সে নাকছাবি বাব্‌লা ফুলি,
কুঁচের চুড়ি আর ঝুম্‌কোফুল দুল্ লো॥
নিয়ে লাজ-দুকুল দিল ঘাগরী সে,
আমার গাগরী ভাসাল জলে বাতুল লো॥

গান শেষ হইল। দর্শকগণ প্রশংসায় করতালি দিয়া উঠিল

বেদেনীগণ। ঠাকুর মশাই, এইবার বক্‌শীস্—

নদেরচাঁদ। বক্‌শীস্ হবে বৈকি। বক্‌শীসের ভাবনা নেই।··· ভাবনা হচ্ছে তোদের জন্য।···(১মাকে সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া) গান তো গাইলি, নাচও দেখলুম···লাগ্‌লও বেশ।···কিন্তু দেখ, খানিক আগে

ঐ যে দড়ির ওপর উঠে নাচ্‌লি…যদি পড়ে যেতিস্?…(বেদেনীগণ হাসিয়া উঠিল)…পড়্‌তিস্ না?…কিন্তু দড়িটি তো ছিঁড়ে যেতে পার্ত্ত?…তবে হাঁ, তোদের ডিগ্‌বাজি খেলাটি হয়েছে বেশ। দেখ্‌ছিলুম আর অবাক্ হচ্ছিলুম—তোরা বেদেনী, না—ডাইনী!

চন্দ্রাবলী। (দেবদাসী)—ওরা ছুই-ই!

নদেরচাঁদ। ঠিক বলেছিস্ চন্দ্রাবলী।—ওরা ছুই-ই।…(বেদেনীদের প্রতি) না?

বেদেনীগণ। বক্‌শীস্, ঠাকুর মশাই, বক্‌শীস্?

নদেরচাঁদ। আরে, বক্‌শীসের ভাবনা নেই। ঐ যে দেখ্‌ছিস্ শ্যামসুন্দরজী…কৃপণ ন'ন। ওঁর দৌলতে…কি বক্‌শীস্ চাস্—?

বেদেনীগণ। টাকা—মাথা পিছু এক এক টাকা—

নদেরচাঁদ। চন্দ্রাবলী, এক থাল্ মোহর নিয়ে আয় তো—

চন্দ্রাবলী চলিয়া গেল

শুনিয়াই বেদেনীগণ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল—

নদেরচাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ! (চন্দ্রাবলী মোহর আনিলে) চন্দ্রাবলী, দেখেছিস্ কত বড় হাঁ করেছে ওরা?…(শোনামাত্র সব বেদেনী মুখ বুজিল) না—না…আর একবার…আর একবার—(বেদেনীগণ অসম্মত হইল)…আরে শোন—শোন—সব চাইতে বড় করে যে হাঁ কর্‌তে পার্ব্বে পাঁচ মোহর তার বক্‌শীস্—

তৎক্ষণাৎ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল—নদেরচাঁদ মহা আনন্দে তাহা উপভোগ করিতেছিল—এমন সময় হুমড়া সর্দ্দার আসিয়া তাহাদের ঐ অবস্থায় দেখিল

হুমড়া। হুম্।…ও সব হচ্ছে কি? কি হচ্ছে ও সব?

নদেরচাঁদ। সেদিকে দৃকপাত না করিয়া মহা উৎসাহে বেদেনীদের প্রতি) আরো বড়…আরো বড়……

হুমড়া। আরে এ আবার কি?

নদেরচাঁদ। কে, সর্দ্দার?…ওদের মধ্যে কার হাঁ-টি সব চাইতে বড় বল দেখি—(বেদেনীগণ সর্দ্দারকে দেখিয়া ভয়ে ও লজ্জায় ছুটিয়া যাইতেছিল) আরে দাঁড়া দাঁড়া। বক্‌শীস্ নিয়ে যা—

হুমড়া। কি বক্‌শীস্?

নদেরচাঁদ। নাও সর্দ্দার…এই বক্‌শীস্ ওদের হাতে দাও—

হুমড়ার হাতে স্বর্ণথালি তুলিয়া দিলেন

হুমড়া। হুম্…এক থাল মো-হ-র! (মন্দিরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল সে থালা) ও দিয়ে কি হবে!

নদেরচাঁদ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল

হাঁ করেছ দেখ্‌ছি তুমিই সবার চাইতে বেশী। হুম্।…

প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল

নদেরচাঁদ। একথালা মোহরে মন উঠ্‌ল না?…আচ্ছা চন্দ্রাবলী, নিয়ে এস আর এক থালা—

হুমড়া। থাক্ ঠাকুর, থাক্। কিইবা খেলা দেখিয়েছে…তার বক্‌শীস্…টাকাটা সিকিটেও নয়…তুমি দিচ্ছ মোহর!…পরের সম্পত্তি হাতে পেয়েছ কি না ঠাকুর, কিছুই গায়ে লাগ্‌ছে না…! তা বেশ, বক্‌শীস্ এখন থাক।…ভানুমতীর খেল্ দেখেছ? ভানুমতীর খেল্?

নদেরচাঁদ। ভানুমতীর খেল্! নাম শুনেছি বটে…কিন্তু…কই কেউ দেখায় নি তো!

হুমড়া। আরে তা কি সবাই দেখাতে পারে? না সবাই দেখ্‌তে পারে?…লাখ খেলার এক খেলা ঐ ভানুমতীর খেল্—তার বক্‌শীস্ ঐ মোহর টোহর নয়—হুম্…

নদেরচাঁদ। মোহর নয়—তবে?

হুমড়া। মতির মালা। সেই সাবেক কালে এই বামনকান্দাতেই রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তিকে এই খেলা সর্দ্দারনী দেখিয়ে মতির মালা বক্‌শীস্ পেয়েছিল। আজ সে রাজাও নেই, আমার সে সর্দ্দারনীও নেই—

নদেরচাঁদ। আরে সর্দ্দার, রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তি নেই, কিন্তু তার শ্যামসুন্দরজীর সেবাইত নদেরচাঁদ গোঁসাই তো আছে।

হুমড়া। হুম্…তা তো আছেন ঠাকুর। সে তো দেখ্‌ছিই।… আর শুনেওছি রাজকন্যা যদ্দিন সম্পত্তি হাতে না নেন, তদ্দিন এ সম্পত্তিও আপনারই, না?

নদেরচাঁদ। না না…ঠিক্ তা নয়। রাজকন্যা একজন ছিলেন বটে…কিন্তু তিনি তো আর নেই!—ডাকাতরা ডাকাতি কর্ত্তে এসেছিল। আমার বাবা বাধা দিতে গিয়ে মারা যান। ডাকাতরা তাঁর বাধা পেয়ে আর কিছু নিতে না পেরে রাজার সেই সবে-ধন-এক মাণিক শিশু কন্যাকে

নিয়েই সরে পড়ে। রাজা মেয়ের খোঁজ না পেয়ে সব সম্পত্তি আমার হাতে দিয়ে মারা গেলেন মেয়ের শোকে। সে যাক্।…কিন্তু ভানুমতীর খেল্?

হুমড়া। হুম্। রাজা মারা গেছেন, রাজকন্যাও নেই…!

নদেরচাঁদ। আঃ কিন্তু আমি তো রয়েছি!…

হুমড়া। তা তো রয়েইছেন,…রয়েছেন বলেই তো এসেছি।… ভানুমতীর খেল্ দেখবার মতো লোক লাখে একটি মেলে।…সেবার দেখেছিলেন রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোত্তি, এবার দেখ্‌বেন আপনি—

নদেরচাঁদ। কিন্তু ভানুমতীকেই যে দেখ্‌ছি নে!

হুমড়া। রাজা যে ভানুমতীকে দেখেছিলেন সে ছিল আমার সর্দ্দারনী! সেও মারা গেছে। এবারকার ভানুমতী…আমার মেয়ে মহুয়া—

নদেরচাঁদ। মহুয়া! নামটি তো বেশ! কিন্তু লোকটি কই?

হুমড়া। মতির মালাটিই বা কই?

নদেরচাঁদ। এই কথা! (গলার মালায় হাত দিয়া) এই তো রয়েছে মতির মালা। এইবার তোমার মহুয়া?

হুমড়া। হুম্!

আয় মহুয়া আয়!
নেচে নেচে আয়!
মতির মালা আয়।
ঐ মহুয়া আসে—
মতির মালার আশে!
নেচে নেচে আসে!
হেসে হেসে আসে!
ঐ মহুয়া আসে!

নাচিতে নাচিতে মহুয়ার প্রবেশ। কিশোরী তন্বী মহুয়া, চম্পকবর্ণা মহুয়া, আলোকের বন্যার মত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসে। বেদের মেয়ে মহুয়া, বেদেনীর সকল যাদু তাহার চোখে, বেদেনীর সকল মধু তাহার মুখে!

নদেরচাঁদ। সর্দ্দার! সর্দ্দার! এই তোমার মহুয়া?

হুমড়া। হুম্। আমার মহুয়া! আমার মহুয়া—! (দুই বাহু মহুয়ার স্নেহালিঙ্গন আশে বাড়াইয়া দিল, মহুয়া ছুটিয়া আসিয়া সে ব্যগ্র বাহুবন্ধনে ধরা দিল।)

মহুয়া। বাপুজি! বাপুজি!···আমি ঘুমিয়ে ছিলুম আর তোমরা সেই ফাঁকে পালিয়ে এসেছ, আমায় কেন ডাকো নি? কেন ডাকো নি? এ কোথায় এসেছ? এ-সব কি দেখ্‌ছি!···ওটা কি···(মতির মালায় চোখ পড়িল) বা—বা—বা! আমার (ছুটিয়া গিয়া নদেরচাঁদের গলার মালা ধরিল) কি সুন্দর! (বলিয়াই নদেরচাঁদের মুখের দিকে তাকাইল)

নদেরচাঁদ। তুমিও!

মহুয়া। (নদেরচাঁদের দিকে যাদুকরীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া) আমি নেব—(নদেরচাঁদ মালা লইয়া তাহার হাতে দিল) আমি নিলুম। কেমন মানিয়েছে? খুব ভালো, না? (ছুটিয়া অন্যান্য বেদেনীর নিকট গিয়া) তোরা কি বলিস্?···বল্‌বি নে? হিংসে হয়েছে বুঝি? (একজনকে) ওরে পালঙ্ক সই বল শীগ্‌গীর—আমায় কেমন মানাল? বল্‌বি নে?···বটে?···দে, আমার কানের ফুল ফিরিয়ে দে—দে—দে—দে—(তাহার এক কানের একটী ফুল কাড়িয়া নিল, যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পালঙ্ক। উহু-উহু-উহু—(ব্যথায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল)

মহুয়া। এক কানে একটি ফুল
আর এক কানে নেই!
ন্যাংটো কানে নাচে সই
ধেই—ধেই—ধেই!

(নিজেই ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল)

হুমড়া। (ক্রোধে)—মহুয়া—

মহুয়া। (ছুটিয়া হুমড়ার কাছে আসিয়া) বাপুজি!

হুমড়া। বড় বেয়াড়া হয়েছিস তুই, বড় বেয়াড়া। চাবুক পিঠে পড়ে না কতকাল?

মহুয়া। কালও পড়েছে বাপুজি!···কিন্তু আজ আমার কি দোষ বল?···এ মালাটায় আমায় মানিয়েছে কেমন এ কথা ও বলবে না কেন?

সুজন। (হুমড়া বেদের ছেলে) ও না বলে আমরা বল্‌ব। তোর গলায় উঠে ঐ মালাটার ঝিলিক্‌ই বেড়ে গেছে মহুয়া, এতক্ষণ ওটা যেন নিভে ছিল! মনে হচ্ছে যেন তুই পূর্ণমসির চাঁদ তারার মালা তোর গলা ঘিরে আছে!

বেদেনীগণ। বহুৎ খুব—বহুৎ খুব!

পালঙ্ক। (ব্যঙ্গে) আ—হা—হা! কি বলাই বল্‌লে!

নদেরচাঁদ। (ব্যগ্রভাবে) আমায় বল্‌তে দাও মহুয়া, আমায় বল্‌তে দাও—

মহুয়া। না—না—না, আর কারো কথা না, সুজনের কথা আমার ভারী মনে ধরেছে। সুজন ভাই, সত্যি তোর চোখ আছে। আমি খুশী হয়েছি, খুব খুশী হয়েছি।

সুজন। খুশী হয়েছিস্?

মহুয়া। খু—ব!

সুজন। তবে আমার বক্‌শীস?

মহুয়া। তোর বক্‌শীস তুই পাবিনে। পাবে ঐ পালঙ্ক সই। (হাসিয়া) ওদের দুজনে খুব ভাব কি না!...(মুক্তোর মালাটা পালঙ্কের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আদেশসূচক স্বরে) কান্না রাখ্। হেসে ওঠ্।...মালা তোল্—

পালঙ্ক। চাই নে...ও ছাই আমি চাই নে—

মহুয়া। বটে!...শোন্ ভাই সুজন, ও মালা তবে আমি তোর গলায় পরিয়ে দি—আর তুই তোর মালাটা আমার গলায়—

পালঙ্ক। (চকিতে পালঙ্ক মুক্তার মালা তুলিয়া লইয়া) নিলুম... আমি নিলুম—

মহুয়া। (প্রাণখোলা উচ্চহাসি) হাঃ হাঃ হাঃ—

সকলে সেই হাসিতে যোগ দিল। হাসিতে হাসিতে হুমড়ার গায়ে ঢলিয়া পড়িল

হুমড়া। শোন্ বেটি। ভারী বেয়াড়া হয়েছিস্ তুই।...এসব আমি ভালোবাসিনে—

মহুয়া। কি ভালবাসো তুমি বাপুজি?

হুমড়া। আমি ভালোবাসি কাজের খেলা, যে খেলায় রুটির যোগাড় হয়—

মহুয়া। রুটি! রুটি!—সত্যি তো, কাল সারাদিন তুমি না খেয়ে রয়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে না খেয়ে রয়েছি। সে কথা ভুলেই গেছি! ওরা খেয়েছে নদীর জল আর গাছের ফল, আমরা তা-ও না। তা আজ এখনো পয়সা মেলে নি?

হুমড়া। ওরে বোকা মেয়ে, সারা বছরের চিরকালের খোরাক জোটাতে হবে তো। হুম্। শোন্,তুই খেলা না দেখালে তা আর হয় না—

মহুয়া। কি খেলা দেখাব আমি ?

নদেরচাঁদ। ভানুমতীর খেলা—

হুমড়া। ঐ শোন্।—ভান্‌মতীর খেল্।

মহুয়া। বাপুজী!…সে কি ?

আশ্চর্য্য হইল

হুমড়া। কি মহুয়া ?

মহুয়া। ভান্‌মতীর খেল্ দেখ্‌বে কে ?

নদেরচাঁদ। আমি—

মহুয়া। (চকিতে নদেরচাঁদের দিকে চাহিয়া) না—না—না, দেখো না, দেখো না। ও খেলা দেখ্‌লে মাথায় বাজ পড়ে, ঐ সর্দ্দারই বলেছে। …সর্দ্দার, সেই যে কোন রাজা—

হুমড়া। হুম্।…রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্কোর্ত্তি। তা আমি কি কর্ব্ব, দেখতে চাইলেন, নাছোড়বান্দা হয়ে দেখতে চাইলেন। দেখ্‌লেন—দেখে মজে গেলেন! শেষে আমাদের আর ছাড়েন না। বাড়ীতে ঠাঁই দিলেন—

মহুয়া। তার পরই তো রাজার মাথায় বাজ পড়্‌ল। তাতেই রাজা মরে গেল, তুমিই বলেছ—

নদেরচাঁদ। না—না, ডাকাতরা তার মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেল। সে শোক তিনি সইতে পার্লেন না। শ্যামসুন্দর, আর শ্যামসুন্দরের নামে তাঁর সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি মারা গেলেন—

হুমড়া। হুম্। তবে তাই ? তার মাথায় তবে বাজ পড়ে নি ?… হুম্।…বাজ পড়লে বুঝি ওর চাইতেও বেশী কষ্ট পেতেন।…সে ভালোই হয়েছে।…হুম্…কিন্তু আমরা আর একটা কথাও যে শুনেছিলাম, সেটাও কি সত্যি নয় ?

নদেরচাঁদ। আবার কি কথা ?

হুমড়া। রাজা মর্ব্বার সময় শ্যামসুন্দরজীর নাম নিয়ে সবার কাছে বলে যান…যে তার মেয়েকে ফিরে এই রাজবাড়ীতে এনে দিতে পার্ব্বে সে-ই এই সম্পত্তির মালিক হবে, শুধু সম্পত্তির মালিক নয়, ঐ মেয়েরও মালিক—

নদেরচাঁদ। ঠিক্ তা নয়, ঠিক্ তা নয়।…তবে, হাঁ, কতকটা ঐ রকমই বটে। তা সে কথাই উঠছে না যখন—আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি

যে সে রাজকন্যা বেঁচে নাই, ডাকাতরা তার গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে তাকে গলা টিপে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে—

হুমড়া। অতি সহজেই এ সন্ধানটা পাওয়া গেল, না ঠাকুর?

নদেরচাঁদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ। নদেরচাঁদ শিহরিয়া উঠিল

নদেরচাঁদ। কেউ কেউ বল্‌লে ডাকাতরা তাকে বনে ফেলে গিয়েছিল, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে…

মাথা চুলকাইতে লাগিলেন

হুমড়া। আর এ কথাটা বিশ্বাস না হয়েই যায় না, কি বল?… হুম্।…তাহলে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই সম্পত্তি তোমাকে ভোগ কর্ত্তে হচ্ছে, না ঠাকুর?

নদেরচাঁদ। তা আর কি কর্ব্ব? আমিই না হয় তাকে উদ্ধার কর্ত্তে না পারলুম, কিন্তু আর দশজনে? কেউ না কেউ তো তাকে উদ্ধার করে এনে সম্পত্তি আর তার উভয়েরই মালিক হতে পার্ত্ত—!

হুমড়া। (হুঙ্কার দিয়া উঠিল) ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! ওরে মহুয়া, ভানুমতীর খেল—

মহুয়া। (একখানা বড় আয়না দেখিয়াছে, দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে) বাপুজী! বাপুজী!…দেখেছ?

হুমড়া। ভানুমতীর খেল, মহুয়া, ভানুমতীর খেল!

মহুয়া। দেখেছ বাপুজী, দেখেছ?

আয়না নির্দ্দেশ

হুমড়া। কি?

মহুয়া। এই যে—

ছুটিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। জীবনে প্রথম এই আয়না দেখা, কাজেই তাহার কার্য্যকলাপ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। হাত পা তুলিয়া দেখিতে লাগিল,—অবাক্ হইয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া ঐ রহস্যের সমাধান কি বুঝিতে চেষ্টা করিল। আবার হাত পা ছুঁড়িয়া দেখিতে লাগিল। নাচিয়া দেখিল। মুখ ভেঙ্চাইয়া দেখিল। সকলে হাসিয়া খুন

হুমড়া। আয়না ও এই প্রথম দেখ্‌ল। প্রথম দেখেছে কি না—প্রথম দেখেছে কি না—হেসো না কেউ, তোমরা হেসো না—

মহুয়া। (হুমড়াকে টানিয়া লইয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেখিল। তাহাকে কীল মারিয়া দেখিল। তাহাকে চুমা খাইয়া দেখিল। দেখে আর অবাক্ হয়, অবাক্ হয় আর দেখে, শেষে) এটা কি ?

হুমড়া। ওর নাম আয়না।

মহুয়া। ওর মধ্যে যে আমরা সবাই রয়েছি, বাপুজি, বাপুজি, তুমি যে আমাদের সবার সর্দ্দার, তুমি-ও ?

নদেরচাঁদ। সবাই! তোমাদের সবাইকে আমি ওতে বেঁধে রেখেছি। কেউ আর পালাতে পাচ্ছ না—ছাড়ান চাও তো ভানুমতীর খেল্ দেখাও—

মহুয়া। বটে!···কিন্তু কেন বাঁধবে ?

নদেরচাঁদ। তোমরা যে ধরা দাও না, এসেই আবার চলে যাও।

মহুয়া। বটে! সত্যি সত্যিই কি তবে আমাকে বেঁধে রেখেছে ? কয়েদ করেছে ?—দেখি···

আবার আয়নাতে তাকাইল। মহুয়া মহা মুস্কিলে পড়িল। কিছুতেই প্রতিবিম্ব এড়ান যায় না। মহুয়া আয়নাতে তাকাইয়া নৃত্য সুরু করিল। পরে আত্মবিহ্বলা হইয়া নাচিতে লাগিল। মহুয়া নাচিতেছিল। সুজন মাদল বাজাইতেছিল। বাজাইতে বাজাইতে সুজনের খেয়াল হইল কোথায় যেন তাল ভঙ্গ হইতেছে। প্রথমটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সে বাজাইয়া চলিল···কিন্তু বেশীক্ষণ নয়···আবার সেই তাল ভঙ্গ। মনে হইল বোধ করি মহুয়ার পা তাল ভঙ্গ করিতেছে। তাহার পায়ের দিকে তাকাইল। চাহিয়া দেখিল, হাঁ, তাহাই। তখনি তাহার দৃষ্টি পা হইতে মহুয়ার মুখে পড়িল। তাকাইয়া দেখে মহুয়া অপলক চোখে নদেরচাঁদের মুখের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে তখনি মহুয়াকে সাবধান করিয়া দিল। মহুয়া লজ্জিত হইয়া তখনি সপ্রতিভভাবে ভুল সংশোধন করিয়া পুনরায় নাচিতে লাগিল

সকলে। সাবাস—সাবাস—

মহুয়া। (ছুটিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে আসিয়া)—দেখ্‌লে ?

নদেরচাঁদ। দেখলুম!

মহুয়া। কেমন দেখ্‌লে ?

নদেরচাঁদ। এ রকমটি আর কখনো দেখি নি। ময়ূরের নাচ দেখেছি, রাজহংসার নাচ দেখেছি, আজ মনে হচ্ছে সে নাচ নাচই নয়। আজ বুঝলুম নাচে মানুষকে পাগল করে, মাতাল করে। মহুয়া, তুমি আমায় পাগল করেছ, তুমি আমায় মাতাল করেছ!···কিন্তু ভানুমতীর খেল্ ?

হুমড়া। হুম্!…মহুয়া, এদিকে আয়—

মহুয়া। দাঁড়াও বাপুজি।…(নদেরচাঁদকে) যা বল্‌লে সব সত্যি ?

নদেরচাঁদ। সত্যি! সত্যি…!! এ যদি সত্যি না হয়, আমি মিথ্যা, আমার জীবন মিথ্যা, আমার যৌবন মিথ্যা, আমার স—ব মিথ্যা!

মহুয়া। অত বুঝি নে। শুধু এই বুঝতে চাই, খুশী হয়েছ ?

নদেরচাঁদ। কি করে তা তোমায় বোঝাব ?

মহুয়া। (আয়নাটি দেখাইয়া) আমায় ঐটি দিয়ে!

নদেরচাঁদ। (আয়নাটি লইয়া মহুয়াকে দিলেন) নাও—কিন্তু ভানুমতীর খেল্ ?

মহুয়া। দাঁড়াও। (আনন্দে) ওটা এখন আমার…ওটা এখন আমার…ওটা নিয়ে আমি যা খুশী তাই কর্ত্তে পারি—(নদেরচাঁদকে) পারিনে ?

নদেরচাঁদ। একশবার।

মহুয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—তবে—(চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে) একখানা পাথর…একখানা পাথর—

নদেরচাঁদ। পাথর দিয়ে আবার কি হবে ?

মহুয়া। সে হবে এক নতুন খেলা। দেখবে তো দাও।…এখানে কি পাথরের কিছুই নেই ?

নদেরচাঁদ। (হাসিয়া) পাথরের কিছুই নেই, বল কি মহুয়া ?…এই মন্দিরই যে পাথরের তৈরী। এই মন্দিরের দেবতা ঐ শ্যামসুন্দরজীই যে পাথরের… দেখছ না ঐ শ্যামসুন্দরজী…শ্বেত-পাথরের ঐ যে মূর্ত্তি-বিগ্রহ ?

মহুয়া। (শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দেখিয়া যেন তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সোপানের উপর গিয়া বসিল)—আহা—হা—হা! কি সুন্দর! কি সুন্দর। এমনটি তো আর কখনো দেখিনি! আমার চোখ জুড়িয়ে গেল বাপুজি, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কি সুন্দর, ওগো কি সুন্দর!

প্রণাম

হুমড়া। হুম্। ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! (প্রণতা মহুয়া লক্ষ্যে) হতেই হবে!

মহুয়া। (নদেরচাঁদের প্রতি মায়াময়ী দৃষ্টিতে) কি সুন্দর! ওগো কি সুন্দর! ওটিও কিন্তু আমার চাই…একদিন না একদিন নেবই নেব—

নদেরচাঁদ। দেখলে আমার কেমন পাথর আছে ?

মহুয়া। না—না, ও পাথর নয়, ও পাথর নয়।···আছে বেদেনীর ছুরি—(আয়নার প্রতি) মর···তুই মর···

কটিদেশ হইতে একটির পর একটি ছুরিকা খুলিয়া লইয়া আয়নার উদ্দেশ্যে সজোরে নিক্ষেপ। আয়না ভাঙ্গিয়া গেল। মহুয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিল তাহাকে আর উহাতে সম্পূর্ণ দেখা যায় না। দ্বিগুণ উৎসাহ এবং দ্বিগুণ উত্তেজনায় তাহাতে পুনরায় ছুরি নিক্ষেপ। আয়না ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সকলে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল

হুমড়া। এ কি কর্লি বেটি ?

নদেরচাঁদ। ও কি কর্লে মহুয়া ?

মহুয়া। (হুমড়ার প্রতি) কি করলুম ?···(নদেরচাঁদের প্রতি)··· বেদের মেয়েকে ধরে রাখবে ? বেদের সর্দ্দারকে বাঁধবে ? বেদে জাতকে কয়েদখানায় পুরবে ? (ব্যঙ্গে) হয় না তা হয় না, ওরে আমার নদেরচাঁদ··· ওরে আমার সোনারচাঁদ, হয় না তা হয় না—! (অন্য স্বরে, অন্য দিকে ছুটিয়া গিয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে) ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! কে দেখবে এস···শীগ্গীর চলে এস! এখানে নয়, ঐ মাঠে ; খোলা মাঠে, খোলা মাঠে, ছাদের নীচে নয় ভাই—আকাশের নীচে, ঘরের মেজেতে নয় ভাই···ঘাসের বুকে!

ছুটিয়া প্রস্থান

(সঙ্গে সঙ্গে "চল" "চল" "দেখিগে চল" রব উঠিল। দর্শকগণ ছুটিয়া বাহিরে গেল। বেদেনীগণও চলিয়া গেল। নদেরচাঁদ ছুটিয়া যাইতেছিলেন। হুমড়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং বেদে বেদেনীগণকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। বেদে বেদেনীগণ সে ইঙ্গিতাদেশ পালন করিল)

হুমড়া। মাণিক—

মাণিক। (হুমড়ার ছোট ভাই)—দাদু!

হুমড়া। দাঁড়াও—(মাণিক দাঁড়াইয়া রহিল) দেখো, এখন যেন এখানে কেউ না আসে—

মাণিক। (পথের সম্মুখে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া) আচ্ছা।—

নদেরচাঁদ। (বিস্মিতভাবে হুমড়ার প্রতি)···তুমি কি চাও ?

হুমড়া। আমি চাই রুটি।

হস্তধারণ

নদেরচাঁদ। দেব। হাত ছাড়—

হুমড়া। (হাত ছাড়িয়া দিয়া) হাত আমি ছাড়ছি।…হুম্…এও দেখেছি যার হাত ধরেছি, সে-ই আবার পায়ে ধরেছে।…হাঁ, আমি রুটি চাই—

নদেরচাঁদ। যত চাও…দেব।…আমায় যেতে দাও…ভানুমতীর খেল্।

হুমড়া। ভানুমতীর খেল্ ওখানে নয়, ভানুমতীর খেল্ এখানে।…কত রুটি দিতে পার?…আমার একটি পেটের নয়, হাজার হাজার বেদে বেদেনী ক্ষুধার জ্বালায় দেশে দেশে সারাজীবন কুকুরের মতো ফেরে। আমি চাই এই হাজার হাজার বেদে বেদেনীর চিরজীবনেরও নয়, চিরকালের রুটি!

নদেরচাঁদ।…তা আমি কোথায় পাব? তুমি তো বেশ লোক সর্দার!

হুমড়া। ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! সেই রুটি এখানে আছে, আজ আমি তা চাই।…তোমাকে দিতে হবে—

নদেরচাঁদ। এখানে আছে সেই রুটি? তুমি বল্‌ছ কি সর্দার? তুমি কি ক্ষেপেছ?

হুমড়া। ক্ষেপি নি। হুম্। আমি ক্ষেপি নি। শোন ঠাকুর, এই দেবোত্তর সম্পত্তিতে সেই রুটির যোগাড় হ'তে পারে, হয়না মাণিক?

মাণিক। খুব হয় দাদু।…শুধু রুটি কেন? ডাল তরকারী হয়, দুধ হয়…দই হয়…সন্দেশও হয়।…দাদুও তো কাল থেকে সারাদিন না খেয়ে আছ! ঐ দুধের মেয়েটিও তো তোমার সঙ্গে উপোস করেছে!

হুমড়া। শুনলে?…তাই এই দেবোত্তর সম্পত্তি চাই।…এ সম্পত্তি আমার—

নদেরচাঁদ। বল্‌লেই হ'ল?

হুমড়া। হাঁ, বল্‌লেই হ'ল। শুধু মুখ দিয়ে এই গ্রামবাসী ঐ জনতাকে বললেই হল। শুধু এই বলতে হবে…রাজা কীর্ত্তিধ্বজ চক্রোত্তির মেয়ে নদেরচাঁদ ঠাকুরের কল্পনায় মরেছে, কিন্তু বাস্তবে সে বেঁচে আছে। আমি তাকে—আজই, এখনি…এখানে…স বার সম্মুখে বের কর্ত্তে পারি—

নদেরচাঁদ। (সভয়ে) চুপ! চুপ! (কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হইয়া) কিন্তু তোমার সে কথা লোকে বিশ্বাস কর্ব্বে কেন?…তার প্রমাণ?

হুমড়া। তার প্রমাণ রয়েছে। সেই মেয়ের দেহেই রয়েছে। জানো সেই উল্কি চিহ্ন?

নদেরচাঁদ। চুপ! চুপ!

হুমড়া। ঐ শ্যামসুন্দরের পা দুখানি তার পিঠে রাখ···রেখায় সেই উল্কিচিহ্ন মিলে যাবে—

নদেরচাঁদ। যদিই বা যায়, তাতেই কি এসে যায়?

হুমড়া। কাজীর বিচারে, রাজার মৃত্যুকালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যদি আমি সেই মেয়েকে এই রাজবাটীতে ফিরিয়ে এনে দিই আমিই হব এ সম্পত্তির মালিক, সেই মেয়েরও মালিক—

নদেরচাঁদ। জানি না তুমি কে। শুধু এই জানি···তুমি ঐ মহুয়ার পিতা। তাই এখনো তোমার রক্ষা···তোমার কথা যদি সত্যিই হয়, যদি তুমি সেই রাজকন্যাকে সত্যসত্যই ফিরিয়ে এনে থাক, তবে তুমি···তুমিই ···সেই রাত্রির ডাকাতির সর্দ্দার···তুমিই আমার পিতাকে হত্যা করেছ—সম্পত্তি নিতে হয় নাও, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি তোমার শির নেব—

হুমড়া। হুম্।···স্বীকার কর্‌ছি আমিই সেই ডাকাতির সর্দ্দার। কিন্তু তাই হয়েছে কি?···ঐ ছুরি? আমি জানি···আমি জানি—শ্যামসুন্দরের উপাসক যাঁরা তাঁরা জীবনে কখনো জীবহিংসা করেন না, দীক্ষার সময় ঐ হয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা।···তোমার পিতা মৃত্যুকালে ঐ কথা বলে আমায় মার্জ্জনা করেছেন, রাজা তাঁর মৃত্যুকালে ঐ কথা ব'লে ডাকাতদের মার্জ্জনা ক'রে গেছেন। তিনি শুধু ফেরত চেয়ে গেছেন তাঁর কন্যা, পরিবর্ত্তে দান কর্ব্বেন বলে গেছেন রাজত্ব! এর পরও যদি তুমি চাও আমার শির··· নাও—

নদেরচাঁদ। পিতা মার্জ্জনা করেছেন, করুন, রাজা মার্জ্জনা করেছেন, করুন, কিন্তু, আমি মার্জ্জনা কর্ত্তে পার্ব্ব না। (হঠাৎ হুমড়ার ছুরী কাড়িয়া লইয়া) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ঘাতক!

হুমড়া। ওঃ (একহাতে চোখ ঢাকিয়া অন্য হাত শ্যামসুন্দরের দিকে প্রসারিত করিল) শ্যামসুন্দর! শ্যামসুন্দর!

নদেরচাঁদ। শ্যামসুন্দর? শ্যামসুন্দর?

মহুয়ার প্রবেশ

মহুয়া। শ্যামসুন্দর।···চোখে কি মায়া···মুখে কি মমতা···(নদের-চাঁদের উপর দৃষ্টি পড়িল) এ কি! (নদেরচাঁদের হাত হইতে ছুরি মাটিতে পড়িয়া গেল)···(অবাক্ হইয়া গিয়া) এ আবার কি খেলা! এ বুঝি শ্যামসুন্দর-খেলা!

নদেরচাঁদ। শ্যামসুন্দরের খেলা! (কাঁদিয়া ফেলিলেন) শ্যামসুন্দরের খেলা!

মহুয়া। (হুমড়াকে) বাপুজী, এ কি! ও কাঁদে কেন?

হুমড়া। ও ভেবেছিল এ দেশের রাজকন্যা মরে ওর রাজত্বের পথ নিষ্কণ্টক করেছে। এখন জানা যাচ্ছে রাজকন্যা মরেনি।...এখন সেই রাজকন্যা এসে এই সম্পত্তি দাবী কচ্ছে...তাই ওর কান্না—

মহুয়া। (নদেরচাঁদকে) তাই তুমি কাঁদছ?...কোথায় সে রাজ-কন্যা? সে কি পাথর না কি?...এই কান্না দেখেও চুপ করে সে বসে আছে?

হুমড়া। সে এসে কি কর্ব্বে?

মহুয়া। (এগিয়ে) বলবে তুমি কেঁদো না। আমি হ'লে আরো বেশী বলতুম...

হুমড়া। কি বলতিস্?

মহুয়া। বলতুম...না বলবো না। আমার লজ্জা করে...!

হুমড়া। তোর আবার লজ্জা! কি বলতিস্ তুই?

মহুয়া। বলতুম আমায় বিয়ে কর, তোমায়ও আমি পাব, তুমিও রাজকন্যা পাবে—

হুমড়া। বটে! বটে! হুম্।...(মুহূর্ত্ত কাল কি ভাবিয়া হঠাৎ নদেরচাঁদের প্রতি)...ঠাকুর, তোমার রাজ্য তোমারি থাক। সেই রাজ-কন্যাকেই তোমার বিয়ে কর্ত্তে হবে—

নদেরচাঁদ অগ্নিময় দৃষ্টিতে হুমড়ার পানে তাকাইলেন—মুখে কোন কথা বাহির হইল না

মহুয়া। (নদেরচাঁদকে) কথা কইছ না যে?...ও বুঝেছি, বাপুজি, তবে ও রাজী।

হুমড়া। রাজী না হ'য়ে যায় কোথায়? সম্পত্তির লোভ বড় লোভ। ...কি, তবে বাবাজী রাজী!

নদেরচাঁদ। তোমার এ প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি—

হুমড়া। বটে! তবে সম্পত্তিতেও পদাঘাত কর্চ্ছ?

নদেরচাঁদ। হাঁ, কর্ছি। সম্পত্তির লোভ করিনে। নিয়ে এস কোথায় তোমার রাজকন্যা। দাও তাকে সর্ব্ব-সম্পত্তি। সেখানে আমার কোন ভিক্ষা চাইবার নেই, চাইতে ঘৃণা বোধ করি, চাই না।...কিন্তু ...(স্বর কাঁপিয়া উঠিল) তবু আমি ভিক্ষুক। তুমি যে দুনিয়ার ঘৃণ্যতম

ভিক্ষুক সেই তোমারি দুয়ারে আজ আমি ভিক্ষুক। তোমারি কাছে··· সেই রাজনন্দিনী নয়, ঐ বেদেনী! পিতার শির নিয়েছ, মুমূর্ষু পিতার মার্জ্জনা পেয়েছ, শ্যামসুন্দরের করুণা পেয়েছ, ভাগ্যদেবতার হে প্রিয়তম ব্যাধ, আমার আরো যা আছে সব লুণ্ঠন কর···আমার জাতি নাও···কুল নাও···মান সম্ভ্রম সব নাও···পরিবর্ত্তে আমায় সম্প্রদান কর তোমার ঐ পঙ্কতিলক নন্দিনী!

মহুয়া। বাপুজী, ও কি বলে? ওর একটা কথাও তো আমি বুঝলুম না!

হুমড়া। ও তোকে বিয়ে কর্ত্তে চায়।···করবি ওকে বিয়ে?

মহুয়া। সেই রাজকন্যা?

হুমড়া। ও সে রাজকন্যাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে!

মহুয়া। রাগটি তো কম নয়!···কোনদিন বা আমাকেই···

নদেরচাঁদ। (সকাতরে) মহুয়া! মহুয়া!

মহুয়া। ওতে আমি ভুলছি নে। আমি ঐ শ্যামসুন্দর পাবো? এই মন্দির? ঐ বাগান বাড়ী?

নদেরচাঁদ। না মহুয়া, এসব আর আমার নয়। আমার বল্‌তে আজ আর কিছু নেই। আমার আজ আছে শুধু আকাশ, শুধু বাতাস, শুধু ঐ নদীর জল, গাছের ফল! এ বাড়ী-ঘর···এ নাটমন্দির···এ সম্পত্তি··· এখন সব এক রাজকন্যার—

হুমড়া। (আপন মনে বিড়বিড় করিয়া ভাবিতে ভাবিতে) রাজকন্যা! রাজকন্যা! (হঠাৎ মহুয়াকে) আয় বেটি···আয় তোর পিঠের কাপড়-খানি তোল দেখি একবার···অনেকদিন চাবুক মারিনি, আজ শেষ এক ঘা পড়ুক পিঠে—

মহুয়া। (সকৌতুকে নদেরচাঁদের কাছে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে) তুমি চাবুক মার্ত্তে মানা কর না—!

হুমড়া। (হাসিয়া) বহুৎ খুব। ওরে মাণিক···আর দেখ্‌ছিস্ কি···বিয়ের বাজনা বাজা—। (নদেরচাঁদকে) তবে এই বেদেনীকেই বিয়ে কর্ব্বে?

নদেরচাঁদ। হাঁ···

হুমড়া। জাত···কুল···মান?

নদেরচাঁদ। (মহুয়ার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া) এই আমার জাত··· এই আমার কুল···এই আমার মান—

হুমড়া। (ব্যঙ্গে) জাত? কুল? মান? একে অন্তঃপুরে ঠাঁই দিতে পার?

নদেরচাঁদ।...প্রমাণ চাও?...এসো মহুয়া—

মহুয়াকে টানিয়া দ্বিতলে চলিয়া গেলেন

হুমড়া। হুম্। (দ্বিতলের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। যখন আর তাহাদিগকে দেখা গেল না, তখন ..)...মাণিক!

মাণিক। (ছুটিয়া আসিয়া)...কি দাদু?

হুমড়া। কি হ'ল?

মাণিক। ভালোই হ'ল। সম্পত্তি নিজেরা দাবী কর্লে ফ্যাসাদ ছিল বিস্তর...কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ উঠতো...কাজীর বিচারে সেই ডাকাতি...সেই খুন-জখম সব ধরা পড়ে যেতো। তার চাইতে নদেরচাঁদ ঠাকুর বেদেনীকে কর্ল বিয়ে...আমাদের কুল উজ্জল হ'ল। যদি কখনো বেদেনী ব'লে তাকে ঘৃণা করে তখন প্রকাশ ক'রে দেবো এ বেদেনীই রাজকন্যা।

হুমড়া। না—না—সে কতক্ষণ গেছে!...নদেরচাঁদ ঠাকুর হয় ত তাকে বোঝাচ্ছে সেই তার সব...আমি কেউ নই, বোঝাচ্ছে সে তার স্বামী, স্বামীর চাইতে বড় কেউ নয়, যে তাকে পিতার স্নেহে লালন করেছে সে কেউ নয়, যে তাকে মাতার মমতায় পালন করেছে সে কেউ নয়।...কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে...নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে... ওকে বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছি! কত দুঃখ—কত দারিদ্র্য এসেছে আর চলে গেছে...ওকে তার এতটুকু আঘাত সইতে দিই নি...নিজে না খেয়ে ওর মুখে রুটি দিয়েছি, পিপাসার জলটুকুও ওরই মুখে ধরেছি, তাতেই আমার ক্ষুধা মিটেছে...কিন্তু আজ?...আজ যে ওকে হারিয়ে রাজরাজেশ্বর হলেও কে মেটাবে এই বুকের ক্ষুধা...প্রাণের পিপাসা! না—না আমার সেই পোড়া রুটিই ভালো...আমার সেই ছেঁড়া তাঁবুই ভালো...আমার সেই দুঃখই সোণা, দারিদ্র্যই মধু...শুধু তুই আয় মহুয়া...মহুয়া—

সোপানের প্রথম ধাপে ছুটিয়া আসিল মহুয়া

মহুয়া। বাপুজি! বাপুজি! তুমি আমায় ডাক্‌ছ?

হুমড়া। (চাপা গলার ইঙ্গিতে)—আয়!

মহুয়া। (সোপান পথে তম্ তম্ করিয়া নামিয়া আসিয়া হুমড়ার বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়া)…কি বাপুজি?

হুমড়া। চল্—

মহুয়া। (সবিস্ময়ে) কোথায়?

হুমড়া। আমার সেই মাটির ঘরে…আমার সেই ছেঁড়া তাঁবুর তলায়—

মহুয়া। না—না, আমি যাব না। আমি যে এখানে শ্যামসুন্দর পাব! আর কোথাও আমি যাব না—

হুমড়া। ছিঃ বেদের মেয়ে শ্যামসুন্দর নেয় না—ছিঃ!

মহুয়া। না—না, আমি নেব—

সিঁড়ির দিকে ছুটিল

হুমড়া। রক্তে টানে! রক্তে টানে! ওরে, না—না, শোন্…তোর পায়ে পড়ি মা শোন্—

মহুয়া। (সর্দ্দার তাহার পায়ে পড়িবে—শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তখনি আবার ছুটিল) না—

হুমড়া। (ছুটিয়া সোপানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সোপানের উপরে অবস্থিতা মহুয়ার একখানি হাত চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া) তোকে যেতেই হবে!

মহুয়া। শ্যামসুন্দর! আমার শ্যামসুন্দর! (কাঁদিয়া ফেলিল)

মাণিক। তুমি কি কর্ছ সর্দ্দার? ওকে নিয়ে পালালে…এই ঘর-বাড়ী—এই ধন-দৌলত—

হুমড়া। (যেন মৃত্যুকাল উপস্থিত) না—না—আমি চাই না। ওকে পর করতে আমি পার্ব্ব না…তবে আমি বাঁচবো না—বাঁচবো না—

মহুয়াকে বুকে নিয়া ছুটিল

মহুয়া। শ্যামসুন্দর! আমার শ্যামসুন্দর!

হুমড়া। না—না—

পলায়ন

মাণিক। শোনো সর্দ্দার—শোনো—

হুমড়া। (নেপথ্য হইতে) না—না—

মাণিক তাহার অনুসরণ করিল

সোপানের ঊর্দ্ধে প্রথম ধাপে নদেরচাঁদ আসিয়া দাঁড়াইলেন

নদেরচাঁদ। মহুয়া! মহুয়া! (নীচে ছুটিলেন) মহুয়া! (নীচে নামিয়া আসিয়া) মহুয়া! সর্দ্দার! —কেউ নেই! কোথায় গেল?

(দেবদাসীগণ শ্যামসুন্দরের আরতি দিতে আসিল ও মন্দিরে প্রবেশ করিল) তবে কি সবই স্বপ্ন? সবই মায়া? সবই মোহ? (দূরে হইতে ভাসিয়া আসিল গৃহ-গামী বেদের দলের চীৎকার—"ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! ভানুমতীর খেল্! (নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইলেন) ঐ মহুয়াই কি ভানুমতীর খেল? সেই আলো···সে কি আলেয়া? সেই চোখ সেই মুখ · সে কি মরিচিকা? মহুয়া! মহুয়া! (মহুয়ার উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। তখনি সাঁঝের শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। (নদেরচাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন) আরতি! আরতি! জীবনের কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্যের জীবন! (বেদের মাদলধ্বনি ভাসিয়া উঠিল) কিন্তু ঐ বেদের মাদল! ঐ বেদের মাদল! ও যে আমায় পাগল করে।···মহুয়া! শ্যামসুন্দর!···শ্যামসুন্দর? মহুয়া!

প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য

হুমড়া বেদের বাড়ী। চৌচালা ঘর। সম্মুখে প্রাঙ্গণ।
চারিদিকে মানুষ-প্রমাণ মালঞ্চের বেড়া। এক পার্শ্বে একটি মাত্র দরজা

মহুয়া ও পালঙ্ক

মহুয়া। আবার বিয়ে কি রে? বিয়ে তো আমার হয়েই গেছে!

পালঙ্ক। তোর কথায় তো তাই বুঝেছিলাম। কিন্তু সর্দ্দার আজ ঘুম থেকে উঠেই হুকুম দিয়েছে আজ এই পূর্ণিমার চাঁদে তোর বিয়ে হবে!

মহুয়া। আর সেই নদেরচাঁদের সঙ্গে আমার যে বিয়েটি হ'ল···সেটি বুঝি বিয়েই নয়?···আমি যাচ্ছি এখনি সর্দ্দারের কাছে—

পালঙ্ক। গিয়ে লাভ নেই। বিয়ের সব আয়োজন শেষ হয়ে গেছে, আর জানিস্ তো সর্দ্দারের রোখ্—

মহুয়া। আর এদিকে যে আমি নদেরঠাকুরের কাছে খবর পাঠিয়েছি আজ যেন সে এখানে এসে আমায় নিয়ে যায়; তার কি হবে?

পালঙ্ক। কি যে হবে তা জানি নে।

মহুয়া। ওরে, ঠিক্ ধরেছি।...আচ্ছা কার সঙ্গে সর্দ্দার আমার বিয়ে দেবে ঠিক করেছে? বোধ করি সুজন, না?

পালঙ্ক। না—না—সুজন নয়। কে যে তোর বর তা কাউকেই জানায় নি। বর যে কে, সুধু জানে...সর্দ্দার। বরের নাম ভারী গোপনে রেখেছে। ঐ সুজনও বল্‌তে পার্লে না। কে যে বর এইটে জানবার জন্য ও আজ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে, বেশ হয়েছে!

মহুয়া। তুইও দেখছি হাঁপিয়ে উঠেছিস্।...তা দেখ, আমি ঠিক্ ধরেছি আমার কথায় রাখাল নদেরঠাকুরের কাছে গিয়ে বলে এসেছে সে যেন আজ এখানে এসে তার বৌ নিয়ে যায়।

পালঙ্ক। তা কি সে আস্‌বে?

মহুয়া। আস্‌বে। রাখাল সেখান থেকে ফিরে এসেই আমায় বলে গেছে।

পালঙ্ক। তবে আবার বিয়ের যোগাড় কেন?

মহুয়া। সর্দ্দার খুব একটা খেলা দেখবে তাই। নিশ্চয় সর্দ্দার রাখালের কাছে খবর পেয়েছে নদেরঠাকুর আসবে। বরের নাম যে সর্দ্দার গোপন রেখেছে এখন বুঝ্‌লি তার মানে? ঠিক বিয়ের আগে আমার সেই ঠাকুরকে বরের পিঁড়িতে বসিয়ে দেবে! সকলে হো-হো করে হেসে উঠ্‌বে! তা আমিও ভাব দেখাব যেন আমি কিছুই জানিনে। তুইও তাই, বুঝ্‌লি?

পালঙ্ক। তা যদি হয়, সোণায় সোহাগা হবে। তোদের দুটিতে যা মানাবে যেন ঠিক্ মাণিকজোড়!

মহুয়া। আর তোদের দুটিতে? তুই আর সুজন? যেন চখা-চখি?

পালঙ্ক। চোখ নেই ভাই, কারো চোখ নেই। তোর যে ঐ দুটি চোখ...চোখ নয় তো যেন দুটি নীলকুমুদ!

মহুয়া। (পালঙ্কের ফুলের সাজি হইতে খপ্ করিয়া নীলকুমুদ তুলিয়া লইতে গেল) তবে দে...আমার চোখ আমায় দে...

পালঙ্ক। (যেন তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়) না—না—ও দুটি আমি দিতে পার্ব্ব না! তোকে তো কতবার বলেছি, সারা বিলে আজ ঐ দুটি নীলকুমুদই ফুটেছিল...আর একটিও নেই।...ও দুটি নীলকুমুদ যে

ভাই আমি স্বজনের নামে মানত্ করেছি। মানতের ফুল···ওতো ভাই কাউকে দিতে পারি না! তুই বরং একটা নাগকেশর নে—

মহুয়া। বটে? নীলকুমুদ নয়, নাগকেশর? কে চায় তোর নাগকেশর? একে তো তোর নাগরের জ্বালায় জ্বল্‌ছি···তার ওপর নাগকেশর!···শুনবি তবে তোর নাগর আমায় কি বলেছে আজ?

পালঙ্ক। বল দেখি—বল দেখি—

মহুয়ার গান

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী॥
সে কাঁদন শুনি' হের নামিল নভে বাদল,
এল পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী॥
আমার প্রাণের ভাষা শিখে
ডাকে পাখী, 'পিউ কাঁহা,'
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী॥

পালঙ্ক। এ কথা সে বলেইনি—

মহুয়া। একশবার বলেছে। না—না, একশ একবার।

পালঙ্ক। তবে ভুল করে বলেছে। আমি জানি ও এমনি ভুল করে। কথাগুলো বল্‌তে চায় আমাকে, এমনি ওর ভুল, বলে' ফেলে তোকে—!

মহুয়া। এ কথা আমি মানতে রাজী আছি যদি—

পালঙ্ক। যদি—?

মহুয়া। (যেন সোনারূপা বা অমনি আর কিছু চাহিবে ভাব দেখাইয়া, হঠাৎ) ঐ দুটি নীলকুমুদ আমায় দিস্—

পালঙ্ক। কতবার বল্‌ব ভাই? ও যে আমার মানতের?

মহুয়া। বটে? আচ্ছা—

প্রস্থানোদ্যোগ

পালঙ্ক। নেই ভাই আর কোথাও নেই, গিয়েও পাবি নে—

মহুয়া। দে—খি···

প্রস্থান

"মহুয়া" "মহুয়া" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অন্য দিক দিয়া সুজনের প্রবেশ

সুজন। মহুয়া—

পালঙ্ক। কি ভাই?

সুজন। তোকে নয়।

পালঙ্ক। ঐ আমাকেই। তোমার মাঝে মাঝে এমন ভুল হয়!

সুজন। আঃ তুই যা। তোকে বাপুজি ডাক্‌ছে—

পালঙ্ক। ঐ হ'ল।...বাপুজি আর ব্যাটা একই কথা—

সুজন। তোকে ডেকেছে সর্দ্দার...

পালঙ্ক। ঐ হ'ল—বাপ আর বেটা একই কথা!

সুজন। জ্বালাস্‌নে বলছি—দেরী করিস্‌নে, শীগ্‌গীর যা—

পালঙ্ক। না ভাই, আমায় তাড়াস্‌নে, ঐ যে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, কংসাইএর জলে সোনা ফুট্‌ছে, তুই বসে বাঁশী বাজাবি, আমি তোর মালা গাঁথ্‌ব...কেমন হবে ভাই—কেমন হবে?

সুজন। ভারী ভীষণ হবে। জানিস্‌ তো সর্দ্দারের রাগ, আজ দেখলুম ভারী গরম। তোকে খুঁজ্‌ছে।

পালঙ্ক। তোর ভুল হয়েছে। খুঁজ্‌ছে মহুয়াকে। আমায় খুঁজ্‌বে কেন?

সুজন। কেন, জানিনে। সেইটে জেনেই না হয় আয়—

পালঙ্ক। বেশ, না হয় আস্‌ছি।—এই ফুলগুলি নে, কত কষ্ট করে তুলেছি, পায়ে কত কাঁটা ফুটেছে, এখনো রক্ত ঝর্‌ছে—

সুজন। বেশ ফুল তো!...বাঃ—এ দুটি নীলকুমুদ পেলি কোথায় রে?

পালঙ্ক। আর কোথাও একটি নেই। মহুয়া খুঁজে মর্‌ছে, সারা বন আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজছে, কিন্তু আর পেতে হয় না, মাত্র এই দুটিই ছিল, আমি তোর জন্য তুলে এনেছি—

সুজন। বটে!...তা আমি নিলুম, তোর নীলকুমুদ ফুল নিলুম—

পালঙ্ক। শুধু নীলকুমুদ কেন, সব নাও—আমার যা আছে, সব নাও—

সুজন। কিন্তু তুই বড্ড দেরী কর্‌ছিস্‌, শীগ্‌গীর যা, সর্দ্দার তোকে অনেকক্ষণ খুঁজছে—আজ কত কাজ আছে! আজ যে মহুয়ার বিয়ে!

পালঙ্ক। যাই।...মালা গাঁথতে পার্লুম না, এই দুঃখ রয়ে গেল... (হঠাৎ ফিরিয়া)—না—মালাও তো রয়েছে!...আজ আমার ফুল তোর ভালো লেগেছে, চোখে ধরেছে, আজ কি তোকে মালা না দিয়ে পারি?—

নে···আমার এই মালাটি আজ তুই নে—(গলদেশ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া)···আঃ কি সুন্দর মানিয়েছে! পূর্ণমসীর চাঁদ যদি কেউ হয়, তবে সে তুই, তারার মালা তোকে ঘিরে আছে—ঐ আকাশে চাঁদ উঠেছে···ঐ—ঐ—আমার ঠিক্ মনে হচ্ছে··· ওখানে ও তুই-ই! তুই-ই!···তুই-ই!

পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিয়াছিল। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান

সুজন। আমি নই, আমি নই, ও আমাদের মহুয়া! এই মুক্তোর মালা···সেদিন তার গলায় দেখেছিলুম···বলেছিলুম সে যেন পূর্ণমসীর চাঁদ···তারার মালা তার গলা ঘিরে আছে। শুনে সে ভারী খুশী হয়েছিল। কিন্তু আজ কি সে খুশী হবে যদি সর্দ্দার এই রাত্রে ঐ মহুয়া-মালা আমারি গলায় পরিয়ে দেয়···ঐ···(মহুয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল)—

"কত খুঁজিলাম নীলকুমুদ তোরে!"

সে গান গেয়ে আসে···জানিনা আজ রাত্রে এ ভাগ্যে কি লেখা আছে!···কিন্তু···কিন্তু যদি আমার ভাগ্যাকাশেই ও চাঁদ ওঠে···তবে ও চাঁদ কি জ্যোৎস্না শতদলেই ফুটে উঠবে, না—মেঘের অন্তরালে মুখ লুকিয়ে কাঁদবে?

গাহিতে গাহিতে মহুয়ার প্রবেশ, কিন্তু সুজনকে দেখিয়াই গান বন্ধ করিল

সুজন। থাম্‌লে যে?

মহুয়া। আমার খুশী। গান তো আর গাবই না, তোর সঙ্গে কথা কইব না, তোর দিকে চাইব না, তোর মুখ দেখ্‌ব না···

সুজনের দিকে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইল

সুজন। আমি কি কর্‌লুম মহুয়া?

মহুয়া। (ভেংচাইয়া) আমি কি করলুম মহুয়া!

সুজন। বা—রে!

মহুয়া। (চট্ করিয়া ঘুরিয়া তাহার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া) বা—রে! তা—না—না না—না—রে! ভেঁ—পু কেন বাজে রে?

সুজন। আজ যে তোর বিয়ে রে!—

মহুয়া। কার সাথে রে?

সুজন। (এই রঙ্গরসের মধ্যে মহুয়ার এই প্রশ্নে সুজন কাঁপিয়া উঠিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল)—তা তো জানিনে মহুয়া…

মহুয়া। তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়…

সুজন। নিশ্চয় নয় কেন মহুয়া? যদি ভাগ্যবশে তাই-ই হয়?

মহুয়া। যদি তাই-ই হয়! সাধ দেখ! আমায় গাল দিচ্ছিস্? বটে (তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে আবার পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ক্রন্দন সুর মিশ্রিত ঝগড়াটে কণ্ঠে) তোকে যেন ভূতে পায়, পালঙ্ক-পেত্নী যেন তোর বৌ হয়, একটা হুলো বেড়াল যেন তোর ছেলে হয়, একটা নেংটে ইঁদুর যেন তোর মেয়ে হয়, আর একটা নেকড়ে বাঘ যেন তোদের ঘাড় মট্কায়—হাঁ…

সুজন। ওরে—থাম্—থাম্…(শ্লেষে)…তবে কি বিয়ে হবে ঐ নদেরচাঁদের সঙ্গে?

মহুয়া। (তখনি আবার তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) তাই বল।

সুজন। খুব খুশী হয়েছ?

মহুয়া। কি মিষ্টি তোর কথাগুলি!…আচ্ছা ভাই সুজন, তুই মিছিমিছি বাঁশী বাজাস্ কেন?…বাঁশ কাট্তে হয়, চাঁচ্তে হয়, ফুটো কর্ত্তে হয়, ফুঁ দিতে হয়, তবে বাঁশী বাজে। এত কষ্ট করবার দরকার? তোর কথাই যে বাঁশী রে! বল্লি তুই "বিয়ে হবে নদেরচাঁদের সঙ্গে" বল্লি তো নয়…যেন বাঁশী বেজে উঠল!—

সুজন। খুব খুশী হয়েছ মহুয়া, না?

মহুয়া। খুশী? ও আমার বাঁশী-ভাই, ঐ পালঙ্-সই তোকে বিয়ে কর্ত্তে না চাইলে আমিই তোকে বিয়ে কর্ত্তাম…এত খুশী হয়েছি! কিন্তু কি কর্ব্ব…ঐ পালঙ্-সই, সে কি আমায় কম দাগা দিয়েছে?

গান

কত খুঁজিলাম নীলকুমুদ তোয়ে।
আছে নীল জলে শুনো সরসী শু'য়ে॥
উঠেছে আকাশে চাঁদ, ফুটেছে তারা,
আছে সব, একা মোর কুমুদ হারা।
অভিমানে সে কি গিয়াছে ঝ'রে॥
বিল ঝিল খুঁজি, নাই সে যে হায়,
হৃদয় শুধায় চোখে, কোথায় কোথায়!
ঘুমায়ে আছে সে কি আছে লুকায়ে,
সোঁদামাখ এলোচুল গেল শুকায়ে
নদীরে শুধাই—জল যায় যে স'রে॥

মহুয়া। কত খুঁজ্‌লুম কুমুদফুল বনের ঐ বিলের মাঝে, নদীর ঐ নীল জলে, পেলুম না, পেলুম না!

সুজন। এই নাও···এই নাও! (পালঙ্কপ্রদত্ত কুমুদফুল সুজন তাহার হাতে তুলিয়া দিল) আরো যা আছে, সব নাও! আমার যা কিছু আছে সব নাও—(ফুলে ফুলে মহুয়ার সাজি ভরিয়া দিল)

মহুয়া। (হাসিয়া) ও কার ফুল?

সুজন। যারই হোক্, তোমার। যার যত ফুল আছে, যার যত রূপ আছে, যার যত মধু আছে, সব তোমার! তোমার বলেই··ফুল হয়েছে ফুল্ল, রূপ হয়েছে অপরূপ, মধু হয়েছে মধুর!

মহুয়া। কত যে কি বল মনেও রাখ্‌তে পারিনে ছাই!

সুজন। কিছু মনে রাখ্‌তে হবে না। তুমি শুধু আমায় বল্‌তে দিয়ো···তুমি শুধু নিয়ো···

মহুয়া। কি দিবি?

সুজন। কি চাও?

মহুয়া। কি চাই···কি চাই···(ভাবিয়া লইয়া হঠাৎ) তোর গলার ঐ মালা—

সুজন। নাও—নাও মালা। বরের গলায় মধু-রাতে যে মালাটি তুমি দেবে···সেই মালাটি আমার হাতে নাও। এ মালা যার গলায়ই দাও···দিয়ো, কিন্তু তার আগে তোমার গলায় ঐ মালাটি দাও···মহুয়া, একটিবার দেখতে দাও আমার পূর্ণমসীর চাঁদ···তারার মালা গলায় পরে আমার পূর্ণমসীর চাঁদ!

গলায় পরাইয়া দিল

মহুয়া। হাঁ পূর্ণমসীর চাঁদ।···উঠেছে।···(নিকটেই মাদল বাজিয়া উঠিল) মাদল! মাদল! তারি সঙ্গে বাজে ঐ মাদল! ওরে সুজন, কোথায় তোর বেণু? কোথায় আমার বাঁশী? পূর্ণমসীর চাঁদ উঠ্‌ছে··· সোণার-চাঁদ রথে আসছে···আজ আমার বর আসছে···

গান

ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥
স্বপন মাখিয়া সোণার পাখায়
আকাশে উধাও চিত-চকোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

হিজল-বিছানো বনপথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া।
নদীর পারে বন-কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলো-ছায়ায়,
বহিছে পবন গন্ধ-চোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

সুজন। বর আসছে! বন্ধু আসছে! কেই বা বর? কেই বা স্বপন মেখে আসছে! সোণার পাখায় আসছে! কোথা থেকেই বা আসছে?…কে বুঝবে খেয়ালী মেয়ের ঐ হেঁয়ালী?…ও কে? সর্দ্দার! এইবার বুঝি ভাগ্যপরীক্ষা। কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

হুমড়া সর্দ্দার ও পালঙ্কের প্রবেশ

হুমড়া। কে, সুজন? এখানে? বাইরে মিছিলের আয়োজন আর তুই এখানে?

সুজন। আমি—আমি—এই হ'ল গিয়ে—তার মানে—এই ধর সর্দ্দার—আমি বরং মিছিলেই ঢুকে পড়ছি—

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাইতেছিল—

হুমড়া। হুম্। দাঁড়াও…যখন এতক্ষণই ঢোক নি…তখন…

সুজন। বল সর্দ্দার—

হুমড়া। হাঁ তখন শীগ্‌গীর বিলে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এস—

সুজন। আমি ডুব দিয়েই এসেছি সর্দ্দার। বরং আমি রংমশাল-গুলো জ্বালাই—

হুমড়া। না, এখন নয়। সেগুলো বিয়ের সময় জ্বলবে। তুমি বরং…আচ্ছা…তুমি একটু দাঁড়িয়েই যাও।

সুজন। হাঁ সেই ভালো সর্দ্দার, সেই ভালো।

হুমড়া। কিন্তু মহুয়া গেল কোথায়? দেখ্‌ছি একেই বলে—

"যার বিয়ে তার হুঁস্ নেই
পাড়াপড়্সীর ঘুম নেই !"

গেল কোথায় ?···মহুয়া—?

ছুটিয়া মহুয়ার প্রবেশ

মহুয়া। কি বাপুজি ?

হুমড়া। আজ যে তোর বিয়ে—

মহুয়া। নাচি বাপুজি ?

হুমড়া। আঃ খালি নাচ আর খালি নাচ। নাচতে নাচতে পা দুটো ক্ষয়ে যেতে যেতে শেষকালটায় হাঁটু দুটোই থাক্‌বে—(মহুয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। এবং হাঁটু দুইটিই নাচাইতে লাগিল) শেষে ও হাঁটু দুটোও যাবে ক্ষয়ে—(মহুয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল) থাকবে শুধু ঐ মাথাটা—(মহুয়া শুইয়া শুইয়া মাথাটি নাচাইতে লাগিল) শেষে দেখ্‌ছি, মাথাটাও যাবে—

মহুয়া। তখন চুলগুলো—তখন চুলগুলো—

হুমড়া। (চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে) ওঠ্ বেটি, ওঠ্—ওঠ্—(মহুয়া "উ—উ—উ—" করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।) কেমন, আর নাচ্‌বি ?

মহুয়া। উ—উ—না—

হুমড়া। শোন্ এইবার। আজ তোর বিয়ে—আর এই তার গয়না ···দেখেছিস্ ?

মহুয়া। দেখি—(পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে চেষ্টা)

হুমড়া। পালঙ্—(পালঙ্ক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল) মহুয়াকে এই সব দিয়ে কনে সাজিয়ে দে। বৈচির চুড়ী···বাজু···কামরাঙা শাঁখা ···উদয়তারা সাড়ী···চন্দ্রহার···আংটি··· নূপুর···দুল···

এক একটি গয়নার নাম করিয়া তা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল···যাহাতে মহুয়া হাতে পাইয়া কাড়িয়া না লয়। নাম বলিয়া উহা পালঙ্কের থালায় রাখিতে লাগিল। এদিকে মহুয়া প্রথম গয়নাটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেও শেষে গয়নার নাম শুনিয়া ও দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানা। একটি গয়না দেখে আর এক একরকম উল্লাস প্রকাশ করে। কোনটি দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, কোনটি দেখিয়া বিস্ময়ে প্রকাণ্ড 'হাঁ' করিয়া বসিল, কোনটি বা দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল

মহুয়া। এ স—ব আমার?

হুমড়া। স—ব তোর—

মহুয়া। পালঙ্ সই, চেয়ে দেখছিস···ওগুলোও কি (সুজনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া) মানত্ কর্‌ছিস্ নাকি? দোহাই তোর—

পালঙ্ক। বাপুজি, এই নাও থালা। এ আমি বইতে পার্‌ব না। মিছিমিছি কথা শুনবে কে?

মহুয়া। মিছিমিছি?

হুমড়া। আরে থাম্—থাম্। বিয়ের রাতে ঝগড়া কর্‌লে ছেলে-পিলেগুলো কুকুর বেড়াল হয়! যা পালঙ্ যা···সইকে কনে সাজিয়ে আন্—

মহুয়া। (পালঙ্ককে) মিছিমিছি? র'সো! (হুমড়াকে) কি দিয়ে আমি কনে সাজব?···আমি সাজব না।

হুমড়া। কেন বেটি? ঐ যে গয়না কাপড় দিলুম—

মহুয়া। শুধু গয়না কাপড়ে সাজা হয়?

হুমড়া। তবে?

মহুয়া। ফুল লাগবে না?

হুমড়া। ফুল!···ওরে পালঙ্ ফুল ভুলিস্ নি?

পালঙ্ক। তুলেছি। সেই ফুল দিয়েই তো সাজাব!

মহুয়া। আমি চাই নীলকুমুদ···না পেলে আমি সাজব-ই না।···

হুমড়া। পালঙ···ওকে নীলকুমুদ এনে দিস্—

সুজন। হাঁ—হাঁ···তা দেবে বই কি! তা দেবে বই কি!

মহুয়া। (সুজনকে) পেলে দেবে বই কি! তুমি তো আর দেবে না···তাও কোত্থেকে দেবে বাপুজী? সারাটি বিলে দু'টিমাত্র নীলকুমুদ ছিল। (পালঙ্ককে) সত্যি ভাই সই! সারা বিলে আর একটিও নেই। যে দু'টি মাত্র ছিল, পেয়ে গেছি আমি। (ফুল দু'টি বাহির করিল) কিন্তু এ দিয়ে তো আমি সাজ্‌তে পার্‌ব না! (পালঙ্ককে ভেংচাইয়া) এ যে ভাই আমার মানতের!

বলিয়াই ফুল দুইটি পালঙ্কের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল

পালঙ্ক। (সুজনের দিকে অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল) তোর মনে এই ছিল!—আর আমার মালা? আমার মালা?

মহুয়া। (পালঙ্ককে জড়াইয়া ধরিয়া) আরে, ও না দেয়…আমি দেব…আয় না তুই—(তাহাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল)

হুমড়া। হুম্। কিছু একটা ঘটেছে, না?…যাক্ গে। পালঙ্, শোন্। আমরা মিছিল করে বর নিয়ে আসছি…

সুজন। বর ঠিক্ হয়ে গেছে?

হুমড়া। আঃ থামো না।…পালঙ্…তুই মহুয়াকে বিয়ের ক'নে সাজা। আমরা বর নিয়ে এলুম বলে—

মহুয়া। কে বর?

হুমড়া। সে দেখবি এখন। বর নিয়ে এলে এখানে হবে বাক্‌দান। তার পর শেষ রাত্রে হবে বিয়ে।…আয় সুজন—

পালঙ্ক। কিন্তু বরটি কে?

হুমড়া। (চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল) ঐ…সুজন।

প্রস্থান

সুজন ছিল তাহার পশ্চাতে। চমকিয়া উঠিল। মহুয়া ও পালঙ্ক একসঙ্গেই মর্ম্মাহত হইল। পালঙ্কের হাত হইতে অলঙ্কারের থালা পড়িয়া গেল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মহুয়া পার্শ্বস্থ বেড়াতে হেলিয়া পড়িল। প্রথমে সুজনের নিকট সর্দ্দারের এই বিধান আশাতীত সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, আশাতীত আনন্দে তাহার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়াছিল…কিন্তু যখনি মহুয়ার দিকে তাকাইল…তখনি তাহার অবস্থা দেখিয়া আশাহত হইল

সুজন। মহুয়া—(তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল)

হুমড়া। (নেপথ্য হইতে) সুজন—

সুজন চমকিয়া উঠিয়া একবার মহুয়া আর একবার হুমড়ার দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল

*   *   *   *

ক্ষণকাল গভীর নিস্তব্ধতা। উভয়েরই এক ব্যথা। মহুয়া প্রথমে পালঙ্কের দিকে তাকাইল—কি ভাবিল—ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল—তাহাকে সস্নেহে এবং সমবেদনায় হাত ধরিয়া তুলিল। পালঙ্ক কাঁদিতে লাগিল

মহুয়া। কাঁদিস্ কেন সই? সুজনকে আমি বুঝিয়ে বল্‌ব। তাতে যদি না শোনে, তার হাতে ধরে বল্‌ব, তাতেও যদি না শোনে তার পা ধর্‌ব।

পালঙ্ক। না—না—(কাঁদিতেই লাগিল)

মহুয়া। কেন কাঁদিস্?…তার চেয়ে সই তুই ওঠ্…শীগ্‌গীর ওঠ্… ঐ দেখ পূর্ণমসীর চাঁদ কি জ্যোৎস্নাই ছড়িয়েছে! জ্যোৎস্নার ঐ রংএ কেন যেন শুধু আমার সেই সোণারচাঁদের কথাই মনে পড়ছে!…আজই তো তার আসবার কথা…তুই দে সই…আমায় সাজিয়ে দে…দে ভাই দে—

পালঙ্ক। (নীরবে, কিন্তু চোখ মুখে ব্যথা লইয়া মহুয়াকে সাজাইতে লাগিল। অন্যান্য বেদেনীগণ আরো নানারূপ ফুলাভরণ লইয়া গাহিতে গাহিতে আসিল)

বেদেনীদের গান

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে।
মেঘে মেঘে এলো চুলে আকাশ গিয়াছে ভ'রে।
সাজাব কেমন ক'রে॥
কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি,
সাজাতে কি না সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধ'রে॥
কেতকী ভাদর-বধূ ঘোম্‌টা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণী-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনীফুল মানে মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে॥
গন্ধ-মাতাল চাঁপা দুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজী টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে॥

বেদেনীগণের প্রস্থান। রহিল শুধু মহুয়া এবং পালঙ্ক

মহুয়া। আমার মালা? আমার বকুলমালা? যে মালা আমি তার গলায় দেব সে মালা?

পালঙ্ক। সে মালা আজ তোমাকেই গাঁথতে হয়।…আমি ফুল এনে দি…তুমি গাঁথো—

মহুয়া। তুই গেঁথে দে পালঙ্…তুই গেঁথে দে। আমার মন উতলা হয়ে উঠেছে…আমার চোখ কাঁপ্‌ছে…আমার হাতে সূঁচ বিঁধ্‌বে।—

পালঙ্ক। মহুয়া সই—মহুয়া সই, তোমার হাতে বিঁধ্‌বে আর আমার বুকে বিঁধেছে—

ঘরে যাইতেছিল এমন সময়ে দূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল

মহুয়া। ও কার বাঁশী? সই ও কার বাঁশী?

পালঙ্ক। (চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)—তবে কি সে এসেছে?

মহুয়া। এসেছে···সে এসেছে! চল···ওরে পালঙ্‌···চল···

পালঙ্ক। কোথায় যাবে? এখনি যে তারাও সবাই মিছিল নিয়ে এখানেই আসবে।···এসে যদি তোমায় না পায়···একশ একটা ছুরি তখনি ক্ষেপে উঠবে।—(দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

মহুয়া। কি হবে?···সে কি এসে তবে ফিরে যাবে? আমি যাব, সই আমি যাব—(দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

পালঙ্ক। সই! সই! যেতে হবে না সই, তিনি দুয়ারে—

নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদেরচাঁদ। মহুয়া—

মহুয়া। সোণারচাঁদ! সোণারচাঁদ! আমার শ্যামসুন্দর?

ছুটিয়া তাহার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে যাইতেছিল—
এমন সময় পালঙ্ক বাধা দিল

পালঙ্ক। ওরে সর্ব্বনাশ, তারা যে এখনি এখানে ফিরে আসবে!

মহুয়া। এসে খুশীই হবে। দেখ্‌বে আমার বর এসেছে—আমার শ্যামসুন্দর এসেছে!

নদেরচাঁদ। আমি তোমার বর?

পালঙ্ক। বড় গণ্ডগোলের কথা। তারা এসেই ওকে দেখলে তখনি ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে—

মহুয়া। দেবেই তো! কেন দেবে না? তুই দেখ্‌ ওরা কদ্দূর?···

পালঙ্ক বাহিরে গেল

(নদেরচাঁদকে) তুমি কি আমার কম সর্ব্বনাশ করেছ?

নদেরচাঁদ। কি করেছি আমি?

মহুয়া। সারাদিন তুমি আমায় ভাবিয়ে মারো। সারাদিন মনে পড়ে তোমার মুখ···তোমার চোখ···তোমার কথা।···কেন পড়ে?

নদেরচাঁদ। কেন পড়বে না?

মহুয়া। এইতো গেল সারাদিন।···রাতেও কি কিছু কম? সারারাত তুমি আমায় ঘুমুতে দাও না। গাছের পাতা মর্ম্মর করে, মনে হয় তুমি বুঝি এসেছ, ঝিঁঝিঁর রব শুনি—মনে হয় ওরা বুঝি তোমার সাড়া

পেল।···তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি শ্যামসুন্দরের কথাও ভুলে যাই। এ সব কেন?

নদেরচাঁদ। কেন?···কেন না?···কেন তোমার হাতে বাঁশী, পায়ে নূপুর, চোখে মায়া, বুকে মধু, মুখে মমতা?···ও তো আমার নয়···ও যে তোমার!···নাচলে, মন নেচে উঠ্‌ল। ঐ কাজল-কালো আঁখিতে আমার পানে চাইলে···আমার চোখ ক্ষেপে উঠ্‌ল! আর সবার শেষে, যখন পালালে, মনে হল আমার মৃত্যুকাল এল। তখন শুনলাম তোমার বাঁশী। তারপর কি হ'ল জান?

মহুয়া। কি আবার হ'ল?

নদেরচাঁদ। কি হ'ল? শ্যামসুন্দর তুমিও ভুলেছ, আমিও ভুললুম্‌··· মন্দিরের আরতি ভুললুম্‌ পূজা ভুললুম।···শুধু কি তাই? "কিসের গয়া, কিসের কাশী, কিসের বৃন্দাবন, মনে হ'ল ত্রিভুবন খুঁজব সেই বেদের মেয়ে।" লোকে বলে তোমার জাতি গেল। যাক্‌ জাতি। বলে কুল গেল।—যাক্‌ কুল। মান লজ্জা সেও যাক্‌।···সব যাক্‌···আমার সব যাক্‌ ···সব গেছে।···আজ আমার আর কিছু নেই। শুধু বল তুমি কি আছ?

মহুয়া। ছি—ছি, এতদূর! লজ্জা নাই! নির্লজ্জ ঠাকুর তোমার লজ্জা নাই। দড়ি কলসীও কি নাই? জলে ডুবে মরলে না কেন?

নদেরচাঁদ। "কোথায় পাব কলসী, কোথায় পাব দড়ী, তুমিই হও গভীর গাঙ" তাতেই আমি ডুবে মরি!

দূর হইতে শোভাযাত্রার বাদ্য ভাসিয়া আসিতে লাগিল।
মহুয়া চমকিয়া উঠিল

নদেরচাঁদ। ও কি?

মহুয়া। তারা আসছে। তারা ছুটে আসছে।

নদেরচাঁদ। কেন?

মহুয়া। আমার বিয়ে দিতে—

নদেরচাঁদ। বিয়ে দিতে?

মহুয়া। বলি দিতে···সেই সুজনের সঙ্গে!—

নেপথ্যে পালঙ্ক। সই—সই—তারা ছুটে আসছে!

নদেরচাঁদ। বিয়ে দেবে!

মহুয়া। বলি দেবে! বিয়ের নামে তারা আমায় বলি দেবে!

(নদেরচাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল) বলি দেবে গো, তারা আমায় বলি দেবে !

পালঙ্ক। (ভেতরে ছুটিয়া আসিয়া) তারা এসে পড়েছে—তারা এসে পড়েছে—

নদেরচাঁদ। মহুয়া, যাবে তুমি আমার সঙ্গে ?

মহুয়া। যাবো—যাবো—

পালঙ্ক। কিন্তু এখন যায় কেমন করে ?···তারা যে দুয়ারে এসে পড়েছে !—(মাদলধ্বনি অতি কাছে শোনা গেল)

নদেরচাঁদ। তবে !

পালঙ্ক। আপনি ঐ বেড়া ডিঙিয়ে ওপরে থাকুন। একটু ফাঁক পেলেই আমি ওকে আপনার হাতে দিয়ে আসবো ! ঐ বুঝি তারা এলো—(ছুটিয়া দরজার বাহিরে প্রস্থান)

নদেরচাঁদ। কিন্তু যদি সে সুযোগ না মেলে ?···মহুয়া, তবে—? তবে ?

মহুয়া। আমার এই মালাটি নাও···ওতে আমায় মনে পড়বে !

নদেরচাঁদ। এ যে আমারি সেই মালা !

মহুয়া। তোমার বলেই তো আজ আমার। তাই তো তোমায় দিতে পারলুম—(মাল্যদান)

ছুটিয়া পালঙ্কের প্রবেশ দরজা বন্ধ করণ

পালঙ্ক। তারা এসে পড়েছে—তারা এসে পড়েছে—। যদি সইকে পেতে চান···তবে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—

নদেরচাঁদ। মহুয়া ! তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।

মহুয়া। হাঁ থেকো—

বেদের দল দরজায় করাঘাত করিয়া "দরজা বন্ধ কেন ? খোল দরজা—খোল—"

পালঙ্ক। (বেদের দল লক্ষ্য করিয়া) সইকে সাজাচ্ছি—(নদেরচাঁদকে পলাইতে ইঙ্গিত, নদেরচাঁদ বেড়া ডিঙাইয়া পলায়ন করিল। বেদেরা ঘন ঘন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল) এই খুলছি—(মহুয়াকে) তুমি সই শীগ্‌গির···ঘরে যাও। ঘরে গিয়ে ক'রে সাজ। যাও সই, শীগ্‌গির যাও —(মহুয়া যাইতেছিল) হাঁ, আর সেই বকুলমালা ভুলো না—(মহুয়া ঘরে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই বরসাজে সজ্জিত সুজনসহ বেদের দল মহা-উৎসাহে গান ধরিয়া প্রবেশ করিল—

বেদে বেদেনীদের গান

মহুল গাছে ফুটেছে ফুল
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন।
গুনগুনিয়ে ভোমর এল
গুন ক'রে ওর ভোলা লো মন॥
আঁউ'রে গেছে মু'খানি ওর,
কর্ লো বাতাস খুলে আঁচোর,
চাঁদের লোভে এল চকোর
মেঘে ঢাকিসনে লো নয়ন॥
কেশের কাঁটা বিঁধে পাখায়
রাখ লো ওরে বেঁধে শাখায়,
মৌটুসী-মৌ-মদের মিঠায়
কপটে কর্ নিকট আপন॥

হুমড়া। আরে থাম্—থাম্—

"যার বিয়ে তার হুঁস্ নেই
পাড়াপড়শীর ঘুম নেই!"

মহুয়া কই?

পালঙ্ক। সে ঘরে বসে বকুলমালা গাঁথছে—

হুমড়া। এখনো কি বকুলমালাই গাঁথা হয়নি? এতক্ষণ কি সব ঘুমিয়ে ছিলি নাকি?—নাড়াবান্ধা হবে কখন?···আর হিজলতলায়ই বা যাবি কখন? মহামুস্কিলেই পড়েছি দেখ্‌ছি—

সোজা ঘরে চলিয়া গেল

বেদে বেদেনীগণের নৃত্যগীত

"মহুল গাছে ফুটেছে ফুল—
নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন।"

নৃত্যগীতের মধ্যে পালঙ্ক নাচিয়া নাচিয়া সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল। সুজন তাহার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের দরজায় উঁকি মারিতে লাগিল এবং পালঙ্কের সঙ্গে চোখে চোখে পড়িতেই অপ্রস্তুত হইতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষে বধূসাজে সজ্জিতা মহুয়াকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল

হুমড়া। নে আবার নাড়া-বেঁধে হিজলতলায় চল—

মাড়াবান্ধার উৎসব। সুজন ও মহুয়া এক জায়গায় বসিল। মহুয়ার পশ্চাতে পালঙ্ক

বেদেগণ। আজ আমাদের সুজনের সঙ্গে—
বেদেনীগণ। আমাদের মহুয়ার—
হুমড়া। বিয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ!
বেদেগণ। হোঃ হোঃ হোঃ!
বেদেনীগণ। হিঃ হিঃ হিঃ!

(সকলের মদ্যপান)

বেদেনীগণ। একটা ছিল হাতী—
বেদেনীগণ। ভালো মানুষ অতি!
বেদেনীগণ। আর যে ছিল ইঁদুর—
বেদেনীগণ। দূর-দূর-দূর-দূর!
বেদেনীগণ। দু'জনে হ'ল বিয়ে!
বেদেনীগণ। গলায় দড়ী দিয়ে!
বেদেগণ। হাতীর গলায় ঘণ্টা—
বেদেনীগণ। নাচে মোদের মনটা!
হুমড়া। শোন্—শোন্—এইবার তোরা আমার ছড়া শোন্—

"এক যে ছিল নদের ঠাকুর
কপালে তার ঘণ্টা।
যত ছিল বেদের দল
নাচে তাদের মন্‌টা॥

আরো শোন—

কাঁচকলা খায় ন'দে—
আর মদ খায় বেদে!"

বল—বল—
বেদের দল। (মহা উৎসাহে)

কাঁচকলা খায় ন'দে
আর মদ খায় বেদে!

(মদ্যপান)

এইরূপেই "স্ত্রীআচার" হইতে লাগিল। সকলে মদ খাইতে লাগিল, কিন্তু মহুয়া ও পালঙ্ক না খাইয়া, খাইবার অভিনয় করিল মাত্র—অন্যান্য বেদে বেদেনীগণ পূর্ব্বোক্ত ছড়াগুলি মাতলামিতে বলিতে বলিতে মদ লইয়া কাড়াকাড়ি, নিজেদের মধ্যে প্রেমাভিনয় ইত্যাদিতে ক্রমে ক্রমে প্রায় বেহুঁস হইয়া পড়িল। মহুয়া ও পালঙ্ক এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল। পালঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিল অনেকেই তখনো একেবারে জ্ঞান হারায় নাই। বিশেষ, সুজন তখনো মাঝে মাঝে "মহুয়া" "মহুয়া" করিতেছিল। হঠাৎ বাহিরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পালঙ্ক ও মহুয়া অধীর হইয়া উঠিল

সুজন। (নেশার ঘোরে)
আমার মহুয়া বৌ
বাঁশী বাজায়…
দাঁড়িয়ে ঐ বকুলতলায়,
হাঁ-গো…আমার
বকুলমালা—

হাত বাড়াইল

পালঙ্ক। দাও সই…বকুলমালা দাও—

মহুয়া বকুলমালা সুজনের হাতে দিল—

সুজন। (সেই মালা গলায় পরিতে পরিতে সুরে)
হাতীর গলায় ঘণ্টা—
…নাচে আমার মনটা—

—নাচেরে—

ঢলিয়া পড়িল। তখনি আবার বাহিরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। পালঙ্ক ও মহুয়া আবার চমকিয়া উঠিল। মহুয়া বিশেষ ব্যাকুল হইল। পালঙ্ক তাহাকে বহুকষ্টে শান্ত করিয়া সুজন ও মহুয়ার বাঁধন খুলিয়া দিল। এবং নিজে মহুয়ার ওড়না পরিয়া তাহার স্থল গ্রহণ করিয়া মহুয়াকে তাহার ওড়না পরাইয়া দিল। অদূরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহুয়া তাহারি তালে তালে চলিল। বাঁশীর সুরে সুরে সে আত্মহারা হইয়া বাহির হইয়া গেল। পালঙ্ক বধূর আসনে বসিল

সুজন। (মত্ততায়) মহুয়া-পরী নাচে! আকাশ-পরী গান গায়! পালং পেত্নী হাসে—দাঁত বের করে হাসে!

আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। হঠাৎ একটি বজ্রপাত হইল। সকলের নেশা ছুটিয়া গেল। মেঘগর্জ্জন, পুনরায় বিদ্যুৎ

সুজন। মহুয়া! মহুয়া।

পালঙ্ক ভয়ে দূরে সরিয়া গেল

হুমড়া। (চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) ওরে মেঘ ডাকছে··· বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে···সামাল! সামাল! ওরে তোরা ওঠ—তোরা ওঠ—

সুজন। মহুয়া! মহুয়া! (ডাকিতে ডাকিতে তাহাকে ধরিল)

পালঙ্ক। আমি পালং

সুজন। (আশ্চর্য্যে) পালং!···তুই?···মহুয়া কৈ?

হুমড়া। মহুয়া—মহুয়া—

সুজন। নাই সে এখানে নাই—(চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান)

হুমড়া। নাই, তবে সে কোথায়?

সুজন। (পালঙ্কের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল) সে কোথায়?

পালঙ্ক। আমি বলব না—

হুমড়া। তবে কি সে পালাল?

সুজন। (পালঙ্ককে) পালিয়েছে?

পালঙ্ক। পালিয়েছে—

হুমড়া। (স্তম্ভিত হইল)···কোথায় পালাল?

সুজন। আমি ধরব···আমি—(দরজার দিকে ছুটিল)

হুমড়া। (পালঙ্ককে) কার সঙ্গে পালাল?

পালঙ্ক। নদেরচাঁদ—

সুজন। (নদেরচাঁদের কথা শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল) নদেরচাঁদ!

হুমড়া। ওরে সুজন···ধর···ধর সেই দুষমনকে ধর······তীর নে··· ধনুক নে···বর্ষা নে···ছোট্···ওরে সুজন···তোরা ছোট্—

সুজন। ধরতে তোদের এখনি পারি—এখনি—এখনি।···এখনি নিতে পারি দুষমনের শির। এখনি ধরে আনতে পারি সেই বেইমানি।··· কিন্তু না—না—

হুমড়া। না? কেন?

সুজন। ধরে এনে লাভ? (কাঁদিয়া ফেলিল) হাত বাঁধতে পারি, পা বাঁধতে পারি, কিন্তু মন বাঁধ্‌ব কেমন করে?

হুমড়া। (অন্যান্য বেদেদের প্রতি) ওরে, তবে তোরা ছোট···ক্ষেপে ওঠ···নেচে ওঠ···রক্ত-পাগল হয়ে হিংসা-মাতাল হয়ে ছুটে যা—

বেদেগণ। আর তুমি?

হুমড়া। (যেন কি বিভীষিকা দেখিল) না—না—আমি না। আমি বুঝছি সে দুর্নিবার। তার পিতার বুকে অকাতরে ছুরী বসিয়ে দিয়েছিলুম …কিন্তু…না—না…এ অসি ধ'রে না…এ শুধু বাঁশী বাজিয়ে এসে তার অপরূপ রূপে আমার রূপসী কন্যাকে আমারি বুক থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়! যদি সে লড়াই কর্ত্ত…আমিই তার শির নিতুম…কিন্তু সে যে যুদ্ধ করে না…সে শুধু ভালোবাসে…সে শুধু কাঁদে—!

বেদেগণ। তবে?

হুমড়া। হাঁ তবে শেষ চেষ্টা…বেদের প্রতিজ্ঞা।…সেই প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা সকলের সকল দুর্ব্বলতাকে তলিয়ে দেয়। কর্ প্রতিজ্ঞা, ধর্ ছুরী—(সকলে একসঙ্গে ছুরী বাহির করিয়া উৰ্দ্ধে তুলিল) ধর্ব্ব…আমরা ওদের দুজনকেই ধর্ব্ব…ধরে ওদের দুজনের বুকেই—

বলিয়াই বেদের দল একসঙ্গে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, বসিয়াই প্রত্যেকের ছুরী যুগপৎ মাটির বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। পারিল না শুধু সুজন, তাহার উত্তোলিত ছুরিকাখানি কাঁপিতে কাঁপিতে হাত হইতে খসিয়া পড়িল

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য

বনের মাঝে বেদের দলের তাঁবুর ছাউনি। রাত্রি অনেক হইয়াছে, মশাল নিভাইয়া বেদের দল তাঁবুর ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চাঁদের আলোয় দেখা গেল তাঁবু হইতে গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া আসিল পালঙ

গান

খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এল চাঁদের জোয়ার॥
সঙ্কেত-বাঁশরী বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দুলে সাগর পাথার।

জেগে উ'ঠে কাননে ডেকে উঠে পাখী
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!
অসহ রূপের দাহে ঝলসি' গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!
ঘুমন্ত যৌবন, তনু, মন, জাগো!
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো।
চল বিরহিনী অভিসারে বঁধুয়ার॥

সুজনের প্রবেশ

সুজন। এ সব কি হচ্ছে?

পালঙ্ক। যা হচ্ছে, তাই হচ্ছে!

সুজন। যা নয়, তাই হচ্ছে।...এখন তো চেঁচামেচির সময় নয়, সকলকে ঘুমুতে হবে...শেষরাত্রে উঠে আবার সবাইকে ছুটতে হবে—তোরা নিজেরা ঘুমোচ্ছিস্ না, যারা ঘুমিয়েছে তাদের ঘুম ভাঙাচ্ছিস্!

পালঙ্ক। ঘুম এলে তো ঘুমুব?

সুজন। সর্দ্দার যে এই সবে ঘুমিয়েছে...নইলে কথাটা তাকে এখনি গিয়ে শোনাতুম...তোর চোখ দু'টো উপড়ে ফেল্‌ত!

পালঙ্ক। তা বেশ হ'তো! আমি কাণা হতুম্, তুই আমাকে বেঁধে বেড়ে খাওয়াতিস, আর বুকে পিঠে নিয়ে পথ চল্‌তিস্—

সুজন। তবু কথা?

পালঙ্ক। বেশ, তবে আর কথা নয়, এবার তবে...(অন্যান্য বেদেনীদের ডাকিল) আয় ভাই আমরা নাচি! এমন চাঁদিনীরাতে...আজ সারারাত জেগে আমরা নাচব!

বেদেনীরা নাচিতে নাচিতে বাহির হইতে লাগিল। সুজন বিরক্ত হইয়া নিরুপায়ে একটি গাছের গুঁড়িতে বসিয়া পড়িল এবং বেদেনীদের নৃত্যগীত মধ্যে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল

নৃত্যগীত

আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি' নাচে ধীরি ধীরি
তারা অগণন॥
প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনীদলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলালো
খোলো নিঁদ-মহল-অকারণ॥

ঘু'রে ঘু'রে গ্রহ, তারা, বিশ্ব, আনন্দে
নাচিছে চাচুনী ঘূর্ণীর ছন্দে।
লুকোচুরি-নাচ মেঘ তারা-মাঝে,
নাচিছে ধরণী আলোছায়া সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমু ঝুমু বাজে
খুলি খুলি পড়ে ফুল আভরণ॥

প্রস্থান

* * * * *

ক্ষণপরে হুমড়া সর্দ্দার সুজনকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল

হুমড়া। সুজন! সুজন! এই যে, এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে!···থাক্···ডাকবো না।···সারাদিন ছুটেছে···ও যেন ক্ষেপে গেছে···যেন পাগল হয়েছে···মহুয়াকে যে ও বড়ই ভালোবাস্তো!···একবার যদি তাকে পাই···একবার যদি তাদের ধর্ত্তে পারি···একবার যদি···

প্রতিহিংসা লইবার আবেগে আর কথাই বাহির হইল না···
কিন্তু সুজন জাগিয়া উঠিল—

সুজন। (ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সর্দ্দার!

হুমড়া। হাঁ, সর্দ্দার।···তুই একটু ঘুমিয়ে নে সুজন···(সুজন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সস্নেহে) বড় হয়রাণি···বড় দিকদারি···না? আ-হা···এখনো কপালে ঘাম ঝর্‌ছে! সেই রাক্ষুসী···সেই শয়তানির এই কীর্ত্তি!···আ—হা—তুই যা···গিয়ে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে নে—

সুজন। তুমি ঘুমুলে না সর্দ্দার?

হুমড়া। ঘুম পাচ্ছে না, যদিই বা পায়, স্বপ্ন দেখে জেগে উঠ্‌ছি, চীৎকার কচ্ছি···কাঁদ্‌ছি—(তৎক্ষণাৎ) না—না—ক্ষেপেই যাচ্ছি—, কিন্তু আর কয় রাত্রি না ঘুমিয়ে থাক্‌ব?···আমি যে এখনো পাগল হ'য়ে যাইনি কেন তাই ভেবে অবাক হচ্ছি!

সুজন। চল বাপুজি, তুমি ঘুমুবে চল, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব—

হুমড়া। (মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার কথায় হঠাৎ মহুয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল)···মহুয়া! মহুয়া!···সে দিত···আমি ঘুমুতুম।···সে চলে গেছে···সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়ে গেছে আমার ঘুম···(এই কোমলতায় নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া)···যাক্ গে ঘুম···সে গেছে···সঙ্গে

লুটে নিয়ে গেছে আমার মান···বেদের সম্মান···।···তাই তার শির চাই···তাই তাকে চাই···আর চাই তাকে···যে তাকে লুট করেছে—কিন্তু, ওরে সুজন, তা কি হবে? তাদের কি পাব?···কবে পাব? কবে? কবে?

সুজন। না বাপুজি, এখন ক্ষেপে উঠ্‌লে সব মাটি হবে।···তুমিই যদি পাগল হয়ে যাও···তাদের দুষমনি ষোল আনায় পূর্ণ হবে। দুষমনি বহুৎ হয়েছে, আর তাকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, তোমাকে ঘুমুতে হবে, তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমার যে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, তুমি চল, ঘুমুবে চল—

তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল

হুমড়া। হাঁ, আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, যতদিন তাদের ধর্‌তে না পার্‌ছি, যতদিন তাদের বেইমানির শোধ নিজে হাতে···এই হাতে না নিতে পার্‌ছি ততদিন বেঁচে আমাকে থাক্‌তেই হবে···

সুজন। তাহলে একটু ঘুমুতেও হবে।···তুমি চল···তুমি চল সর্দ্দার—

হুমড়া। তুই?

সুজন। আমিও। আমিও ঘুমুব। ঘুম আসে না কেন যেই ভাবি, অমনি মনে হয় মহুয়ার মুখ—

হুমড়া। ওরে, আমারো—আমারো—! বুক ভেঙে যায়···বুক ভেঙে যায়—

সুজন। মনে হয় সে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন হাস্‌ছে···তখনি ক্ষেপে উঠি···ভাবি···আমাদের দুর্দ্দশা দেখেই সে হাস্‌ছে!

হুমড়া। বটে?···দুর্দ্দশা দেখে হাস্‌ছে! দুর্দ্দশা দেখে হাস্‌ছে?

সুজন। তাই তাকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমরা তাকে ছেড়েও ঘুমুতে পারি···বেশ সুখেই আমাদের দিন কাটে; জীবনও বেশ চলে যায়। চল সর্দ্দার···চল···

একরূপ জোর করিয়াই সুজন হুমড়া সর্দ্দারকে লইয়া চলিল

হুমড়া। তুই ঠিক্ বলেছিস্···ঠিক্ বলেছিস্···জীবন তো বেশ চলে···জীবন তো বেশ চলে যায়!

দুজনে চলিয়া গেল

*   *   *   *   *

গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ দূরে দেখা গেল দুইটি মূর্ত্তি···দূরে ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন নদেরচাঁদকে ধরিয়া ত্রস্তভাবে মহুয়ার প্রবেশ। নদেরচাঁদ নিতান্ত অবসন্ন, দুই পা চলিয়াই পড়িয়া যায়, মহুয়া তাহাকে আবার তোলে। আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চলিতে থাকে।

এমনি করিয়া নদেরচাঁদকে মহুয়া ছাউনির সীমানায় আনিয়া একটী বৃক্ষের তলে বসাইল। বৃক্ষগাত্রে হেলান দেওয়াইয়া বসাইল। তাহার মাথাটি হেলিয়া পড়িতেছিল, তাহা বৃক্ষগাত্রে আরামে রাখিবার ব্যবস্থা করিল

মহুয়া। তুমি এইখানে ব'সো।···মনে হচ্ছে আমাদেরই জাত-ভাই কোন বেদের দলের ছাউনি। দেখেই আমি চিনেছি।···আর আমি ভয় করি নে।···আমাদের জাত-ভাইরা ভারি দরদী···জাতের কারো বিপদ দেখ্‌লে ওরা অমনি তার সকল বিপদ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বুকে ঠাই দেয়।···

নদেরচাঁদ। মহুয়া, ভারী তেষ্টা পেয়েছে—আর যে পারি না···

মহুয়া। আর ক্ষিধে বুঝি পায় নি? ক্ষিধেয় পা চলছে না এ কথাটা এই মেয়ে মানুষের কাছে বল্‌তে বুঝি···(জীব কাটিল)···তা পাবে গো, সব পাবে, তেষ্টার জলও পাবে, ক্ষিধের রুটিও মিলবে, এই দেখ না—

পা টিপিয়া টিপিয়া কিছুদূর গিয়া, পরে হামাগুড়ি দিয়া, এবং শেষে গড়াইয়া তাবুর মধ্যে ঢুকিল

নদেরচাঁদ। যাদু জানে, ও যাদু জানে!···ওর মুখখানি দেখতে পাই···আর সকল ক্ষুধা মিটে যায়, ওর ঐ কাজল-কালো আঁখি দু'টির দিকে চাই···সকল তৃষ্ণা সরে যায়।···যেই চলে গেছে···মনে হচ্ছে ছাতি ফেটে গেল···ওঃ—

অৰ্দ্ধসুপ্ত অৰ্দ্ধজাগ্রত হুমড়া সর্দ্দারের প্রবেশ

হুমড়া। (মহুয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে) কেন ঘুমুব? আমি ঘুমুব না।···আজ আমি তোদের নাচ দেখব। ওরে মহুয়া, ভানুমতীর খেল্‌টা আজ আমাকে দেখা···সেই যেমন এক পূর্ণিমা রাতে চুপি চুপি আমায় দেখিয়েছিলি!···ভারী ভালো লেগেছিল!···কি? আজ নাচবি নে?···কেন রে? কি বল্‌ছিস্?

উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল

নদেরচাঁদ। (সবিস্ময়ে) হুমড়া সর্দ্দার! সর্ব্বনাশ! এ তবে ওদের ছাউনি! মহুয়া যে—কি করি! কি করব!

হুমড়া। ওঃ···ক্ষুধা পেয়েছে!···তেষ্টাও পেয়েছে?···কি? দু'দিন না খেয়ে রয়েছিস? কি বলছিস তুই মহুয়া! মানুকেরা কি তোকে খেতে দেয় না? বটে! বটে!

নদেরচাঁদ। আশ্চর্য্য! কার সঙ্গে কথা কইছে?

হুম্‌ড়া। আমার দুধের মেয়ে দু'দিন না খেয়ে আছে! র'সো… আমি সবাইকে দেখাচ্ছি—

প্রস্থান

নদেরচাঁদ। যাক্…চলে গেছে!…এই ফাঁকে যদি মহুয়া—

রুটি হাতে ছুটিয়া মহুয়ার প্রবেশ

মহুয়া। ভানুমতীর খেল! ভানুমতীর খেল—তুমি দেখতে চেয়েছিলে, আজ দেখবে?

নদেরচাঁদ। চুপ! চুপ! সর্ব্বনাশ!

মহুয়া। সর্ব্বনাশ না পৌষমাস! হাঃ হাঃ হাঃ।

নদেরচাঁদ। মহা সর্ব্বনাশ, বলছি, কিন্তু জল কই পেয়েছ?

মহুয়া। (দুঃখে) ঐ ভাই জলই পেলুম না।—যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এই রুটিই কি পেতুম! শেষে সবার বালিশের নীচে খুঁজতে লাগলুম… পেয়ে গেলুম একজনের মাথার তলে!…আমি কি করি জানো? যেদিন রুটি কম থাকে, তখন জানি চুরির ভয় আছে, তাই মুখে পূরে ঘুমাই! একবার কে এসেছিল চুরি কর্ত্তে…আমি জেগে "নেই" "নেই" বলতে বলতেই তা সাবাড় করে দিলুম—

নদেরচাঁদ। কথা রাখো মহুয়া।…জানো এ কাদের ছাউনি?

মহুয়া। না-ই বা জানলুম! ক্ষুধা পেয়েছে…খাবার পেলেই হ'লো!

নদেরচাঁদ। খাবার আর মুখে তুলতে হবে না!…

মহুয়া। জল নেই বলে? (আত্মহারা হইয়া ব্যাকুল স্বরে) জল… একটু জল…কে আমায় একটু জল দেবে—? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, কে একটু জল দেবে? (অনুসন্ধান)…

জলপাত্র হাতে লইয়া হুমড়া সর্দ্দারের প্রবেশ। তেমনি স্বপ্নবিজড়িত অবস্থায়

হুমড়া।…এই যে মা…এই নে…

মহুয়া অবাক হইয়া গেল। প্রথমে ভয়ে পিছাইয়া আসিল

হুমড়া। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে…এমন পিপাসা পেয়েছে, আ—হা-হা…এই নে মা…জল নে—, আমি নিজে ঝিল্ থেকে তুলে নিয়ে এলুম…নে—(অগ্রসর হইল)

মহুয়ার নদেরচাঁদের জন্য আশঙ্কা হইল। ব্যাধভয়-ভীতা হরিণীর মতো ছুটিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল

নদেরচাঁদ। মহুয়া, কেমন করে পালাব! উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়!

হুমড়া। ঐ তবু বলছিস তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, আরে এই যে আমি জল নিয়ে এসেছি!…

মহুয়া। দাও…দাও…!

হুমড়া। (পরম আগ্রহে) নে—নে—

জলপাত্র মহুয়ার হাতে দিল। মহুয়া হুমড়ার দিকে পেছন ঘুরিয়া জলপাত্র নদের-চাঁদের হাতে দিল। পরে আবার হুমড়ার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল

হুমড়া। আঃ খেয়েছিস মা? আ—হা—হা—তোর সোণার বরণ কালী হয়ে গেছে! শুকিয়ে গিয়েছিস! বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন আর তেমন রোজগার কর্ত্তে পারি নে। ওরে, আমারো পেট ভরে না… আমি আর বাঁচবো না…যে দু'টো দিন বাঁচি…আমার খেতে দিস্—

মহুয়া। বাপুজি! বাপুজি!

তাহার বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

হুমড়া। আ—হা—হা—! আমার ঘুম পাচ্ছে! আমার ঘুম পাচ্ছে! আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দে…দে রে মহুয়া, দে…

মহুয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। হুমড়া ঘুমাইয়া পড়িল

মহুয়া।…বাপুজি! (উত্তর পাইল না) বাপুজি! (উত্তর নাই) …ঘুমিয়ে পড়েছে!…এ আমরা কোথায় এসে পড়েছি!

নদেরচাঁদ। বাঘের মুখে—

মহুয়া। বাপের বুকে! আজ কতদিন পরে ওকে পেলুম! আজ কি ভালোই আমার লাগছে!

নদেরচাঁদ। ভুল! ভুল মহুয়া! বাঘও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে। এ তাই। তোমার সর্দ্দার স্বপ্নে কথা কইছে…স্বপ্নে জল দিয়েছে…স্বপ্নে তোমায় আদর কর্‌ছে…স্বপ্নে…সব স্বপ্নে!…যেই জেগে উঠ্‌বে—

মহুয়া। এ্যাঁ, তাই তো!…তাহলে? তাহলে তখনি তো তোমায় —তুমি পালাও—তুমি পালাও—

নদেরচাঁদ। তুমি?

মহুয়া। না—না—আমি না। আমি যাব না। যেতে পারব না। ওকে আজ কতদিন পর পেয়েছি…কতদিন পর আমার কোলে

মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, কতদিন পর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি···
কতদিন পর [illegible] যাবনা···কিছুতেই না—

নদেরচাঁদ। তবে আমিও যাব না।

মহুয়া। না-না, ওরা যদি শুধু তোমার বুকেই ছুরী বসিয়ে দেয়—

নদেরচাঁদ। তুমি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ো। আমার মাথাটি অমনি করে কোলে নিয়ো···তোমার ঐ কাজল-কালো আঁখি দু'টি দিয়ে আমার পানে চেয়ো—দূরে যেয়ো না সখী, দূরে যেয়ো না, মরণকালে যেন তোমায় দেখেই মরি!

মহুয়া। না—না—না—তোমার পায়ে কাঁটাটি ফুটলে যে আজ আমার বুকে বেঁধে! না—না—না···তুমি পালাও—তুমি পালাও···

হুমড়া। (স্বপ্নোত্থিতের মতো স্বপ্নাবেশেই)—পালাও···পালাও··· (ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হুমড়া কিন্তু মহুয়াকে লক্ষ্য করিল না, তাহারি সম্মুখে আর এক মহুয়াকে কল্পনা করিয়া ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া)—পালাও—পালাও—পালাও···ঐ তারা আসছে···ঐ যে···হুমড়া সর্দ্দার···চোখে তার জ্বালা হাতে তার ছুরী···তারি পেছনে ঐ সুজন বুকে তার জ্বালা হাতে তার বর্ষা, তার পেছনে মানকে···তার পেছনে···উঃ উঃ উঃ পালা···তুই পালা···

মহুয়া। বাপুজি! বাপুজি!

হুমড়া। বাপুজি তোকে বাঁচাতে পারবে না···সর্দ্দার বাঘের মতো ছুটে আসছে···তুই আমার মেয়ে আমার বুক খালি হবে! ও-হো-হো আমার বুক খালি হবে! পালারে তুই পালা···তোর পায়ে পড়ি··· পালা—

পায়ে পড়িতে গেল

মহুয়া। পালালুম···বাপুজি।···কিন্তু তোর কথা যে ভাবতে পাচ্ছিনে! পেটপুরে তুই রুটি খেতে পাস্‌নে!···এত কষ্ট···এত কষ্টের মধ্যে তোকে রেখে কেমন করে যাই—

হুমড়া। রুটি না পাই সেও ভালো, কিন্তু তুই মরলে যে আমার কবরে মাটি দেবারও কেউ রইবে না! (চীৎকার করিয়া উঠিল) ঐ তারা এসে পড়েছে—ঐ তারা এসে পড়েছে—! ঐ—ঐ—

ভয়ে কাঁপিতে লাগিল

মহুয়া। পালালুম বাপুজি। (নদেরচাঁদের কাছে গিয়া)—তোমার মালাটি আমায় আজ আবার দেবে—

নদেরচাঁদ। সে কি! তোমার মালা···নাও—

মহুয়া। সেদিন আমি তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম, আজ তুমি আমার গলায় পরিয়ে দাও—

নদেরচাঁদ। নাও—

মহুয়ার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন

মহুয়া। এবার তবে সত্যি সত্যিই আমার হল।···(হুমড়ার কাছে গিয়া) বাপুজি···আমরা পালাচ্ছি···কিন্তু·· এই রইল—

হুমড়ার মুঠায় মালাটি গুঁজিয়া দিল

ওর একটা মুক্তো খুলে রুটির কষ্ট দূর ক'রো···বাকীগুলো বুকে রেখে আমার কথা মনে রেখো—

বলিয়াই নদেরচাঁদের হাত ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল

হুমড়া। এখনো কথা! এখনো গেল না!

ছুটিয়া সুজনের প্রবেশ

সুজন। সর্দ্দার! সর্দ্দার! এখানে দাঁড়িয়ে কেন? (সাড়া না পাইয়া পুনরায়) সর্দ্দার—! (তথাপি সাড়া না পাইয়া তাহাকে ঝাঁকি দিয়া) সর্দ্দার! (হুমড়ার ঘুমঘোর ভাঙিল) চীৎকার করছিলে কেন?

হুমড়া। কে? কে?

সুজন। আমি সুজন—

হুমড়া। সুজন! ও এখনি বুঝি আবার ছুটতে হবে? ভোর হয়েছে বুঝি?

সুজন। হাঁ, ভোর হয়ে এল—সর্দ্দার, তুমি আর তবে ঘুমাওনি?

হুমড়া। ঘুমিয়েছিলুম কি? (স্মরণ করিতে চেষ্টা)···ওরে···ওরে ···হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মহুয়া আসছিল···(চীৎকার করিয়া উঠিল) ওরে সে তো এসেছিল!

সুজন। কে?

হুমড়া। মহুয়া···

সুজন। সে কি সর্দ্দার?

হুমড়া। (চীৎকার করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে) এসেছিল। এসেছিল।

সুজন। কখন?

হুমড়া। এখনি—

সুজন। তুমি তবে স্বপ্নে দেখেছ!

হুমড়া। স্বপ্ন?···ও হাঁ···তবে হয়ত···স্বপ্নই।···(কিন্তু তখনি হাতের মুঠো মুক্তোরমালা দেখিয়া) এ কি! এযে মুক্তোরমালা (চীৎকার করিয়া উঠিল) ওরে—ওরে, এ যে সেই মালা—

সুজন। (দেখিয়া) মহুয়ার সেই মালা!

বিষম বিস্মিত হইল

হুমড়া। এসেছিল···এসেছিল···তবে তো স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই সে এসেছিল···হয়তো এখনো এখানেই আছে···হয়তো এই কাছেই কোন-খানে আছে—(উন্মাদের মতো) খোঁজ্···খোঁজ্···ওরে জাগ্···তোরা সবাই জাগ্···(বেদেগণ ছুটিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল)···ঐ মহুয়া যায়···ধর্···ধর্···নিয়ে আয় বর্শা—এনে দে আমার ছুরী···এসেছিল··· সে এসেছিল—!

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য

মন্দির

মন্দিরের সুবৃহৎ দরজা, সুবিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী। নিম্নে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার এক-পার্শ্বে একটি যাত্রীনিবাসও আছে। যাত্রীনিবাসে ঢুকিবার একটি দরজা দেখা যাইতেছে। আর দেখা যাইতেছে যাত্রীনিবাসের একটি সুবৃহৎ বাতায়ন···উন্মুক্ত বাতায়ন তলে দাঁড়াইলে প্রাঙ্গণটি পরিদৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গণের অপরপার্শ্বে মন্দিরবাড়ীর সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সদর দরজা।

যাত্রীনিবাসে বাতায়নে ভর দিয়া নদেরচাঁদ দাঁড়াইয়া। তাহার চেহারায় অতিশয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছিন্ন ভিন্ন বেশ, শোক-মলিন চোখমুখ মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি

প্রাঙ্গণে মধু পাগলি বাতায়ন নিম্নে দাঁড়াইয়া নদেরচাঁদের উদ্দেশ্যে গান গাহিতেছিল

গান

ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই
এপার ওপার করি॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই
দেখেছিলাম তায়,
এখন আয়না আছে পড়ে রে ভাই
আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি॥
আমি তারির আশায় তরি নিয়ে
ঘাটে বসে থাকি।
আমার তারির নাম ভাই জপমালা
তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছেরে
নয়ন-নদীর জলে ভরি।
ঐ নদীরও জল শুকায় রে ভাই
সে জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফেরেনা কি
দিলে মাথার কিরে।
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হ'লাম দেশান্তরী॥

গানের শেষ দিকে মন্দিরের মধ্য হইতে সন্ন্যাসীর প্রবেশ। তৎপূর্ব্বে নদেরচাঁদ বাতায়ন হইতে সরিয়া গিয়াছেন। গান শেষ হইল

সন্ন্যাসী। রাধু!

রাধু। (তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিল) প্রভু!

সন্ন্যাসী। সেদিন যাকে নদীর জল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে এনে যাত্রী-নিবাসে ঠাঁই দিয়েছি···সে নাকি বলেছে সে বেদে?

রাধু। বেদের নাম কি নদেরচাঁদ হয় ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। ওকি তাই বলেছে নাকি? ওর নাম নদেরচাঁদ?

রাধু। হাঁ নদেরচাঁদ। বেশ নামটি, না?

সন্ন্যাসী। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলে সেও হয় বেশ!

রাধু। হাঁ,—ঠাকুর, তুমি যে ঐ গেরুয়া কাপড় পড়···এও হয়েছে বেশ!

সন্ন্যাসী। আঃ রাধু! আবার পাগ্‌লামি সুরু করলে?···

রাধু। পাগ্‌লীর ব্যবসাই যে ঐ—

সন্ন্যাসী। ও ব্যবসাটা এখন ছাড়্‌। পাগ্‌লামি রেখে এখন ধর্ম্মকর্ম্মে মন দাও।···দিন যে ফুরিয়ে এল!

রাধু। সে তো ভালই হ'ল।···রাত্তিরটি না ফুরুলেই হ'ল।···

সন্ন্যাসী। আঃ আবার রাত্তির কেন ?

রাধু। ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌ব। ফুল নেব, নৈবেদ্য নেব···পুজো কর্‌ব···

সন্ন্যাসী। রাত্তির বেলায় পূজো! কাকে ?

রাধু। তোমাকে।

সন্ন্যাসী। ছিঃ তোমার মনের কালি এখনো মুছল না—

রাধু। মুছবে কেন ঠাকুর ? তুমি কি আমার তেমন গুরু···আর আমিই কি তেমনি শিষ্যা ?—যে লেখাটি একটিবার···আমার বুকের খাতায়—মনের পাতায় লিখে দিয়েছিলে—

সন্ন্যাসী। আঃ আমি আবার কি লিখলুম ?

রাধু। কেন সেই যে মন্তর দেবার সময়—মনে নেই ?···সেই লেখা কি আর ভুলি ?

সন্ন্যাসী। আঃ···মন্দিরের এই পবিত্র অঙ্গনে···ধর্ম্মকথা বল—

রাধু। কেন ? বীজ-মন্তর কি অধর্ম্ম কথা ?

সন্ন্যাসী। রাধু, পাগ্‌লামি কি সব সময় কর্‌তে আছে রাধু ?···ছিঃ ···তার চাইতে বেশ গাইছিলে।···বেশ কথাটি···"আয়না আছে পড়ে রে ভাই, আয়নার মানুষ নাই।"

রাধু। (সুরে)

> "(আমি) তারির আশায় তরী নিয়ে ঘাটে বসে থাকি
> (আমার) তারির নাম ভাই জপমালা তারেই কেঁদে ডাকি।
> (ঐ) নদীরও জল শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিরে
> (আর) মানুষ গেলে ফিরে নাকি দিলে মাথার কিরে!"

সন্ন্যাসী। ঐ গানটি তোমায় কে শেখাল রাধু ?

রাধু। ঐ নদীয়ার চাঁদ ঠাকুর।···মস্ত গুণী লোক। পাগলও বলতে পার।

সন্ন্যাসী। পাগল ?

রাধু। প্রেমের পাগল। মাথার বিষে পাগল।

সন্ন্যাসী। শেষকালটায় মন্দির হয়ে উঠল পাগলা-গারদ! সুবিধের কথা নয়। তা ওর বিষও কি মাথায় উঠেছে ?···কি বল্‌ছেন ?

রাধু। গান

আমার গহীন জলের নদী।
আমি তোমার জন্যে ভেসে রহিলাম জনম অবধি॥
ওভাই তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
আমি চরে এসে বস্‌লাম রে ভাই, ভাসালে সে চর।
এখন সব হারিয়ে তোমার সোঁতে ভাসি নিরবধি॥
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই ভাঙ্‌লে কেন মন,
ওভাই হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
ওভাই জোয়ারে মন ফিরেনা আর, ভাটিতে হারায় যদি।
তুমি ভাঙ যখন কূল রে নদী ভাঙ একই ধার,
আর মন যখন ভাঙ রে নদী দুইকূল ভাঙ তার।
ওভাই চর পড়েনা মনের কূলে, একবার সে ভাঙে যদি॥

সন্ন্যাসী। তাহলে মিলেছে বেশ। তুমি তো রাই উন্মাদিনী।··· আর উনি?

রাধু। উনি হচ্ছেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

সন্ন্যাসী। সর্ব্বনাশ! রামায়ণ? তা এখন কোন্ কাণ্ড চল্‌ছে?

রাধু। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। সীতাহরণ হয়ে গেছে। ওর সীতাকে না কি কোন এক ব্যাটা রাবণ লুট করেছে!

সন্ন্যাসী। তাই বুঝি নদেরচাঁদ—রামচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন··· তা তিনি তো উদ্ধার হয়েছেন কিন্তু সীতা উদ্ধারের কতদূর?

রাধু। আর উদ্ধার! শ্রীরাম কেঁদেই আকুল, কোথায় সীতা··· কোথায় সীতা!—

সন্ন্যাসী। তা তুমি না হয় পবন-নন্দিনী হয়েই লঙ্কার সন্ধানটা নাও···

রাধু। সন্ধান নিচ্ছি বই কি।···এই যে আবার চললুম—

সন্ন্যাসী। কোথায়?

রাধু। একটী পাগলীও এ গাঁয়ে কাল দেখা দিয়েছিল কি না!··· শোন নি? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনো কেঁদেছে···কখন গেয়েছে. ···কখনো নেচেছে···শুনেই তো নদীয়ার চাঁদ ক্ষেপে উঠেছেন···বলছেন তিনিই তার মহুয়া!

সন্ন্যাসী। মহুয়া!

রাধু। ঐ সীতা। মাথার তো ঠিক নেই। কখনো বল্‌ছে বুলবুলি··· কখনো বলছে টীয়া···

এই কথাবার্ত্তার মধ্যে নদেরচাঁদ যাত্রীনিবাস হইতে বাহির হইয়া এখানে উপস্থিত

নদেরচাঁদ।···কখনো বলেছি পাপিয়া, কখনো বলেছি মহুয়া !···তুমি এখনো যাওনি রাধু! আমাকেই তুমি নিয়ে চল! পারব···আমি যেতে পারব···পায়ে আমি জোর পাচ্ছি···বুকে আমি বল পাচ্ছি। তাকে আমি শুধু একটিবার দেখ্‌ব।···দেখ্‌ব···সেই কি আমার বুলবুলি···সেই কি আমার টিয়া···সেই কি আমার পাপিয়া···তারি নাম কি মহুয়া ?

রাধু। এই ভাই আমি গেলুম—

প্রস্থান

সন্ন্যাসী। তুমি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ ?

নদেরচাঁদ। চিনেছি। তুমি আমায় জল থেকে কূলে তুলেছিলে··· না ?···কিন্তু তাকে কি দেখেছিলে ?···"মেঘের মত তার কেশ, তারার মতো তার আঁখি···এ দেশে কি উড়ে এসেছে আমার তোতা-পাখী ?

সন্ন্যাসী। কে সে ?

নদেরচাঁদ। "আঁধার ঘরে তাকে রাখ···কাঁচা-সোণার মত জ্বল্‌বে সে! বনে তাকে রাখো, ফুল হয়ে ফুটে উঠ্‌বে! পাহাড়ে তাকে রাখো, মণি হয়ে জ্বল্‌বে !"

সন্ন্যাসী। তাকে তো দেখিনি, দেখ্‌ছি এক রামেতেই রক্ষে নেই, তার ওপর সুগ্রীব দোসর।···ছিল মন্দির হল পাগলা-গারদ···ও কি ? কোতয়াল যে !

ধনপতি সাধুসহ সদলবলে কোতয়ালের প্রবেশ

কোতয়াল। প্রণাম, সন্ন্যাসী ঠাকুর !

সন্ন্যাসী। জয়োঽস্তু। হঠাৎ এ পথে ?

কোতয়াল। একটা ভারি জরুরী তদন্তে যাচ্ছিলুম···পথে মন্দির পড়্‌ল···প্রণাম করতে এলুম।

সন্ন্যাসী। জয়জয়কার হোক তোমার !···তা কি তদন্ত ?

কোতয়াল। খুনের তদন্ত। লক্ষেশ্বর সওদাগরকে তো জানতেন ?

সন্ন্যাসী। কে না জানে ? এই তো সেদিন মন্দিরের ঘাটে নৌকা

বেঁধে এখানে ঘটা করে পুজো দিয়ে গেলেন…এবারকার বাণিজ্যে তারি তো জয়জয়কার !

কোতয়াল। তিনিই খুন হয়েছেন! এই যে তার ভাই ধনপতি সাধু…আমাকে তদন্তে নিয়ে যেতে এসেছেন—

সন্ন্যাসী। কে খুন করলে ?

ধনপতি। এক পাগ্‌লি।

নদেরচাঁদ দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, পাগলির কথা শুনিয়া কাছে আসিয়া সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন

সন্ন্যাসী। সে কি ?

ধনপতি। তুলসীতলার ঘাট থেকে দাদা নৌকা ছাড়বেন এমন সময় নাকি স্ত্রী-পুরুষ দু'জন লোক নৌকায় উঠে নদী পার হবার জন্ত কাঁদাকাটি সুরু করলে—

নদেরচাঁদ। তুলসীতলার ঘাট ?

ধনপতি। তুলসীতলার ঘাট। আমার নৌকা তখনো সে ঘাটে পৌঁছেনি।

ধনপতি। স্ত্রীলোকটির ছিল চাঁদপানা মুখ। দাদার চোখে লেগে গেল। দু'জনকেই নৌকায় তুলে নৌকা ছেড়ে দিলেন—

নদেরচাঁদ। (উত্তেজিত ভাবে) আমার মনে পড়ছে…মনে পড়ছে…সব কথা মনে পড়ছে…!

কোতয়াল। (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি) এ কে ?

সন্ন্যাসী। এক পাগল…। (নদেরচাঁদের প্রতি) ওহে, কোতয়ালজী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে…ওঁকে শুধাও না তোমার তোতা পাখীটি কোথায় ?

কোতয়াল। হাঃ হাঃ হাঃ! বটে!…(নদেরচাঁদকে) তোমার বুঝি তোতা-পাখী উড়ে গেছে ?

নদেরচাঁদ। (সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া…প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে) উড়ে গেছে—উড়ে গেছে !

সন্ন্যাসী। (ধনপতিকে) তার পর ?

ধনপতি। দাদার মতলবটি ছিল একটু অন্ত রকম।…মাঝ-নদীতে নৌকা গেলে পুরুষটিকে জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে…নৌকায় দিলেন পাল তুলে।…পাখীর মতো উড়ে চল্‌ল নৌকা—

নদেরচাঁদ। (ধনপতিকে) আমার সেই তোতা-পাখী? আমার সেই টিয়া-পাখী? আমার সেই ময়না?—তার কি হ'ল?

কোতয়াল। হাঃ হাঃ হাঃ!

ধনপতি। পাখীর মতো উড়ে চল্‌ল নৌকা।…স্ত্রীলোকটি ভারী খুসী।…নাচ্‌তে লাগল। একেবারে পাগলের মতো নাচ্‌তে লাগলো!

নদেরচাঁদ। (সোৎসাহে) ময়ূরের মতো! ময়ূরের মতো! মেঘ করলেই সে ময়ূর হয়ে নাচ্‌তো…আমি অবাক হয়ে দেখতুম!

সন্ন্যাসী। পাগল হলে ময়ূর নাচও নাচে…আবার ভালুক নাচও নাচে! তবে সেই স্ত্রীলোকটির মাথায়ও গোল ছিল?…পাগলের সংখ্যাটা আজকাল বড়ই বেড়ে চলেছে।…আমার মন্দির তো দস্তুর মতো পাগলা গারদ হয়ে দাঁড়িয়েছে…এমন হয়েছে যে ভয় হয় কোন দিন আমিই বা ক্ষেপে যাই!…হাঁ, তার পর?

ধনপতি। দাদা মহাখুসী। একেবারে মজে গেলেন। কিন্তু সে বেটি পাগলীর মুখে ছিল মধু, মনে ছিল বিষ! দাদাকে রাত্রে বিষ খাইয়ে একেবারে উধাও!

নদেরচাঁদ। আমি জানতুম! আমি জানতুম! হাঃ হাঃ হাঃ!

প্রাণ ভরিয়া পাগলের হাসি হাসিতে লাগিলেন

কোতয়াল। আঃ জ্বালাতন! এই পাগলা থাম্‌ বল্‌ছি!

নদেরচাঁদ। (তৎক্ষণাৎ) থামিয়া তারপর?

কোতয়াল। হাঁ, গল্প শোন। সবাই ছিল ঘুমিয়ে সেই ফাঁকে নিশ্চয় পাগলি নদী সাঁতরে পালিয়েছে, তা যাবে কোথায়? যদি মাছ হয়ে জলে ডুবে থাকে, জেলে হয়ে জাল ফেলে তুল্‌ব…যদি পাখী হয়ে উড়ে গিয়ে থাকে…ব্যাধ হয়ে তীর মারব…

নদেরচাঁদ। (সভয়ে) না—না—না—না, মেরো না…তাকে মেরো না…আমার তোতা-পাখী মেরো না…আমার টীয়া-পাখী মেরো না…আমার ময়না-পাখী উড়ে গিয়ে থাকে…যাক্ উড়ে…একদিন তো তোর গান শুনব!

কোতয়াল। (হাসিয়া) আচ্ছা—আচ্ছা—তাই হবে…মারব না।…কিন্তু কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে…এখনি ছুটতে হবে—

সন্ন্যাসী। কোথায়?

কোতয়াল। ঐ পাশের গাঁয়ে। শুনলুম সেখানে এক পাগলি এসে

জুটেছে···একবার গিয়ে দেখে আসি···চলহে চল···(সন্ন্যাসীকে) আসি ঠাকুর···প্রণাম—

প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ নদেরচাঁদও ছুটিতেছিলেন

সন্ন্যাসী। এই! দাঁড়াও—

নদেরচাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন

সন্ন্যাসী। তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

নদেরচাঁদ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না

সন্ন্যাসী। কোথায় যাচ্ছিলে ?

নদেরচাঁদ। ওদের সঙ্গে···

সন্ন্যাসী। কেন ?

নদেরচাঁদ। পাখীর খোঁজে !

সন্ন্যাসী। (বিরক্ত হইয়া) আঃ !

নদেরচাঁদ। যদি জলে জাল ফেলে !—যদি গাছে তীর মারে···ঐ যে বলে গেল ?

সন্ন্যাসী। কি মুস্কিলেই পড়্‌লুম।···ঐ যে রাধু এসেছে···কি রাধু খবর কি ?

রাধুর প্রবেশ

রাধু। নাঃ তাকে পেলুম না।···কোথায় যে কখন থাকে···কেউ বলতে পারে না !

নদেরচাঁদ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কেউ বল্‌তে পার্‌লে না ! কেউ না ? (রাধু জানাইল "না"···দীর্ঘশ্বাসে) কেউ না !···কেমন করে বলবে ?···সে যে পাখী···ঐ নীলাকাশের আপন-ভোলা পাখী !···কোথায় কখন থাকে···কেউ জানে না···কেউ বলে না ! (বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে আপন মনে যাত্রীনিবাসের দিকে চলিয়া গেলেন)

রাধু। (সন্ন্যাসীকে) তুমি যদি ঐ অমনি পাগল হতে !

সন্ন্যাসী। আশীর্ব্বাদটি তো বেশ !···তা তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি···তখন ও আশীর্ব্বাদ ফল্‌তে আর বুঝি বেশী বিলম্ব নেই।··· একদিন দেখ্‌ছি···কে কখন আমাকেই জলে ঠেলে ফেলে দেয়—!

রাধু। দিক্ না···

রাধু। গান

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নাম্‌লাম জলে।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে॥
আমি তোমায় ফুল দিয়েছি সখা তোমার বঁধুর লাগি,
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল, তাই হ'লাম বিবাগী।
আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো
পরে' শুকাইনিক গলে॥
ঐ যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থেকে এসে
আমার দুখের তরী দিলাম ছেড়ে চল্‌তেছে সে ভেসে।
এখন যে পথে নাই তুমি বন্ধু গো
তরী সেই পথে মোর চলে॥

গাহিতে গাহিতে নদেরচাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রী-নিবাসে চলিয়া গেল। ** সন্ন্যাসী রাধুর মনের কথা বুঝিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন আপন মনে রাধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে সোপান বাহিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। ছুটিয়া প্রবেশ করিল মহুয়া। আলুথালু চুল। মুখে চোখে ভয়…ব্যাধ-তাড়িতা হরিণীর মতো। একবার পেছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল। আবার তখনি মন্দিরের দিকে ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখে সন্ন্যাসী উঠিয়া যাইতেছেন। মহুয়া ছুটিয়া উপরে উঠিয়া দুই তিন ধাপ নীচ হইতেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধরিয়া টান দিল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখেন অপরূপা মহুয়া!…মহুয়া সন্ন্যাসীর দুই তিন ধাপ নীচে দাঁড়াইয়া। সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিল…মুখে চোখে সেই ভয়…সেই আতঙ্ক। তার পরই মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল কাকুতি…মিনতি…

মহুয়া। বাঁচাও! আমায় বাঁচাও!

সন্ন্যাসী। (দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন) কে তুই?

মহুয়া। আমি মহুয়া!

সন্ন্যাসী। (পূর্ব্বে নদেরচাঁদের মুখে এ নাম শুনিয়াছিলেন…এখন চমকিয়া উঠিলেন) মহুয়া!…বুল্‌বুলি? টিয়া?…পাগলের মেঘ পাখী?…নীল আকাশের আপন-ভোলা পাখী? কার পাখীরে তুই কার পাখী?

মহুয়া। জানিনে কার! (মন্দিরের সদর দরজার দিকে ভীতার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া) তারা ছুটে আসছে…আমায় ধর্‌বে। আমায় তীর ছুঁড়ে মার্‌বে! বাঁচাও গো আমায় বাঁচাও!

সন্ন্যাসী। (তাকাইয়া দেখেন কোতয়াল আসিতেছে) চুপ।…ভয় নেই…

তাহাকে কোলপাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া মন্দিরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।
কোতয়ালের প্রবেশ। সঙ্গে অনুচরগণ

অনুচরগণ। ধর্—ধর্—পাগ্‌লাটাকে ধর্—

কোতয়াল। কোথায় গেল!…নাই তো! হাওয়ায় মিশিয়ে গেল?

অনুচরগণ। আমরা জানি পরীর খেলাই এই!

কোতয়াল। তবে হয়ত…বাইরে…সেই বাঁশবাগানে! আমি আগেই বলেছিলাম—

বাহিরে ছুটিলেন

অনুচরগণ। বাঁশবনের পেত্নীরে বাঁশবনের পেত্নী—

প্রস্থান

* * * * *

মন্দিরের দরজা খুলিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। এবং দূরে তাকাইয়া দেখিলেন সানুচর কোতয়াল অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। এই আশ্বাস পাইয়া সদরদরজার দিকেই তাকাইয়া রহিয়া মন্দিরের দরজায় টোকা দিতে দিতে

সন্ন্যাসী। মহুয়া—

মহুয়া। কি?

সন্ন্যাসী। আর ভয় নেই। তারা চলে গেছে। বেরিয়ে এস—

দরজা-পথে মহুয়া চোরের মতো মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া লইল

এসো—

মহুয়া। না—না—এই ভালো—

সন্ন্যাসী। তা ভালো বই কি! ভালো বই কি। তবে কি না স্থানটা একেবারে মন্দিরের ভেতর। একটা ঠাকুরও ওখানে রয়েছেন কি না…! তা…বাইরেই বেশ…কেমন ফুরফুরে হাওয়া…গাছে ঐ ফুলও ফুটেছে কি না…ভালোই লাগবে তোমার—

মহুয়া বিনাবাক্য-ব্যয়ে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিল।
সন্ন্যাসী মহুয়াকে লইয়া নামিয়া আসিয়া

…কিন্তু…না…এ যায়গাটাও ভালো নয়…ঐ যে আবার একটা যাত্রী-নিবাস রয়েছে…কে যে কেন গড়েছিল ঐ [illegible]…[illegible]রেও অধম!

মহুয়া। তুমি কি বলছ?

সন্ন্যাসী। বলছিলাম কি, চল আমরা এখান থেকেও চলে যাই…

মহুয়া। কেন? এই তো বল্‌ছিলে এই যায়গাটিই বেশ।…তাই তো! ফুরফুরে এই হাওয়া…তুলতুলে ঐ ফুল—বাঃ

ছুটিয়া ফুল দেখিতে গেল

সন্ন্যাসী। না—না…তুমি দূরে যেয়ো না।…ওখানে রাধু পাগলি আছে…নদের পাগল আছে…

মহুয়া। (চমকিয়া উঠিয়া) নদের পাগল! নদেরচাঁদ? সোনারচাঁদ?

সন্ন্যাসী। (নদেরচাঁদকে পাইলে মহুয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে এই আশঙ্কায়, একরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াই বলিলেন) না—না—না—

মহুয়া। (যেন ক্ষেপিয়া উঠিল) নদেরচাঁদ? নদেরচাঁদ?…কোথায়? কোথায় সে? বল সে কোথায়?

সন্ন্যাসী। (প্রশ্নগুলি যেন তাহার বুকে শেল হানিতে লাগিল) ও—হো—হো—না—না—না—

মহুয়া। (দস্তুর মত ক্ষেপিয়া গিয়া) কোথায় সে? কোথায় সে? তাকে আমি চাই—চাই…কোথায় সে?

সন্ন্যাসী। সে নেই…সে নেই…

মহুয়া। আছে—তুমি বলেছ আছে, আমার মন বল্‌ছে…আছে…। (চীৎকার করিতে লাগিল) নদেরচাঁদ! সোণারচাঁদ! কোথায় তুমি সোনারচাঁদ—.

সন্ন্যাসী। সে পাগল…

মহুয়া। আমারি জন্তে সে পাগল…তুমি বল কোথায় সে?

সন্ন্যাসী। সে নেই…

মহুয়া। আছে। (পুনরায় চীৎকার) নদেরচাঁদ…সোনারচাঁদ·নদেরচাঁদ…সোনারচাঁদ…

যাত্রী-নিবাস হইতে নদেরচাঁদ মহুয়ার কণ্ঠস্বর চিনিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সেইখান হইতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন…মহুয়া! মহুয়া!

ঐ তার স্বর…সে আস্‌ছে…সে আস্‌ছে…

ছুটিয়া সেই দিকে যাইতেছিল। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল

সন্ন্যাসী। তোমার জন্য যদি তাকে হত্যা করতে হয়, করব…যদি নরকে যেতে হয় যাবো, সাবধান!

মহুয়া। (মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল) তাকে হত্যা করবে?—(আবার ব্যাকুল স্বরে) না—না—না—ওগো…না—

ছুটিতে ছুটিতে নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদেরচাঁদ। (ছুটিয়া আসিতে আসিতে) চিনেছি…আমি চিনেছি…আমার সব মনে পড়েছে…আমি কিছু ভুলি নি।…মহুয়া গো মহুয়া!

মহুয়া সন্ন্যাসীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া ছুটিয়া নদেরচাঁদের বুকে পড়িল

সন্ন্যাসী। (আর্ত্তনাদ করিয়া চোখ মুখ বুজিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন) ওঃ!

নদেরচাঁদ। আমার টিয়া…আমার বুলবুলি…আমার পাপিয়া…আমার মহুয়া!

মহুয়া। (হস্ত প্রসারণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া দিয়া) চুপ!

নদেরচাঁদ। ওরে! আমার হারাণো পাখী ফিরে এসেছে…মরা গাছে ফুল ফুটেছে…ভাঙা বুক জোড়া লেগেছে, মহুয়ারে মহুয়া!

সন্ন্যাসী। না—না—হত্যা করব…আমি ওকে হত্যা করব—

মহুয়া। না—না—(নদেরচাঁদের আলিঙ্গন মুক্ত হইতে প্রবল চেষ্টা) ছাড় আমায় ছাড়—(আলিঙ্গন বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া) হত্যা করবে? কে ও?

নদেরচাঁদ। (সাশ্চর্য্যে) কে আমি?

মহুয়া। (নদেরচাঁদের দিকে না তাকাইয়া)…কে…ও? আমি ভেবেছিলুম 'সে'…ও তো 'সে' নয়…

সন্ন্যাসী। (সাগ্রহে) তাই বল—তাই বল—

নদেরচাঁদ। মহুয়া! আমি যে তোর সেই সোনারচাঁদ…তুই যে আমারি সেই মহুয়া—

মহুয়া। না—না—না—

নদেরচাঁদ। না?

সন্ন্যাসী।…হাঁ!…তবু স্পর্দ্ধা তোমার, তুমি ওকে বুকে নাও?

নদেরচাঁদ। ওযে আমার বুকের মাণিক, তাই নিই। বুকে কেন? ওরে আমার বুকের ধন, আয়, তোকে মাথায় রাখি—

মহুয়া। (সন্ন্যাসীকে)…দেখ তো কি বলে—!

সন্ন্যাসী। (নদেরচাঁদের প্রতি) খবরদার ও তোমার কেউ নয়, তুমি ওর কেউ নয়…

নদেরচাঁদ। মহুয়া—

মহুয়া। (সন্ন্যাসীকে)…কাজ কি এখানে থেকে? চল না… আমরা ঐ মন্দিরে যাই—

সন্ন্যাসীকে টানিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে চলিল

নদেরচাঁদ। মহুয়া—

মহুয়া। (পিছু তাকাইয়া নদেরচাঁদকে ব্যঙ্গে) ম—হু-য়া!

নদেরচাঁদ। (চরম ব্যাকুলতায়) শোন…শোন—

সন্ন্যাসী। (বজ্রনির্ঘোষে)—সাবধান!

মহুয়া। (চট্ করিয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া, মুখোমুখী দাঁড়াইয়া)…কি বলবে বল—

নদেরচাঁদ মুহূর্ত্তকাল মহুয়ার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রী-নিবাসে চলিয়া গেলেন

মহুয়া। (নদেরচাঁদ অদৃশ্য হইলে) হাঃ হাঃ হাঃ!

হাসিবার ভাণ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। হাসি নহে, কান্না। মহুয়া কাঁদিতে লাগিল

সন্ন্যাসী। একি মহুয়া! তুমি কাঁদছ?

মহুয়া। না—না—হাস্‌ছি…(হাসিয়া কথাটি বলিতে চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু পারিল না।) না—না—গাইছি…

হাসিও বটে, কান্নাও বটে

সন্ন্যাসী। কোথা থেকে তুই এসেছিস্ জানি না…কিন্তু এলি… যেন ঝর্ণা। পাষাণের বুকে আজ ঝর্ণা নেমেছে…পাষাণের আজ ঘুম ভেঙেছে…কত যুগের পিপাসা আজ মিট্‌ছে…ঐ ঝর্ণায়…ঐ ঝর্ণায়!

মহুয়া। (মুখ তুলিয়া সন্ন্যাসীর প্রতি যাদুকরীর দৃষ্টিতে মধুস্বরে) আমি ঝরণা?

সন্ন্যাসী। ঝর্ণা! ঝর্ণা!…তুই ক্ষুধিত পাষাণের মুখে নেচে নেচে নেমে এসেছিস ঝর্ণা! তুই পিয়াসী পাষাণের চোখে উচ্ছল চপল ঝর্ণা।

মহুয়া। অত শত বুঝিনে ছাই।···তুমি আমায় নিয়ে এখন কি করবে তাই বল দিকিনি—

সন্ন্যাসী। কেন?

মহুয়া। (যাত্রী-নিবাস দেখাইয়া) ও যদি আবার আসে—?

সন্ন্যাসী। যখন তুমি ছিলে না, তখন ওকে রক্ষা করেছি···এখন তুমি এসেছ ওকে আমি হত্যা করব···ক্ষুধিত পাষাণ আমি···পিয়াসী পাষাণ আমি।

মহুয়া। (শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া)···খুব ভালো—তুমি খুব ভালো···খুব ভালো হবে।···তোমার বুঝি ছুরী আছে? আমারো আছে বিষ। (কেশ-পাশ হইতে বিষ বাহির করিয়া দেখাইয়া) তক্ষকের বিষ···পাহাড়ের তক্ষক···মাথায় তার মণি···আমি কিন্তু ভয় পাইনি···দেখলুম···আর নাচতে লাগলুম···ফণী এসে পায়ের তলায় [illegible] হাতে নিলুম তার মণি···আর এক হাতে তার বিষ!

গান

ফণির ফণায় জ্বলে মণি
কে নিবি তাহারে আয়।
মণি নিতে ডরেনা কে
ফণির বিষ-জ্বালায়॥
করেছে মেঘ উজালা
বজ্র-মাণিক-মালা,
সে মালা নেবে কি কালা
মরিয়া অশনি-ঘায়॥

সন্ন্যাসী। (গান শেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) যাদু—যাদু—যাদু জানিস তুই···

মহুয়া। (কুটিল কটাক্ষে) সত্যি?··· তা নয় গো তা নয়। আজ মনে হচ্ছে···কতকাল পরে আমি কাকে যেন পেয়েছি···যাকে পেয়ে আমার চোখ নাচছে···মন নাচছে···বুক ভরে উঠ্‌ছে···সাতরাজার ধন এক মাণিক···আমার সেই হারাণো মাণিক বল দেখি কে?

যাত্রী-নিবাসের দিকে তাকাইল—

সন্ন্যাসী। (মুস্কিলে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পারিলেন

না) এঁ্যা···আমি ? না—না—(হঠাৎ দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া) ও কি ?

মহুয়া। (মহুয়াও চমকিয়া উঠিল, দেখিল কোতয়াল ও তাহার অনুচরগণ ছুটিয়া আসিতেছে, ভীতার্ত্তকণ্ঠে···) ঐ তারা আসছে—ঐ তারা আসছে !

সন্ন্যাসী। কোতয়াল আসছে।···তুমি ঐ মন্দিরে ঢুকে পড়···যাও ···যাও শীগগীর—

মহুয়া। (মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) লুকাবো ? না পালাব ?

সন্ন্যাসী। না—না—লুকাও···ঐ মন্দিরে,—প্রতিমার পেছনে—

মহুয়া। (সোৎসাহে) এ আমি খুব পারি···দেখো এখন—

ছুটিয়া মন্দিরের মধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল

সন্ন্যাসী। (কোতয়ালকে লক্ষ্য করিয়া) এই যে কোতয়াল বাবাজী ! ···এসো বাবাজী এসো—

সানুচর কোতয়াল ছুটিয়া প্রবেশ করিল

কোতয়াল। কথার সময় নেই। প্রমাণ পেয়েছি সেই পাগ্‌লি এই মন্দিরেই কোথায় লুকিয়ে আছে। (অনুচরদের প্রতি) হাঁ করে দেখ্‌ছ কি ?···ঐ মন্দিরের ভেতর দেখ—

সন্ন্যাসী। না—না—দাঁড়াও···

অনুচরগণ থমকিয়া দাঁড়াইল

কোতয়াল। (সন্ন্যাসীর প্রতি) কেন ?

সন্ন্যাসী। মন্দির অপবিত্র হবে !

কোতয়াল। রাজকার্য্যে ও বাধা মান্‌তে পারি নে—

সন্ন্যাসী। (প্রকাণ্ড সমস্যায় পড়িলেন) তবে কি হবে ! তবে কি হবে ! তবে কি হবে ! আচ্ছা, আমি দেখে আসি—

কোতয়াল। তা দস্তর নয়।···আমাদেরি স্বচক্ষে দেখতে হবে—

সন্ন্যাসী। আঃ ঐ যাত্রী-নিবাসটি তো দেখই নি···

কোতয়াল। মন্দিরে না পেলে সে-ও দেখব···

মন্দিরের দিকে নিজেই ছুটিল

যাত্রী-নিবাস হইতে রাধু পাগ্‌লি বাহির হইয়া আসিল

রাধুপাগ্‌লি। এত গোলমাল কেন? ঘুম ভেঙে গেল···কি জানি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম তাও ভেঙ্গে গেল···(বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল) এরা কে ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। (রাধুকে দেখিয়া কোতয়ালকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন) কোতয়ালজি! কোতয়ালজি—!

কোতয়াল। (পিছু ফিরিয়া তাকাইল) কি?

সন্ন্যাসী। পাগলি মন্দিরে নেই, কোথায় আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—

কোতয়াল। (নীচে ছুটিয়া আসিয়া) কই?

সন্ন্যাসী একবার মন্দিরের দিকে চাহিতে লাগিলেন আবার রাধুর দিকে তাকাইলেন···কিন্তু কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না

কোতয়াল। কই পাগ্‌লি?

সন্ন্যাসী। (মাথা নীচু করিয়া রাধুকে দেখাইয়া দিলেন)—ঐ—

কোতয়াল। (অনুচরের প্রতি)—বাঁধো···

রাধু। এঁ্যা—

কোতয়াল। চুপ্‌···

রাধু। (সন্ন্যাসীর প্রতি) ওগো ওরা আমায় ধরে নেয় কেন? কেন ওরা আমায় বেঁধে নিয়ে যায়? (কাঁদিয়া ফেলিল)

সন্ন্যাসী। (তিনিও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না) কেন··· কেন···জানি না···জানি না···

কোতয়াল। ব্যস্‌···এইবার ছুটে চল, ধনপতি সাধুর ওখানে···কি খুসীই হবেন তিনি—এখনি বকশীস্‌ মিল্‌বে···চালাও ঘোড়া···

সোল্লাসে চলিয়া গেল। পশ্চাতে অনুচরগণ রাধুকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল

রাধু। ওগো—তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না···তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না ··(ক্রন্দন)

সন্ন্যাসী। (তাহাকে যেন বৃশ্চিকে দংশন করিল) ওঃ—

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিনি সোপান বহিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন

রাধু। আমি বিষ খাবো···আমি বিষ খাবো···বিষ আমার সঙ্গে আছে···আমি বিষ খাবো ··ছাড়ো আমায় ছাড়ো!

অনুচরগণ তাহাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল

সন্ন্যাসী। (কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন) রাধু! রাধু!…কোতয়াল! কোতয়াল!

মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া মহুয়ার প্রবেশ

মহুয়া। (আসিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল) কোতয়াল—কোতয়াল—

সন্ন্যাসী। (তখনই আবার মহুয়ার বিপদ আশঙ্কায় মহুয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন) চুপ—চুপ—কোতয়াল ডাকো কেন?

মহুয়া। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে স—ব দেখেছি…কেন তুমি মিছিমিছি তাকে ধরিয়ে দিলে? ছি—ছি—!…কোতয়াল! কোতয়াল—!

সন্ন্যাসী। চুপ—চুপ—…তারা ওকে এখনি ছেড়ে দেবে…তুমি ভেবো না, তুমি নেমে এস…শীগ্‌গীর নেমে এস। এই মুহূর্ত্তে আমাদের পালাতে হবে—

মহুয়া। সেই পাগ্‌লি—

সন্ন্যাসী। উচ্ছন্ন যাক্ সে।…তুমি এস—

মহুয়া। কিন্তু সে যে বিষ খাবে বলে গেল!…

সন্ন্যাসী। আঃ তাকে যে এতক্ষণ তারা ছেড়েই দিয়েছে!

মহুয়া। তাহলে বেশ হয়েছে।…কিন্তু আমিও খাব…আমার ক্ষুধা পেয়েছে…না খেলে আমি এখান থেকে এক পা-ও চলতে পারব না—

সন্ন্যাসী। কি খাবে? দুধ? জল? না ফল? শীগ্‌গীর বল—

মহুয়া। আমি পান খাব—

সন্ন্যাসী। (আশ্চর্য্যে) পান?

মহুয়া। হাঁ পান। (চটুল চাহনীতে) পান না খেলে আমি এক পাও নড়ব না—

সন্ন্যাসী। চল তবে ঐ মন্দিরে…শীগ্‌গীর চল—

মন্দিরের দিকে ছুটিলেন

মহুয়া। দাঁড়াও, ওগো দাঁড়াও—

সন্ন্যাসী। (দাঁড়াইলেন) আবার কি?

মহুয়া। আমার যেমন-তেমন পান খাওয়া নয়, এমন পানই খাবো…যে দেখে মনে হয়…আমি রাক্ষুসী…রক্ত খেয়েছি…

সন্ন্যাসী। তুমি য'টা ইচ্ছে খেয়ো…

মহুয়া। আর তুমি?

সন্ন্যাসী। আমি—আমি তো পান খাই নে—

মহুয়া। বটে!…তবে আমিও খাব না।…কিন্তু এও বলে রাখছি পান না খেয়ে আমিও এক পা নড়্‌ব না!

সন্ন্যাসী। খাব—আমিও খাব—এসো শীগ্‌গির…

মহুয়া। সন্ন্যাসীও তবে পান খায়। হাঃ হাঃ হাঃ!

লাফাইয়া উঠিয়া সন্ন্যাসীর সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা দিল

যাত্রী-নিবাস হইতে নদেরচাঁদ টলিতে টলিতে বাহির হইলেন—মন্দিরের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন—এবং মন্দিরের দিকে উদাসনেত্রে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন—এবং তখনই মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবেন কি হইবেন না এই দ্বিধায় পড়িলেন—একটু উত্তেজনার সহিতই দুইপদ অগ্রসর হইলেন এবং তখনই যেন ভাঙিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন—এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রী-নিবাসে চলিয়া গেলেন।—মন্দির হইতে সন্ন্যাসী আর্তনাদ করিয়া উঠিল

মন্দির হইতে ছুটিয়া মহুয়া বাহির হইয়া আসিল

মহুয়া। পান আর বিষ দুইই—পান আর বিষ দুই-ই!

যাত্রী-নিবাসের দিকে ছুটিল

সন্ন্যাসী। (দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিলেন) ও-হো, বিষ, বিষ! রাক্ষসী! পাষাণী!

তখনই পড়িয়া গেলেন

মহুয়া নদেরচাঁদকে যাত্রী-নিবাস হইতে একপ্রকার টানিয়াই বাহির করিয়া

নদেরচাঁদ। না—না—

মহুয়া। (সকৌতুকে) হাঁ—হাঁ—ঐ দেখ—

মৃতদেহ নদেরচাঁদকে দেখাইল

নদেরচাঁদ। (মৃতদেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কান্নার সুরেই বলিল) না—না—

মহুয়া। তবু কাঁদে…ওরে বোকা…ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই…এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আমার সঙ্গে ঘর করবি। সন্ন্যাসী যদি বুঝ্‌তো আমি তোর বৌ, আগে নিত তোর প্রাণ…তারপর যেত আমার প্রাণ! (সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া) ঐ প্রাণের প্রাণকে পান দিতো কে প্রাণ? চোর ঠেরে তো

আমি তোকে সব বলেওছিলুম তা তুই তো···(দূরে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেল) তাই ত! আবার ঘোড়া ?···(দেখিয়া) কোতয়াল ? (নদেরচাঁদকে) এইবার তুই আমায় বাঁচা—

সন্ন্যাসীর মৃতদেহ দেখাইয়া দিল—

নদেরচাঁদ। (এই একটি কথায় তাহার লুপ্ত তেজ, সুপ্ত বল—তখনি ফিরিয়া আসিল। ছুটিয়া নদেরচাঁদ মন্দিরে উঠিলেন। তাহার মৃতদেহ মন্দিরের ভেতর ঠেলিয়া দিয়া দুয়ার টানিয়া দিয়া নীচে ছুটিয়া আসিলেন—মহুয়া ব্যাকুলভাবে নদেরচাঁদের প্রতীক্ষা করিতেছিল, নদেরচাঁদ তাহার কাছে আসিবামাত্র কোতয়ালদের কোলাহল ও ফটকের সম্মুখেই শোনা গেল। তখনি উভয়ে ছুটিয়া ফটকের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা খুলিলেই তাহারা দরজার আড়ালে ঢাকা পড়ে এই মতলব)

* * *

সেই মুহূর্তে কোতয়াল কয়েকজন অনুচর সহ ছুটিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সদর দরজা খোলামাত্র দরজার আড়ালে মহুয়া'ও নদেরচাঁদ ঢাকা পড়িল

কোতয়াল। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—এক নিরপরাধ রমণীকে ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়লে চলবে না···তার জবাবদিহি কর—।···সন্ন্যাসী ! সন্ন্যাসী···পালিয়েছে ! তবে সে পালিয়েছে···শুধু একা নয়···সেই পাগলি···প্রমাণ পেলুম সে বেদেনী—সেই বেদেনীকে নিয়ে পালিয়েছে ! খোঁজ সেই সন্ন্যাসী, ধর সেই বেদেনী—(অনুচরদের ইঙ্গিত, তাহারা মন্দিরের দিকে ছুটিল) কোথায় সেই বেদের দল···(নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) ওখানে নয়, আনো ওদের এখানে···যদি সেই বেদেনীকে না পাই তবে (বেদের দলকে ঘিরিয়া কোতয়ালের অন্যান্য অনুচরদের প্রবেশ)··· ওদের সবাইকে আজ কয়েদ করব—

হুমড়া। ঐ মন্দিরে···আমরা তার পিছু নিয়েছিলুম···খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছি সে এই মন্দিরে ছুটে এসেছে—

কোতয়াল। চল সব মন্দিরে—

সকলে মন্দির অভিমুখে ছুটিল

মহুয়া। (এই ফাঁকে নদেরচাঁদকে লইয়া অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া) এই ফাঁকে পালাতে হবে।···দেখেছ···শুধু কোতয়াল নয়···ঐ দেখ সর্দার—

নদেরচাঁদ। ঐ মাণিক···

মহুয়া। আর সবার পিছে ? (একটু অগ্রসর হইয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিতেই চিনিল···আবেগ ও উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া উঠিল) —সুজন !

সুজন। (তখন আর সবাই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে ; বাকী ছিল ···সবার পিছে···শুধু সুজন। সে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইল, মহুয়াকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল) মহুয়া !

এবং তৎক্ষণাৎ ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া সোপান বহিয়া নীচে ছুটিল

মহুয়া। (মহুয়া তাহার মুখোমুখী ছুটিল এবং সম্রাজ্ঞীর মতো আদেশ-সূচকস্বরে তর্জ্জনী তাড়নায় কহিল)—খবরদার—

(সুজন থমকিয়া দাঁড়াইল···কিন্তু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো মহুয়ার চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল)

মহুয়া। (মহুয়াও প্রথমে তীব্রদৃষ্টিতেই সুজনের পানে চাহিয়াছিল··· ধীরে ধীরে দৃষ্টির সে তীব্রতা কমিয়া আসিল···চোখ জলে ভরিয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া সেই জলভরা চোখে মিনতির সুরে ডাকিল)—সুজন !

(মহুয়ার তীব্রদৃষ্টিতে সুজন ততটা বিচলিত হইয়াছিল না। কিন্তু মহুয়ার এই করুণ-কাতর সম্বোধনে তাহার হাত হইতে ছুরি পড়িয়া গেল···গড়াইয়া কয়েক ধাপ নীচে পড়িল। সুজন অবশ হইয়া গেল)

মহুয়া। (ছুরিখানি চট্ করিয়া তুলিয়া লইয়া বিজয়িনীর উল্লাসে হাসিয়া উঠিল) হাঃ হাঃ হাঃ ! (নদেরচাঁদকে) এই ছুরি···আর, বাইরে কোতয়ালের ঐ ঘোড়া···!···ছোট—

নদেরচাঁদ। আর তুমি ?

মহুয়া। তোমার সম্মুখে···ঐ ঘোড়ার পিঠে···!

বলিয়াই নদেরচাঁদকে একটানে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

সুজন। (বাইরে ঘোড়ার শব্দে সুজনের চমক ভাঙিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ছুটিয়া কয়েক ধাপ নামিল···দেখিল মহুয়ারা ঘোড়া ছুটাইয়া পলাইল—তৎক্ষণাৎ সে ঘুরিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে) সর্দ্দার ! সর্দ্দার !

মন্দিরের দুয়ারে কোতয়াল ও হুমড়া বেদের আবির্ভাব

কোতয়াল। সন্ন্যাসীকেও বিষ দিয়েছে সেই বেদেনী—আজ একের দোষে সকল বেদে-বেদেনী কোতল কর্ব্ব—

হুমড়া। এ্যাঁ—

সুজন। তবে কি সে?

হুমড়া। কে?

সুজন। মহুয়া।

হুমড়া। ম—হু—য়া! সেই সয়তানি। কোথায় সে?

কোতয়াল। কে মহুয়া?

সুজন। যে তোমার ঘোড়ায় আমাদের জাতের দুষ্‌মনকে নিয়ে পালাল—

হুমড়া। তোরি সম্মুখে?

সুজন। সম্মুখে কেন···আমার চোখের ওপর দিয়ে···আমার বুকের ওপর দিয়ে বুকে ছুরি বসিয়ে—

হুমড়া। অধম! পারিস্‌নি নিতে তার শির!

সুজন মাথা নীচু করিল

কোতয়াল। শির নেব আমরা—

ফটকের দিকে ছুটিলেন

হুমড়া। খবরদার। বেদের শাস্তি দেবে বেদে। দেব আমি। এক পা এগিয়েছ কি মরেছ—

কোতয়ালকে লক্ষ্য করিয়া ছুরি তুলিল—কোতয়াল থমকিয়া দাঁড়াইল

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য

জয়ন্তী পাহাড়

পর্ণ-কুটীর

"চৌদিকে রাঙা ফুল
ডালে পাকা ফল।"
ঝর্ণা। দূরে নদী।
যেন একখানি ছবি।
(পশ্চাতে কল্পলোক)

মহুয়ার গান

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন।
সুন্দরতর হ'ল নিখিল ভুবন॥
আজি কপোত কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা বেণু বাজে বন-মর্ম্মরে।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নতুন জগৎ মোরা করেছি সৃজন॥
মরিতে চাহিনা, পেয়ে জীবন-অমিয়া।
আসিব এ কুটীরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন।
আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক কন্যা,
লক্ষ্মীর শ্রীলয়ে আসিল অরণ্যা,
মঙ্গল-ঘটে এল নদীজল বন্যা,
পার্ব্বতী পরিয়াছি গৌরী-ভূষণ।

পশ্চাতে কল্পলোক-পটে একটি সোণার গাছে রূপার পাতা। তাহাতে মাণিকজোড় পাখী বসিয়া আছে। তাহাদের প্রতীক এক খোকা আর এক খুকী মহুয়ার গানের তালে তালে নাচিতেছিল

* * * * *

মহুয়া গান শেষে জলের কলসী লইয়া নদীতে জল আনিতে গেল

আবার সেই কল্পলোক। খোকা-খুকু সেই গানের তালে তালেই নাচিয়া যাইতেছে। হঠাৎ কোথা হইতে আর একটি ব্যাধবালক নাচিতে নাচিতে আসিল। হাতে তাহার

তীর-ধনুক। সে গাছের মাণিকজোড় পাখী লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। একটি পাখী মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল খুকিটি। খোকা তখন তাহারি চারিধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাচিতে লাগিল। অবশেষে সেও পড়িয়া মরিয়া গেল। ব্যাধবালকটি তাহা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে, অন্ধকারে কল্পলোক অদৃশ্য হইল

* * * *

নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদেরচাঁদ। (অতি বিষণ্ণ) মহুয়া!

জলকলস লইয়া মহুয়ার প্রবেশ

মহুয়া। সোণারচাঁদ!

নদেরচাঁদ। আজ আবার সেই মাণিকজোড় পাখী···

মহুয়া। কিছু বলনি তো তাদের? সুখে আছে তারা?

নদেরচাঁদ। (হঠাৎ যেন বাণ-বিদ্ধ হইয়াই) ওঃ!

মহুয়া। ও কি! অমন করলে যে?

নদেরচাঁদ। না—কিছু না—

মহুয়া। বল, কি হয়েছে—

নদেরচাঁদ। (কাঁপিয়া উঠিলেন) না—না—না—

মহুয়া। ওদের কথা ভেবে বুঝি ভয় পাচ্ছ?···ভারী সুখী পাখী, না? আমারো খালি ভয় হয়···কে কখন ওদের তীর মারে।···ওদের দু'টিতে কি ভাব! কেউ যদি ওদের একটিকে মেরে ফেলে, আর একটি উড়ে পালায় না···যে সাথীটি গেল···তারি চারপাশে ওড়ে আর ওড়ে··· নেচে নেচে ওড়ে···হঠাৎ পড়ে মরে যায়!

নদেরচাঁদ। আমি দেখেছি—আমি দেখেছি—

মহুয়া। আমি দেখিনি···আমি শুনেছি।···কিন্তু তুমি দেখলে কবে? কোথায় দেখলে?

নদেরচাঁদ। (শিহরিয়া উঠিয়া) না—না—না—

মহুয়া। বটে!···না? (সাভিমানে) বেশ।···(আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল)

নদেরচাঁদ। মহুয়া—

মহুয়া। (আকাশের দিকে চেষ্টা করিয়াই আরো বেশী মন দিল)

নদেরচাঁদ। ও কি হচ্ছে মহুয়া?

মহুয়া। (আকাশ হইতে চোখ না ফিরাইয়া) কাজ করছি!

নদেরচাঁদ। কি কাজ?

মহুয়া। বল্‌ব না—

নদেরচাঁদ। বুঝেছি। রাগ করেছ। তবে কামরাঙা ফলগুলো···

মহুয়া। (ছুটিয়া কাছে আসিয়া) দাও—

নদেরচাঁদ। সে হচ্ছে পরের কথা। আগে বল আকাশ-পানে তাকিয়ে ছিলে কেন?···রাগ করেছিলে?

মহুয়া। (মাথা নীচু করিয়া একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া, তখনি নদেরচাঁদের মুখেরপানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে) কড়িকাঠ গুণছিলুম!

নদেরচাঁদ। কড়িকাঠ গুণছিলে আকাশে?

মহুয়া। (পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ আকাশে তাকাইয়া) নিশ্চয়ই একটা কিছু দেখছিলুম···(বিড়বিড় করিয়া) কি দেখছিলুম! কি দেখছিলুম! (হঠাৎ) হাঁ, একটা চাঁদ উঠেছে!—

নদেরচাঁদ। দিনের বেলায় চাঁদ—

মহুয়া। শুধু ওঠে নি···আবার জ্বালাতন সুরু করে দিয়েছে!—

নদেরচাঁদ। আকাশের চাঁদ তো এক রাতের বেলায়ই ওঠে জানি—

মহুয়া। তবে তো আকাশের চাঁদ নয়, হাঁ···তবে বুঝি নদীয়ার চাঁদ (হঠাৎ তাহার দিকে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া) ও···তুমি?··· কখন এলে?

নদেরচাঁদ। রাগ ভাঙল?

মহুয়া। (অপ্রস্তুত হইয়া) বটে! (তখনি নদেরচাঁদকে জব্দ করিবার মানসে) আমার কামরাঙা ফল?

নদেরচাঁদ। (হতবাক হইলেন)

মহুয়া। আমার কামরাঙা ফল?

নদেরচাঁদ। না—না, সে ফল যেন কেউ দেখে না, কেউ চায় না···কেউ যেন পাড়্‌তে যায় না—

মহুয়া। কেন? কেন?

নদেরচাঁদ। সেই গাছেই যে মাণিকজোড়ের বাসা।···ওরে মহুয়া, এই যে আমাদের পাতার কুটির···পাতারই কুটির, প্রাসাদ নয়, অট্টালিকা নয়, শুধু পাতারই কুটির। কিন্তু তবু এই পাতার কুটিরেই আমরা বাঁসা বেঁধে আছি কি আনন্দে···কি সুখে—!

মহুয়া। ঠিক্ যেন মাণিকজোড়—

নদেরচাঁদ। হাঁ ঠিক্ যেন মাণিকজোড়! আমাদেরও ঐ পেয়ারা

ফলের গাছ রয়েছে···তারি তলে আমরা দাঁড়িয়ে কি সুখেই গল্প কর্ছি··· গান কর্ছি···দুর্জনে দুজনকে ভালোবেসে দুনিয়া ভুলে বসে আছি···হঠাৎ যদি কোন ব্যাধ···ঐ ফল পাড়্তে তীর ছোঁড়ে···সেই তীর ফলে না লেগে যদি দৈববশে আমাদেরই কারো বুক বিদ্ধ করে তবে—তবে—

মহুয়া। (কল্পনায় সে দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল) ওঃ! (চোখ বুঁজিয়া আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে) না—না—চাইনা কামরাঙা ফল···কেউ যেন কখনো না চায়—

নদেরচাঁদ। (বিষম যন্ত্রণায়) তুমি চেয়েছিলে—তুমি চেয়েছিলে··· আমিও তীর ছুঁড়েছিলুম—

মহুয়া। (বিষম যন্ত্রণায়) কেন ছুঁড়লে? কেন?

নদেরচাঁদ। আমি আগে দেখিনি—তারা যে ফলের পাশে পাতার আড়ালে বসেছিল···আমি আগে দেখিনি—

মহুয়া। দুটিই কি মারা গেছে···ওগো, দুটিই কি একসঙ্গে চোখ বুঁজ্ল?

নদেরচাঁদ। মরেছে কি বেঁচে আছে দেখে আসিনি। তীর খেয়ে একটি তখনি মাটিতে লোটাল···আর একটি কিন্তু পালাল না··· মৃত পাখীর চারপাশে ঘূর্ণীর মতো ঘুর্তে লাগল।

মহুয়া। ওরই নাম মাণিকজোড়ের মরণ নাচ···সেই নাচ নাচ্ছিল··· নাচ্ছিল আর মর্ছিল···তিলে তিলে মর্ছিল—দেখনি?

নদেরচাঁদ। না··· দেখিনি।··· আর তাকাতে পারলুম না। তোমার জন্য নীল হ্রদ থেকে লালকমল তুলেছিলুম। লালকমল ছিল হাতে। হাত থেকে তা পড়ে গেল। আমি চোখ বুঁজে ছুটে পালিয়ে এলুম··· তোমার কাছে—

মহুয়া। তুমি আবার যাও···গিয়ে দেখে এস—যেটি বেঁচেছিল···যেটি নাচ্ছিল···সেটি কি এখনো বেঁচে আছে?···

নদেরচাঁদ। না—না···আমি যাব না···আর যেতে পারবনা···

মহুয়া। যেতে তোমাকে হবেই···যেতেই হবে···তোমাকে যেতেই হবে—

নদেরচাঁদ। কেন?

মহুয়া। যদি সে এখনো বেঁচে থাকে···তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে চলে এস···তাকে বাঁচাও···তাকে মুক্তি দাও···তাকে শান্তি দাও—

নদেরচাঁদ। না—না···আমি যেতে পারবনা—

মহুয়া। যাবে না?

নদেরচাঁদ। না—

মহুয়া। বেশ, আমার লালকমল?

নদেরচাঁদ। বললুম যে···সেই মাণিকজোড়ের পাশে পড়ে আছে···হাত থেকে খসে পড়েছে···আর আমি তুল্‌লুম না···

মহুয়া। কেন তুল্‌লে না?

নদেরচাঁদ। ভুলে গেলুম···

মহুয়া। (সাভিমানে) তুমি আমায়ও তবে মাঝে মাঝে ভুলে বসে থাক!···

নদেরচাঁদ। না মহুয়া, না—

মহুয়া। হাঁ সোণারচাঁদ, হাঁ—

নদেরচাঁদ। তোকে ভুলব? তা কি কখনো হয়?

মহুয়া। আমায় তুমি তেম্‌নি ভালোবাস?

নদেরচাঁদ। তাও কি মুখে বল্‌তে হবে?

মহুয়া। যাও···তবে লালকমল নিয়ে এস—যাও বলছি···নইলে আমি অনর্থ করব—

নদেরচাঁদ। মহুয়া, আজ যে আর পা চল্‌ছে না?

মহুয়া। পা চলছে না? ভালো কথা মনে করে দিয়েছ—(ছুটিয়া গিয়া একটি মদ্যপূর্ণ পাত্র সম্মুখে আনিয়া ধরিল)···দেখেছ?

নদেরচাঁদ। মদ?

মহুয়া। মদ···। আমি বানিয়েছি। নিজে-হাতে বনের ফল চুঁইয়ে চুঁইয়ে তৈরী করেছি···একটি চুমুক খেয়েছ কি মন নেচে উঠবে···পা নেচে উঠবে···নাচতে ইচ্ছে হবে · ছুটতে ইচ্ছে হবে। বল দেখি এর নাম?

নদেরচাঁদ। তুমিই জানো—

মহুয়া। গান

ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ
(বল) কি নাম দেবো এরে বঁধুয়া।
গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর
বরণ সোণার চাঁদ-চুঁয়া।
মধু হ'তে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রং ধরে কাজল-নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম,
চোখে লাগায় নেশা-নীল ছোঁওয়া।

ঝিম্ হয়ে আসে সুখে জীবন ছেয়ে,
'পান্'সে জোছনাতে পান্সি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে
আমারি মিতালী এ মহুয়া।

মহুয়া। (গীত শেষে গর্ব্বে) এই মাথা ওর বাপ…এই হাত ওর মা…তুমি ওর কেউ নও, হাঁ। মদ তো নয়, যেন মধু। তৈরী করেই একটি চুমুক খেয়েছি…তাতেই মন নেচে উঠ্‌ছে…রক্ত নেচে উঠ্‌ছে…শুধু নাচ্‌তেই ইচ্ছে কর্‌ছে…ইচ্ছে হচ্ছে নেচেই আজ মরি…তা তো নাচ্‌ব না, আজ লালকমল না পেলে জীবনে আর নাচ্‌বই না। ফেলে দিলুম এই মদ…(মদ্যপাত্র উপুড় করিয়া ধরিল—সব মদ পড়িয়া গেল) কি হবে রেখে? থাকতো যদি আজ সুজন, ঐ মদ খেয়ে নেচে উঠ্‌ত…ছুটে যেত…সেই লালকমল আন্‌তে…যত দূরেই হোক্…যেথান থেকেই হোক্—

নদেরচাঁদ। মদ? ঐ মদ খেয়ে সুজনকে ছুট্‌তে হ'ত? তবে ফেলে দিলে কেন?

মহুয়া। তুমি তো আর খেলে না!

নদেরচাঁদ। কেন খাব? কেন খাব মদ?

মহুয়া। নেশা—নেশা হ'ত…পা চল্‌ত! লালকমলও পেতুম!

নদেরচাঁদ। লালকমল পাবে। পাও চলবে। আর নেশা?…তুই-ই যে আমার নেশা…আমার জীবনের নেশা…আমার মরণের নেশা। মদ আমারও আছে…মদ আমিও খাই। কিন্তু সে মদের নাম মদ নয়, তার নাম সুরা নয়, তার নাম মদিরা নয়…তার নাম "মহুয়া"!

প্রস্থান

মহুয়া। (ক্ষণেক স্তম্ভিত হইল। তৎপরেই নদেরচাঁদের দিকে ছুটিয়া গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল…পরম ঔৎসুক্যে তাহাকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে আর যখন দেখা যায় না তখন ফিরিয়া আসিয়া) —ভালোবাসে। খুব ভালোবাসে। তবু মন মানে না…ইচ্ছে হয় দেখি—আরো কত ভালোবাসে! কবুতর কবুতরি দেখে হিংসে হয়, দুজনে তাই তাদের মতোই বাসা বাঁধি ছোট্ট এই পাতার বাসা—চোখ জুড়িয়ে যায় মন পাগল হয়!…মাণিকজোড় পাখী দেখি—মনে হয় আমরাও এই মাটির মাণিকজোড়—জন্মে জন্মে ঐ মাণিকজোড়েই জন্মেছি মাণিকজোড়েই মরেছি, (হঠাৎ দূরে পালঙ্কের বাঁশী শোনা গেল।) ও কি! বাঁশী বাজে!

কার বাঁশী ? (উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া হঠাৎ আতঙ্কে) এ যে পানঙ্-সইএর বাঁশী ! বিদায়ের সময় সে বলেছিল ঐ বাঁশী বাজ্‌লে মাথায় বাজ পড়বে ! (মাদল বাদ্যও শোনা গেল) ঐ যে মাদলও বাজে ! ও যে সুজনের মাদল ! ···তবে কি তারা ? তবে কি—তবে কি তারাই এখানে ছুটে আস্‌ছে ? (মাদল বাদ্য) ঐ যে আরো আছে ! এ যে কাণের পাশে ! সর্ব্বনাশ ! আজ মাথায় বাজ্ পড়বে ! আজ মাথায় বাজ্ পড়বে ! (থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল) কোথায় আমার সোণার চাঁদ···কেন তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দিলুম··· সেও যে এখানেই ফিরে আস্‌ছে। পালাই···তার কাছে পালাই। (কাঁদিতে কাঁদিতে) রইল আমার পাতার বাসা···রইল আমার হিজল গাছের তল্···রইল আমার ঝরণাধারার জল···(মাদল ধ্বনি)—(কাঁদিতে কাঁদিতে) রইল গো রইল···সব আমার রইল··· যাই—গো—আমি যাই···তোদের ছেড়ে পালাই—(পলাইতে গিয়াই হঠাৎ কি মনে পড়িল) ··পালাব ? যদি পথে তার সঙ্গে দেখা না হয়, আমি তো পালালুম···কিন্তু সে যদি অন্যপথে ওদের সম্মুখে এখানে এসে পড়ে···তবে···(পরিণাম কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া) ওঃ না—না···আমি পালাব না।···আসুক তারা। আসুক সে। রইলুম আমি। (একটি বৃক্ষ ধরিয়া নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল)

*   *   *   *   *

(ছুটিয়া নদেরচাঁদের প্রবেশ। তাহার গাত্রবাসে আবদ্ধ একগুচ্ছ রক্তকমল)

নদেরচাঁদ। মহুয়া···

মহুয়া। (চমকিয়া উঠিল) তুমি! এসেছ !···(কপালে করাঘাত করিয়া) সর্ব্বনাশ !

নদেরচাঁদ। চুপ্ ।···বেদের দল চারদিক ঘিরে ফেলেছে—আয়, পালাই—

মহুয়া। আর পালিয়ে কি হবে !—না—না, আমি পালাব না।

নদেরচাঁদ। কপালে যা আছে তাই হবে···আয়—(তাহাকে কোলা-পাঁজা করিয়া তুলিয়া লইয়া পালাইতে যাইবেন—ঠিক্ এমন সময় চতুর্দ্দিক হইতে বেদের দলের প্রবেশ। সকলের হাতে প্রসারিত ছুরি)

বেদের-দল। মহুয়া—

নদেরচাঁদ মহুয়াকে নামাইয়া দিলেন। মহুয়া নদেরচাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইল

বেদের-দল। এইবার…?

মহুয়া। আমায় তোমরা মারবে? কেন মারবে? আমি যে তোমাদেরই মেয়ে!

বেদের দল। হাঃ হাঃ হাঃ!

মহুয়া। তোমরা হাস্‌ছো কেন? নামাও ছুরি…বাজাও মাদল…গাও গান…বাপুজি! পালঙ সই! সুজন!

সুজন। (তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া মহুয়াকে নদেরচাঁদের আলিঙ্গন হইতে ছিন্ন করিয়া দিল)

হুমড়া। সুজন, আগে মার্ দুষমন—

সুজন। না—আগে মার্ব্ব বেইমানি!

মহুয়া। ও—হো—হো—সোণারচাঁদ…

ছুটিয়া নদেরচাঁদের দিকে অগ্রসর হইতেই সুজন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল

নদেরচাঁদ। মহুয়া! মহুয়া! জানো এ…কি?…মাণিকজোড়ের অভিশাপ…মাণিকজোড়ের অভিশাপ!

মহুয়া। (সুজনের দৃঢ়মুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা) আমায় ছাড়…আমায় ছাড়…

সুজন। (মহুয়ার মুখের কাছে মুখ লইয়া হাস্য-কুটিল স্বর ও দৃষ্টিতে) কেন? কেন?

মহুয়া। আমায় না ছাড় (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ওকে ছেড়ে দাও—দয়া কর সুজন, দয়া কর…

সুজন। ওকেই তো দয়া করছি। ওকে আগে মারব না, আগে মারব তোকে। ও তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে চেয়ে দেখুক! (মহুয়াকে) দুষ্‌মনকে এতখানি দয়া কে করে? (নদেরচাঁদকে) কেউ করে?

হুমড়া। ঠিক্ বলেছিস্ সুজন, ঠিক বলেছিস্। এরই নাম বেদের দয়া…হাঃ হাঃ হাঃ!

নদেরচাঁদ। ফিরে নাও তোমাদের এই অপূর্ব্ব দয়া। দয়া করে শুধু এই দয়াটুকু ফিরে নাও…

হুমড়া। তা হয় না ঠাকুর। লোকে তবে বলবে বেদে-জাত বড়ই নির্দ্দয়! হাঃ হাঃ হাঃ!

সুজন। মহুয়া, তবে?

একহাতে মহুয়াকে ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল…ছুরি কাঁপিতে লাগিল—

মহুয়া। ও—হো! (ভয়ে চোখ বুঁজিল)

নদেরচাঁদ। না—না—ওরে না—

পালঙ্ক। সুজন! সুজন! (কাঁদিতে লাগিল)

হুমড়া। (যেন তাহারি মৃত্যুকাল উপস্থিত) দাঁড়া সুজন—একটু দাঁড়া—কথা আছে।

নদেরচাঁদ। হাঁ, একটু দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে শুধু একটিবার চেয়ে দেখ ওর ঐ ভয়-ব্যাকুল মুখখানি···

সুজন। ঐ চাঁদমুখখানি, না? (সর্দ্দারকে) ও মুখ আমরা যেন আজ নূতন দেখব!···যে মুখ দিনের ছিল ধ্যান, রাত্রের ছিল স্বপ্ন···যে মুখ চোখের ছিল নেশা, মনের ছিল মধু···যে মুখের কথা ছিল বাঁশী, আর হাসি ছিল সুধা···যে মুখের একটি কথায় জীবন হয়েছে স্বপ্ন আর স্বপ্ন হয়েছে সোণা···আজ সেই মুখ দেখ্‌তে বলছে অপরে!···অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! অতীব অপূর্ব্ব! নয় মহুয়া? (কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল)

মহুয়া। সুজন! ফেলে দে ঐ ছুরি—(সুজনের হাত হইতে ছুরি পড়িয়া গেল) কেন কাঁদিস্? (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ছেড়ে দে ওকে। ও বাজাবে বাঁশী। তুই বাজাবি মাদল, পালঙ্ নাচবে। আমি গাইব। বাপুজি শুন্‌বে।···সে কেমন হবে বাপুজি···কেমন হবে?

হুমড়া। চুপ্ শয়তানি—

মহুয়া। চুপ করব কেন বাপুজি! যত কথা আছে শোন। যত সুখে আছি দেখ। দেখ ঐ পাতার বাসা···তারি পাশে দেখ ঐ লতার বন··· তারি সঙ্গে শোন ঐ ঝরণার গান—

হুমড়া। আমি দেখব না। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, শুনলে কাণ জুড়িয়ে যায়। মন ভুলে যায়। কিন্তু সয়তানি যে, সে এমনি করেই প্রাণ গলায়···ওরে সয়তানি, আমি তা জানি। ওরে মাণিক, ওরে সুজন, তোরাও কি সয়তানির মায়ায় ভুললি?—সুজন? (সুজনের কাছে গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। সুজন যেন স্বপ্ন দেখিয়া, সচকিত ভাবে জাগিয়া উঠিল) ছুরি কই? (সুজন ছুরি তুলিয়া লইল।) শাণাও ছুরি।··· ওরে সবাই শাণাও ছুরি—

বেদের দল। (সকলে ছুরি পরখ্ করিয়া দেখিয়া)—ঠিক্ আছে! সর্দ্দার এই দেখ—(সকলে একসঙ্গে ছুরিকা সম্মুখে হানিল—ছুরিকাগুলি চিক্‌মিক্ করিতে লাগিল)

মহুয়া। (ভয়ে) বাপুজি! আবার ঐ ছুরি? ও—হো—হো—নামাও—নামাও—

নদেরচাঁদ। আর যদি না নামাও…আগে বসাও আমার বুকে—

হুমড়া। হাঃ হাঃ হাঃ!

পালঙ। বাপুজি, সইএর হয়ে আমি তোমার পায়ে পড়্ছি!

মহুয়া। ওরে আমার পালঙ সই, কত গান রয়েছে গাওয়া হয়নি, কত নাচ্ রয়েছে নাচিনি, কত কথা ছিল কইনি—(কাঁদিয়া ফেলিল)

সুজন। সর্দ্দার, সর্দ্দার, মহুয়ার চোখে জল দেখেছ? যা কোনদিন কেউ দেখেনি…আজ দেখ…!…মহুয়া কাঁদে…আজ মহুয়া কাঁদে—

নদেরচাঁদ। কাঁদে! কাঁদে! (ক্রন্দন)

হুমড়া। কাঁদলেই হ'ল? কাঁদে তো সবাই। চোখে তো আমারো জল আস্ছে…তাই বলে আমিও কি কাঁদ্ব? (রুদ্ধ অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল) কখনো না—কখনো না—প্রস্তুত হও সুজন…প্রস্তুত হও মাণিক…তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। মনে কর সেই প্রতিজ্ঞা—

বেদেগণ। মনে আছে। আমরা সবাই প্রস্তুত!

হুমড়া। (সকল বেদের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া) হুম্! ছুরি সব কোষবদ্ধ কর। (আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল) ঐ মায়াবিনীর কাছে দাঁড়িয়ো না। ওর কাছে গিয়ে ওর বুকে ছুরি বসাতে হাত কাঁপবে। হাজার হলেও ও বেদের মেয়ে, সবাই ওকে ভালোবেসেছে একদিন। সেই দুর্ব্বলতায় কারো হাত যদি কাঁপে…তার ছুরি যদি ওর বুকে না বসে…বেদের আইনে ওকে দিতে হবে মুক্তি, আর তাকে বরণ করতে হবে মৃত্যু। ওরে মাণিক…ওরে সুজন…তাই নয়?

বেদেগণ। হাঁ, তাই—

মাণিক। হাঁ তাই। শিকার কর্ত্তে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার চাইতে বড় অপমান বেদে আর জানেনা। বেদে জানে শুধু এক আঘাত ছুরিরই হোক্ আর তীরেরই হোক্—

হুমড়া। সেই এক আঘাতে যে মরে না…ঈশ্বরের ইচ্ছা সে বাঁচুক। কিন্তু যার সেই এক আঘাত ব্যর্থ হ'ল, সে বেদে জাতের কলঙ্ক…মৃত্যু দিয়ে তার নাম আমাদের দল থেকে মুছে দেই।…কেমন?

বেদেগণ। হাঁ!

* * * * *

হুমড়া। এই কথাটা তোমরা বেশ বুঝতে পার্চ্ছো তো? যে এক আঘাত ব্যথ হলে তার শাস্তি মৃত্যু?

বেদেগণ। হাঁ সর্দ্দার—

হুমড়া। তবে সকলে তীর-ধনুক নাও। না—সকলে নয়। একজনই যথেষ্ট। ঐ তো আমার দুধের মেয়ে, একজনের একটি তীরই যথেষ্ট।

মহুয়া। (বুঝি এ রাজ্যে ছিলনা···কল্পনা-চক্ষে কি যেন দেখিতেছিল) কামরাঙা ফল। আমি চাইলুম! ঐ কামরাঙা গাছে মাণিকজোড়ের বাসা। ফল পাড়তে তীর ছুড়ল। ফল পড়ল না···পড়ল একটি পাখী··· পড়ল আর মরল···কিন্তু তার দোসর? দোসর?

নদেরচাঁদ। আমি দেখে এসেছি···আমি দেখে এসেছি···

মহুয়া। বল গো বল, তার দোসর?

নদেরচাঁদ। আমি বলব না—আমি বলব না—

মহুয়া। তারা ছিল মাণিকজোড়···আর গেল কি একলা? (আপন মনে ভাবিতে লাগিল)

পালঙ। মাণিকজোড় কি সই? মাণিকজোড়?

মহুয়া। তুই আর সুজন। আমি আর (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ও···হাঃ হাঃ হাঃ! (নদেরচাঁদকে) নয়?

হুমড়া। ওরে, ও হাসছে! তবে কি ও পাগল হ'ল?

সুজন। আর কথা নয় সর্দ্দার। এ দৃশ্য অসহ! শেষ কর এ দৃশ্য।···

হুমড়া। কে শেষ করবে?

মাণিক। আমি—

সুজন। না, আমি। ও ছিল আমারি বাকদত্তা বধূ। বাকদানের এই সেই বকুলমালা···ঐ দিয়েছিলো আমার গলায় তুলে। শুকিয়ে গেছে সে মালা···কিন্তু এখনো আমার বুক জুড়ে রয়েছে সেই ব্যঙ্গ, সেই পরিহাস। (মহুয়াকে) বকুলমালা তার অপমান ভুলে আজও আমার বুক জুড়েই রয়েছে, কিন্তু বকুলমালার সে অপমান···আমার প্রেমের এই অপমান···আমি ভুলতে পারিনা—

মহুয়া। তুমি তার প্রতিশোধ নাও। মার···আমায় মার। তুমি খুশী হও।···খুশী হয়ে আমার শুধু একটা কথা রেখো—

সুজন। কি কথা।

মহুয়া। ঐ পালঙ্ সইকে বিয়ে ক'রো। ও তোমাকে ভালোবাসে···

আমি যেমন (নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) ওকে ভালোবেসেছি—তেমনি ! একতিল কম নয় !

সুজন। হাঁ, বিয়ে করব।…কিন্তু আগে চাই প্রতিশোধ, তবে তো ?

মহুয়া। (ধীরে ধীরে চোখের জলের ডালি লইয়া হুমড়ার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল) বাপুজি ! বিদায় বাপুজি !

হুমড়া। ওরে—ওরে—(ক্রন্দন)

সুজন। তুমিও কাঁদছ সর্দ্দার ? তুমি না সর্দ্দার ? তুমি নিষ্ঠুর বেদের নির্ম্মম সর্দ্দার এই না ছিল তোমার গর্ব্ব ? কিন্তু আজ ? ওরে হতভাগ্য বেদের দল…চেয়ে দেখ্ ঐ আমাদের সর্দ্দার…কন্যার একটি আলিঙ্গনে…কন্যার দু'ফোঁটা চোখের জলে…ভাসিয়ে দিল…এতকালের… কতকালের এই বেদে জাতির মান-সম্মান…অপমান…প্রতিহিংসা প্রতিজ্ঞা !

হুমড়া। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না—না—

সুজন। ঐ দেখ…সর্দ্দার কাঁদে ! বেদে তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে, ভয়ে ঐ দেখ, বেদের সর্দ্দার কাঁদে !

হুমড়া। (চোখ মুছিতে মুছিতে) না—না—

সুজন। না ? বেশ, তবে হাত তুলে আমায় আশীর্ব্বাদ কর। কর আশীর্ব্বাদ। ঐ আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর বুকে তীর ছুঁড়ব।… পারবে করতে আশীর্ব্বাদ ?

মহুয়া। বাপুজি ! বাপুজি ! কর আশীর্ব্বাদ। ঐ সুজন তোমায় চোখ-রাঙায়…এ আমি সইতে পারিনা। কর আশীর্ব্বাদ…সে হবে আমার মুক্তি, একলা আমার নয়…তোমারো—তোমারো !

হুমড়া। তাই হোক্ মা তাই হোক্…ওরে সুজন…আশীর্ব্বাদ (হাত তুলিতে গিয়া তখনি নামাইয়া) না—না—না—পারলুম্ না—(ক্রন্দন)

সুজন। (রুষ্টভাবে) সর্দ্দার, তোল হাত। অথবা বল বেদের সম্মান কিছু নয়, বেদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয় ! বল…তাই না হয় বল—

হুমড়া। না—না—তাও নয়। (মহুয়াকে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিতে দিতে) আমার চোখ দু'টো অন্ধ হোক্…কর্ণ আমার বধির হোক্…বুক আমার ভেঙে চুরমার হোক্…তবু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে…বেদের মান, বেদের সম্মান রাখতেই হবে। ওরে আমার মহুয়া মা, পারলুম না, হাত আমাকে তুলতেই হোল, তুইও গেলি, আমিও পিছে পিছে

আস্‌ছি···সেইখানে, যেখানে বেদে নেই, বেদের সর্দ্দার নেই, শুধু আছে পিতা···শুধু আছে তার কন্যা।···ওরে সুজন···ধন্য তুই আমার পুত্র··· সার্থক তুই আমার শিষ্য···এই নে—আমার আশীর্ব্বাদ—

বামহস্তে মুখ ঢাকিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন

সুজন। আশীর্ব্বাদ আমি মাথা পেতে নিলুম···আজ আমি ধন্য হলুম···সর্দ্দার, সত্যসত্যই তুমি আমার এই অনর্থক জীবন সার্থক করলে! মহুয়া—

পালঙ্ক। সুজন! সুজন! পায়ে পড়ি সুজন!

সুজনের পায়ে পড়িল

সুজন। চুপ্‌। (পা সরাইয়া লইল) মহুয়া, এইবার—(শর-সন্ধানোদ্যত)

নদেরচাঁদ! দয়া কর সুজন, দয়া কর। ধরার আলো ঐ মহুয়া—পাহাড়ের ঝরণা ঐ মহুয়া—

সুজন। তোমার—তোমার।—আমার কে?

মহুয়া। কেউ নই। তোমার গলে ঐ বকুল মালা, সে চায় প্রতিশোধ। তুমি চাও প্রতিশোধ। আর কথা নয়, দেরী নয়—

সুজন। কখনো নয়।···মহুয়া—(শরসন্ধান করিল। কিন্তু হাত কাঁপিতে লাগিল)

হুমড়া। খবরদার সুজন। হাত কাঁপ্‌ছে। একটি তীরে···একটি আঘাতে···ও যদি না মরে, মর্‌বি তুই—

সুজন। (অধীর হইয়া উঠিয়া) জানি—জানি—আমি সে সবই জানি। আর তা জানি বলেই ওরে আমার মহুয়া, এই হ'ল আমার প্রতিশোধ! (ইচ্ছাপূর্ব্বক তীর উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াই ধনুক মাটিতে ফেলিয়া দিল)

হুমড়া। সাবাস—সুজন! সাবাস্‌! ওরে সাবাস্‌! সাবাস্‌! (ছুটিয়া গিয়া মহুয়াকে বুকে লইল। এবং মহুয়া বাঁচিয়া গেল এই আনন্দের উত্তেজনায় অস্থির হইয়া উঠিল)

নদেরচাঁদ। মহুয়া—মহুয়া—

মহুয়া। }
পালঙ্ক। } সুজন—সুজন—

সুজন। (বুক ফুলাইয়া সর্দ্দারের সম্মুখে গিয়া) বেদের আইনে লক্ষ্যভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু…দাও মৃত্যু—

হুমড়া। (চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে স্মরণ হইল মহুয়া বাঁচিয়াছে বটে কিন্তু সুজন গেল) মৃত্যু!—লক্ষ্যভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু! তাই তো!—লক্ষ্যভ্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু! তাই তো!…ওরে সুজন! তবে এ তুই কি করলি!…(মহুয়াকে ছাড়িয়া সরিয়া আসিল) ওরে! তুই যে বেদে-জাতির আশা—ভরসা—আমার শ্রেষ্ঠ-পুত্র…শ্রেষ্ঠ-শিষ্য!…তোকেই তবে আজ হারাতে হবে!

পালঙ্ক। (হুমড়ার পায়ে লুটাইয়া পড়িল) বাপুজি, ওকে ক্ষমা কর—

সুজন। চোখের জলে বেদের আইন কলঙ্কিত করোনা পালঙ্ক!—কই সর্দ্দার?

মহুয়া। সুজন! সুজন! তুমি কেন আমায় বাঁচালে?

হুমড়া। প্রেম!…প্রতিহিংসার চাইতে প্রেম হল ওর বড়।…(সুজনের প্রতি) বাহাদুরি? না? এইবার মর। বেদের কুলপ্রদীপ নিভে যাক্!…শুধু একটা মোহে…একটা খেয়ালে জাতির আশা…ভরসা…সাহস…[illegible]…[illegible] বলি হোক্ (সুজনের প্রতি চটিয়া, শ্লেষে) কুল-প্রদীপ…না কুল-কলঙ্ক! মরতে তো হবেই…এইবার মর—

মহুয়া। (হুমড়ার পায়ে পড়িয়া) বাপুজি, কেন এই অনর্থ!…মার গো আমায় মার, তোমার পায়ে পড়ি বাপুজি, আমায় মারো!—ও বাঁচুক! (পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল)

হুমড়া। তোর জন্ম…ঐ ঠাকুরের জন্য…আজ যত অশান্তি…যত মর্ম্মপীড়া! হতভাগী…চোখে চেয়ে তো দেখ্‌লি বেদের-ব্যাটার কীর্ত্তি! খেলোয়াড়ের মত খেলোয়াড় ঐ সুজন।…দেখ্‌লি বেদের ব্যাটা প্রাণ নিতেও মেতে ওঠে…আবার প্রাণ দিতেও নেচে ওঠে! কিন্তু বেদের মেয়ে…তুই?

মহুয়া। আমি? কিছু চাইনা আমি।…শুধু চাই ও (সুজন) বাঁচুক!

সুজন। হাঃ হাঃ হাঃ! (মহুয়ার কাছে মুখ লইয়া, শ্লেষে) কিন্তু আমি তোমার দয়া চাই না মহুয়া সুন্দরী, প্রাণ-ভিক্ষা চাইতে হয় চাও ঐ নদেরচাঁদের, আমার নয়—

মহুয়া। (হুমড়ার প্রতি কাঁদিতে কাঁদিতে) ভিক্ষা দাও…ঐ সুজনের প্রাণ ভিক্ষা দাও সর্দ্দার—

হুমড়া। হাঁ, দেব।…দিতে পারি। আমি তোর কথা রাখ্‌ব। কিন্তু তার আগে আমি বুঝ্‌তে চাই…তুই কে। তুই কি (ভয়ে ভয়ে) বেদেরই মেয়ে, না…অপরের! বুঝতে চাই…এতকাল ধরে তোকে যে শিক্ষা দিয়েছি…যে দীক্ষা দিয়েছি…যে স্নেহে…যে মমতায় তোকে লালন-পালন করেছি…তা কি আমার সার্থক হবে, না মিথ্যা হবে। দিবি সেই পরীক্ষা?

মহুয়া। কি বাপুজি?

হুমড়া। এই ধর্ বিষলক্ষের ছুরি। জাতির পরম শত্রু…জাতির সেরা দুষ্‌মন…ঐ—(নদেরচাঁদকে দেখাইল)…ওর বুকে তোকে এই ছুরি…এখনি…আমূল বসিয়ে দিতে হবে—দিবি?…যদি দিস্, তবে বুঝ্‌ব, হাঁ তুই বেদেনী, বেদেনীর মতো বেদেনী…ঐ সুজনও বাঁচ্‌বে।… আর যদি না দিস্…তোরি চোখের সম্মুখে শত বেদের শত তীর ঐ ঠাকুরের বক্ষ বিদ্ধ করবে…বেদের প্রতিজ্ঞাই তাই…কি করবি?

মহুয়া। (হুমড়া কথা বলিতে বলিতে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছিল। হুমড়ার বুকে ছিল মহুয়ার দেওয়া সেই মুক্তার মালা। মহুয়া হুমড়ার কথা শুনিতেছিল আর সেই মুক্তার মালায় হাত বুলাইতে-ছিল। হুমড়ার প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে আঙ্গুল দিয়া ভাবিতে লাগিল কি করিবে। তাহার পর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব)…ছুরি দাও—

হুমড়া। (সাহ্লাদে) নে—নে—এই তো বেদের মেয়ে!…যদি কেউ বলে তুই রাজার মেয়ে…হাঃ হাঃ হাঃ—

মহুয়া। (ছুরি লইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। পরে নদেরচাঁদের দিকে একবার তাকাইল। তাহার পরই তাকাইল হুমড়ার বুকে সেই মুক্তামালার দিকে। সেটি ধরিয়া) আর দাও এই মালা। তোমার এই মালা হোক আমার আশীর্ব্বাদ?

হুমড়া। (সানন্দে) নে মা, নে। (মালা খুলিতে খুলিতে) আমার অন্ন মিথ্যা নয়, আমার স্নেহ মিথ্যা নয়, এই নে তুই আমার মুক্তার মালা— (মালা খুলিয়া তাহা মহুয়ার গলায় পরাইয়া দিয়া) সঙ্গে দিলুম আমার সারা প্রাণের আশীর্ব্বাদ—(নদেরচাঁদকে দেখাইয়া) বাঁধ্ ওকে— (আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল)

মহুয়া। ছুরি লইয়া নদেরচাঁদের দিকে মাতালের মতো টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতে হইতে) বেদেনী সব পারে…কি না পারে? নাচ্‌তে নাচ্‌তে সে সওদাগরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, দেয় নি?…

সন্ন্যাসীকে পান খাইয়ে তার প্রাণ নেয়, নেয় নি? বেদেনী কি না পারে? সে মালাও গলায় পরিয়ে দেয় আবার বুকেও ছুরি বসায়! বেদেনী কি না পারে? সে সব পারে গো, সব পারে!

হুমড়া। বাহবা বেটি! বহুৎ খুব! যে হবে বেদেনী সে হবে ডাইনী। ডাইনীর মতো হো হো করে হেসে ওঠ্…হেসে উঠে জাত-বেদেনীর মতো মার্ ওর বুকে ছুরি—

মহুয়া। (হুমড়ার দিকে হাস্য-কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া) মারব ছুরি। তার আগে পরিয়ে দেব ওর গলায় এই মালা! এই মরণ-মালা! (বলিয়াই নদেরচাঁদের গলায় মুক্তামালা পরাইয়া দিল) কেমন হ'ল… হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন হ'ল! এইবার দেখ জাত-বেদেনীর খেলা! (নদেরচাঁদকে মারিতে ছুরী উঠাইল)

নদেরচাঁদ। মহুয়া! মহুয়া! তুমি এত সুন্দর! ভীষণতার এত রূপ! হাতে বজ্র-ছুরিকা, চোখে বিদ্যুৎশিখা! হানো ছুরি গো, হানো ছুরি…ঝল্‌সে উঠুক্ বিদ্যুৎ!…মুগ্ধ হয়ে মরি…আমি মুগ্ধ হয়ে মরি!

মহুয়া। হাঃ হাঃ হাঃ! (সেই ছুরি নিজেরই বুকে বসাইয়া দিল। বেদের দল, বেদের দল কেন, যেন সমগ্র জল-স্থল একসঙ্গে একটী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—ই—ই—ই!—)

নদেরচাঁদ।
হুমড়া।
সুজন।
পালঙ্ক। } মহুয়া!

মহুয়া। (বুকে ছুরি মারিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া যাইতেছিল, নদেরচাঁদ তখন তাহার দেহভার একহাতের ওপর লইয়াছিলেন। মহুয়ার মুখ হেলিয়া পড়িয়াছিল। নদেরচাঁদ সেই মুখের পানে অব্যক্ত যাতনায় চাহিয়াছিলেন) সোণারচাঁদ! আঃ—

নদেরচাঁদ। রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী—

হুমড়া। (উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে) মহুয়া, মহুয়া গেল—মহুয়া ফাঁকি দিয়ে পালাল—ওরে সুজন—তবে তুই আর বাকী কেন—তুইও মর—তুইও মর—(কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষেপিয়া উঠিল) কিন্তু না, ঐ দুষমন্…মার ঐ দুষমন্…মার—

সুজন। (বেদের দলের প্রতি) মার—মার—মাণিকজোড় মার—

বেদেরদল। মার—

যুগপৎ সকলের তীর ছুটিল। নদেরচাঁদের সর্বদেহ তীরবিদ্ধ হইয়া গেল

হুমড়া। হাঃ হাঃ হাঃ! দুষ্‌মন্ শেষ! কাজ শেষ!—না—না, এখনো আর একটা বাকী রয়েছে! (সুজনের প্রতি) এইবার, ওরে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, এইবার তোর প্রায়শ্চিত্ত···মর্‌···মর্‌···কিন্তু কোথায় মরবি এখানে? জমি কই? সব যে রক্ত! তুই কোথায় দাঁড়াবি? আমি কোথায় দাঁড়াব? ওরে, আমরা দাঁড়াই কোথায়?···ভেসে গেল···ভেসে গেল···উঃ···রাজার মেয়ের এত রক্ত! এমন রক্ত!···ও রক্তে যে আমার সব ভেসে গেল! ওই আমার মহুয়া ভেসে যায়···ওরে সুজন···আয়···দিই ঝাঁপ···

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চলিয়া গেলেন। পেছনে অন্যান্য বেদেরা ছুটিল

সুজন। হ্যাঁ, দিই ঝাঁপ্—দেব ঝাঁপ্—এই বকুলমালার আগুন··· সইতে পারি না—সইতে পারি না—(বকুলমালা কণ্ঠ হইতে খুলিয়া ছিঁড়িয়া মহুয়ার দিকে নিক্ষেপ) দিই ঝাঁপ···দেব ঝাঁপ—

ছুটিয়া প্রস্থান

নদেরচাঁদ। (যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) মহুয়া! আঃ—

বুকের তীর তুলিয়া ফেলিলেন। ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইয়া গাত্রবাস ভিজাইয়া দিল। গাত্রবাসে মধ্যমণির মত আবদ্ধ ছিল সেই লালকমলগুচ্ছ। তাহাও রক্ত-রাঙা হইল। যন্ত্রণায় বুকে হাত বুলাইতেই সেই পুষ্পগুচ্ছে হাত ঠেকিল। নদেরচাঁদ চমকিয়া উঠিয়া

ওরে···এ যে সেই ফুল···সেই লালকমল! মৃত মাণিকজোড়ের পাশে শুকিয়ে পড়েছিল···মলিন হয়ে পড়েছিল···বুকের রক্তে এখন রাঙা হয়ে উঠেছে···! মহুয়া,···এ ফুল যে তুমিই [illegible], এ ফুল যে তোমার জন্যই এনেছি···তোমার জন্যই···সেই শুষ্ক ফুল···সেই মলিন লালকমল আজ বুকের রক্তে রঙীন হয়ে তোমার হাতের পরশ চায়···তোমার খোঁপার পরশ চায়···তোমার বুকের পরশ চায়···

মহুয়া। (অতিকষ্টে) দা—ও···

নদেরচাঁদ। (হাত বাড়াইয়া পরম আগ্রহে ফুল দিতে গেলেন··· কিন্তু আবদ্ধ দেহে তাহা পারিলেন না। হাতখানি মহুয়ার হাতের কাছে গিয়া শুধু কাঁপিতে লাগিল) না—ও ··· না—ও—

পালঙ্ক ইহা দেখিতে পাইল। সে নদেরচাঁদের সেই অর্ঘ্য মহুয়ার অঞ্জলিতে ঢালিয়া সাহায্য করিল

মহুয়া। (সেই ফুলগুলি বুকে চাপিয়া ধরিয়া) আমার সোনার চাঁদের লালকমল—আঃ—

বলিয়াই নদেরচাঁদের পায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল

নদেরচাঁদ। মহুয়া! মহুয়া! আজও আমরা মাণিকজোড়! ছিলুম মাণিকজোড়—চললুম মাণিকজোড়! (মৃত্যু)

পালঙ্ক। (কাঁদিতে লাগিল) মাণিকজোড়! মাণিকজোড়!

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

নবযুগের নাট্যসাহিত্য

নাট্যকার মন্মথ রায়ের

নাট্যগ্রন্থাবলী

কারাগার—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে এবং পরে নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইয়া "জাতির মর্মস্পর্শ করিয়াছে। বার্নার্ড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান'এর সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—বিজলী

পরাধীন ভারতে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল।

মুক্তির ডাক—একাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র সহিত তুলনা হইতে পারে।'—প্রবর্তক

দেবাসুর—পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। স্টার থিয়েটার। জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মাহুতি। "ফ্লোরা এনাইন স্টীলএর কৃতিত্বের সহিত লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে।" —ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও স্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই। "কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কণে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা-অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই 'চাঁদ সদাগর' দর্শককে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক।"—নবশক্তিতে 'চন্দ্রশেখর'

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। "ও-দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ 'কারমেন'এর সহিত তুলনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।"—নবশক্তিতে 'চন্দ্রশেখর'

সাবিত্রী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন

এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের অচলপ্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।"—আনন্দ-বাজার পত্রিকা

অশোক—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রঙমহল। "নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের 'ড্রামা'র বিষয়বস্তু। নাট্যকার যেভাবে কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর 'আর্টিস্ট'এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শকসাধারণেরও চিত্তাকর্ষক হবে।"—দীপালীতে 'চন্দ্রশেখর'

'An epic grandeur.'—Amritabazar Patrika

খনা—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "নাট্য-কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষ।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

"বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"—দেশ

"Khana, from the pen of Manmatha Ray, is perhaps God's answer to the theatre-owners' prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artists. And that is where the dramatist triumphs over the players as a whole.···An excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences.···Ray wields a powerful pen and is a past-master in giving such

twists to a story that go a long way in creating dramatic situations and climaxes. In Khana both these qualities have admirably combined to effect popular entertainment with a capital P and E.…A strong story-interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain."—'Thespis' in 'Dipali'

সতী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। দক্ষযজ্ঞের পুরাতন কাহিনীর অভিনব রূপ। "হাসি এবং অশ্রুতে সমুজ্জ্বল।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

বিদ্যুৎপর্ণা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা। C. A. P., ফার্স্ট এম্পায়ার। সাধনা বসু ও অহীন্দ্র [illegible] কীর্তি-স্তম্ভ। "গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা-সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।"—যুগান্তর

"The author is to be congratulated without reserve."—Amritabazar Patrika

রাজনটী—এই নাটিকাখানি 'রাজনর্তকী' নামে বাঙলা ও হিন্দীতে এবং 'Court Dancer' নামে ভারতে প্রস্তুত প্রথম ইংরেজী সবাক্ চিত্ররূপে চিত্রজগতে বিখ্যাত হইয়াছে।

"এই নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

রূপকথা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। "এরূপ একখানি অভিনব ও সুলিখিত নাটকের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

"Manmatho Ray, the noted playwright of the modern Bengali School has given it an exquisite dramatic shape mostly on the lines of the European pantomime."—N. K. G. in Amritabazar Patrika.

"Manmatho Ray has struck a new note in stage literature."—Dipali

মীরকাশিম—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "বর্তমান যুগে এই নাটকখানি বিশেষ আদর পাইবে আশা করি।"—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

"আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, নাটকখানি দেশপ্রাণ বাঙালী নরনারীর চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইবে।"—দেশ

"প্রত্যেকটি বাঙালীর এই 'মীরকাশিম' দেখা অবশ্য কর্তব্য। 'মীরকাশিম' নাটকে মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র রহিয়াছে।"—যুগান্তর

"ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

একাঙ্কিকা—বাঙলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক মন্মথ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ আটটি একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহ।

"Sri Manmatha Ray is the dramatist of the day. His dramas, whether social, mythological or historical, are different from others of the kind, and have brought a change in the old order. Ekankika has created a new atmosphere in the circle of histrionic art as well as in literary circle. Each of the playlets, though short, is complete in itself in one act, beautiful and thought-provoking."—Amritabazar Patrika

কৃষাণ—হাসি-অশ্রু-সমুজ্জল চিত্র-নাট্যোপন্যাস। মূল্য দুই টাকা।

রাত্রির তপস্যা—বিপ্লবী বীর যতীন মুখুজ্জের জীবনী অবলম্বনে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের বলিষ্ঠ নাট্যোপন্যাস। মূল্য—২৲